

Siliguri Primary Teacher's Training College & Siliguri Terai B.Ed College

Estd-2017

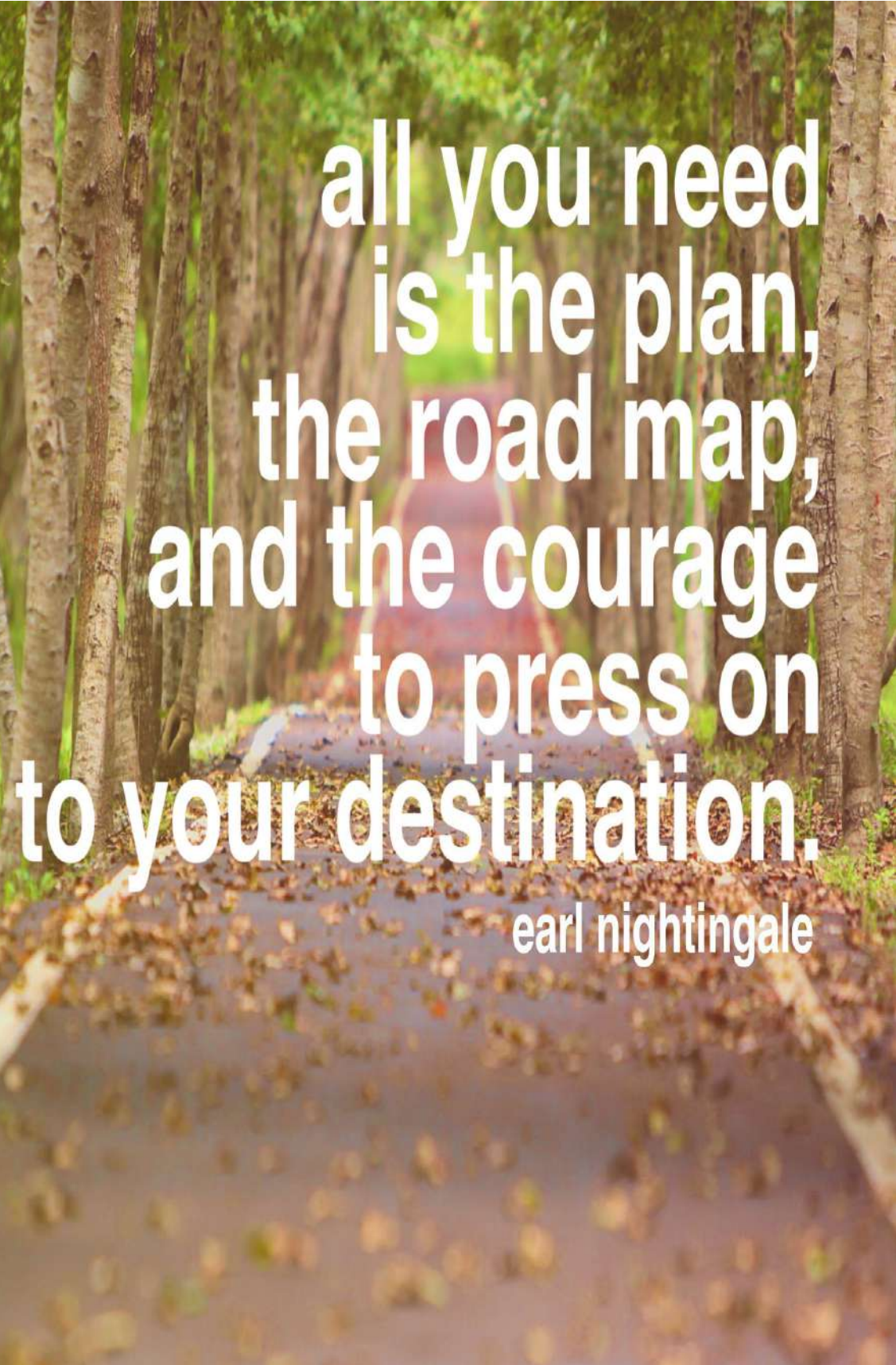


Annual Magazine

Abhipsha

2020

***Address-Dudhajote, Thanjhore Bagen, Kharabari, Siliguri,
Darjeeling, West Bengal, Pin-734427, Website-www.slgttc.com***

A photograph of a forest path covered in fallen brown leaves. The path leads into a dense forest with tall, thin trees. In the distance, a person wearing a red jacket is visible, walking away from the viewer. The text is overlaid on the right side of the image.

all you need
is the plan,
the road map,
and the courage
to press on
to your destination.

earl nightingale

Our Inspiration & Motivation

Mr. Puspajit Sarkar

(Respected President, SPTTC & STBC Paribar

&

Secretary, Siliguri Terai Educational Society)

Mr. Prosenjit Sarkar

(Respected Management Member, SPTTC & STBC Paribar)

Head of the Committee

Mr. Vijay kr. Exambhi

(Principal, SPTTC & STBC Paribar)

Coordinator (Concept, Planning & Execution)

Mr. Sourav Sarkar

Teacher-in-Charge, (SPTTC & STBC Paribar)

Editor & Creative Head

Ms. Subarna Sen

Asst.Proff, (SPTTC & STBC Paribar)

Cooperation

Special Thanks to Mrs. Varsha Rai (Asst.Proff), Mr. Noel Kispotta (Asst.Proff) & All the Faculties, Dhritikana Roy, Moni Chakraborty (B.Ed Trainees), Dithika Singh (D.El.Ed Trainee) & All the Trainees & Other Members

(SPTTC & STBC Paribar)

Message from President, spttc & stbc
Secretary, Siliguri Terai Educational Society



It gives me great pleasure in sending this message to the 'Annual Magazine' - that is being published for this year. It is the tribute to the past and an expression of grateful thanks to those who had untiringly laboured to make the institution great and honour those who contributed to its greatness.

Cover the past - years 'Siliguri Primary Teachers' Training College' & 'Siliguri Terai B.Ed College' has served the nation by producing leading personalities who have held high position in the field of education. The college has held high the lighted torch of teaching and learning and has not failed in its duty in the hour of need. The students imbibe qualities of an excellent teacher and researcher to set academic standards.

I have no doubt that the college will continue with its good work, meeting the aspirations of our community. I wish the Principal, Teachers and Students success in their endeavour.

Mr. Puspajit Sarkar
Siliguri Primary Teachers' Training College
&
Siliguri Terai B.Ed College

Message from Principal



It is a great honour and privilege to write for this college 'Annual Magazine'.

The middle part of secretary's message. In addition there has been tremendous growth in Academics, Extra Curricular Activities, use of ICT, Language Laboratories. Alumni are making important contribution in various areas.

I wish and pray the college fraternity may join hands to take the college to newer heights of outstanding excellence.

Dr. Vijay Kr. Exambi (Principal)

Siliguri Primary Teachers' Training College

&

Siliguri Terai B.Ed College

বৃত্তভঙ্গী স্বাক্ষর

ব্যাসরিব পশিৰণ প্ৰবণশ য়েবন শিৰ্কা প্ৰতিষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰে গ্ৰবণট গুৰুত্বপূৰ্ণ শিৰ্কাণীয় পদক্ষেপ।
যেখান সৰল ছাগ ছাগীয়া তাহেৰ সুপ্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ নিৰ্জস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তুলে ধৰে। আমাহেৰ
মহাবিদ্যালয়ে চতুৰ্থ বৰ্ষেৰ গৌৰৱাৰিত্তি সূচনা মুহূৰ্ত্তে গুই পশিৰণ আমো গ্ৰব বিশেষ সন্ত্ৰোজন ৰূপেই
বগজ বগৰে বনে আশা ৰাখছি।

গুই শুভ মুহূৰ্ত্তে তাই বিশেষ ভাবে যাহেৰ সন্ত্ৰোজিত্তি গু অনুপ্ৰণাৰ বখা উল্লেখযোগ্য, তায়া
হলেন শিলিগুড়ি পাইমাৰি টিচাৰ্স ট্ৰেনিং বনেজ গ্ৰব; শিলিগুড়ি ত্ৰাই বি.গ্ৰড বনেজেৰ অধ্যক্ষ
শ্ৰীযুক্ত বিজয় বুম্ৰাৰ গ্ৰামাশ্বি মহাশয়, মহাবিদ্যালয়েৰ সভাপতি শ্ৰদ্ধেয় সদয় মন্ডল মহাশয়,
মহাবিদ্যালয়েৰ সম্পাদক শ্ৰীযুক্ত পুষ্পজিত্তি সৰবণৰ মহাশয়, শ্ৰীযুক্ত প্ৰজেনজিত্তি সৰবণৰ মহাশয়,
শ্ৰদ্ধেয় সূজন সাগা মহাশয়, শ্ৰীযুক্ত বগাৰ্ত্তিক বৰ্মন মহাশয় সহ সৰল শ্ৰদ্ধেয় বৰ্ত্তিপক্ষগণ। সেই সন্ত্ৰে
ঈন্যবাদ জ্ঞানাই সৰল শ্ৰদ্ধেয় সহবৰ্ম্মবন্দ গ্ৰব; অশিৰক্ষক বৰ্ম্মবন্দগণক। যাহেৰ অগ্ৰগম
আন্তৰিকতা মহাবিদ্যালয়েৰ পৰিবেশকে উন্নতিৰ দিকে গাগিয়ে নিয়ে গেছে।

সেই সন্ত্ৰে বৃত্তভঙ্গী জ্ঞানাই আমাহেৰ সৰলৰ প্লেহেৰ ছাগ, ছাগীহেৰ। যাহেৰ প্ৰচেষ্টা গু
গ্ৰবগতিৰ সূৰ্চিশীল মনোভাবেৰ ফলশ্ৰুতি আজ গুই পশিৰণ "অভীপ্সা"। বিশেষ বগেৰ ৰচনা সন্ত্ৰগ্ৰহ,
মুদগ সহ বিৰ্ভিন্ন ক্ষেত্ৰে সন্ত্ৰোজিত্তিৰ হতি বাজিয়ে দিহে তায়াই গুই সূজনশীল সূৰ্চিকে সাৰ্থকতাৰ
দিকে গাগিয়ে নিয়ে গেছে।

সবশেষে গুটুৰুই বলাৰ অনিচ্ছাবৃত্তি তুলে গুটুৰে জন্ম আন্তৰিক ভাবে ক্ষমাপ্ৰাৰ্থী। শিৰ্কাগ্ৰনে
নিঃসন্দেহে গুই " অভীপ্সা " নবজাগৰিত্তি মুক্তি প্ৰবাহকে সন্ত্ৰোজিত্তি বগৰে গুই আশায় ইতিৰেখা
টানছি।

-ঈন্যবাদান্তে-

মহাবিদ্যালয়েৰ ব্যাসরিব পশিৰণ সমিতি

শিলিগুড়ি পাইমাৰি টিচাৰ্স ট্ৰেনিং বনেজ গ্ৰব; শিলিগুড়ি ত্ৰাই বি.গ্ৰড বনেজে, ২০২০

উৎসর্গ পত্র - “শিক্ষাঙ্গন”

উচ্চশিরে কনকজঙ্ঘা নিত্য দাঁড়ায়ে প্রহরীপ্রায়,,
অরণ্যাণীর বক্ষভেদিয়া সুসজ্জিত এই শিক্ষালয়।
পুষ্পশোভিত শ্যামল বগানী উল্লসিত প্রাণ,
অটুট বাঁধন, কৃচ্ছসাধন, মধুর ভাস্য রচিবে ঐকতান।

খড়িবাড়ি নামে, অপরূপা গায়ে, তরাই শিক্ষাঙ্গন...
সদা প্রচেষ্টে, কর্মে নিষ্ঠ-সুবিমল প্রাঙ্গণ..
স্নিগ্ধ-শিতল, মধুর-বিমল রঙিন স্বপ্ন মাথা,,
দখিন দুয়ারে ইমারত গায়ে নামখানি তার আঁকা,

সোৎসাহী ঐ, উল্লাসী ঐ সম্মিলিত ছাত্র-ছাত্রী-
সৃষ্টির মাঝে উজ্জ্বল তুমি মানুষ গড়ার যাত্রী।
শিক্ষাপ্রার্থ মন্দিরতল সম্প্রীতির মিলনভূমি,,
অপরূপ সৃষ্টি, মিলনমনস্ক -প্রণাম শিক্ষাপ্রেমী।।

দেবশী রায়

(সহকারী অধ্যাপিকা)

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ এবং শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগড কলেজ

২০২০

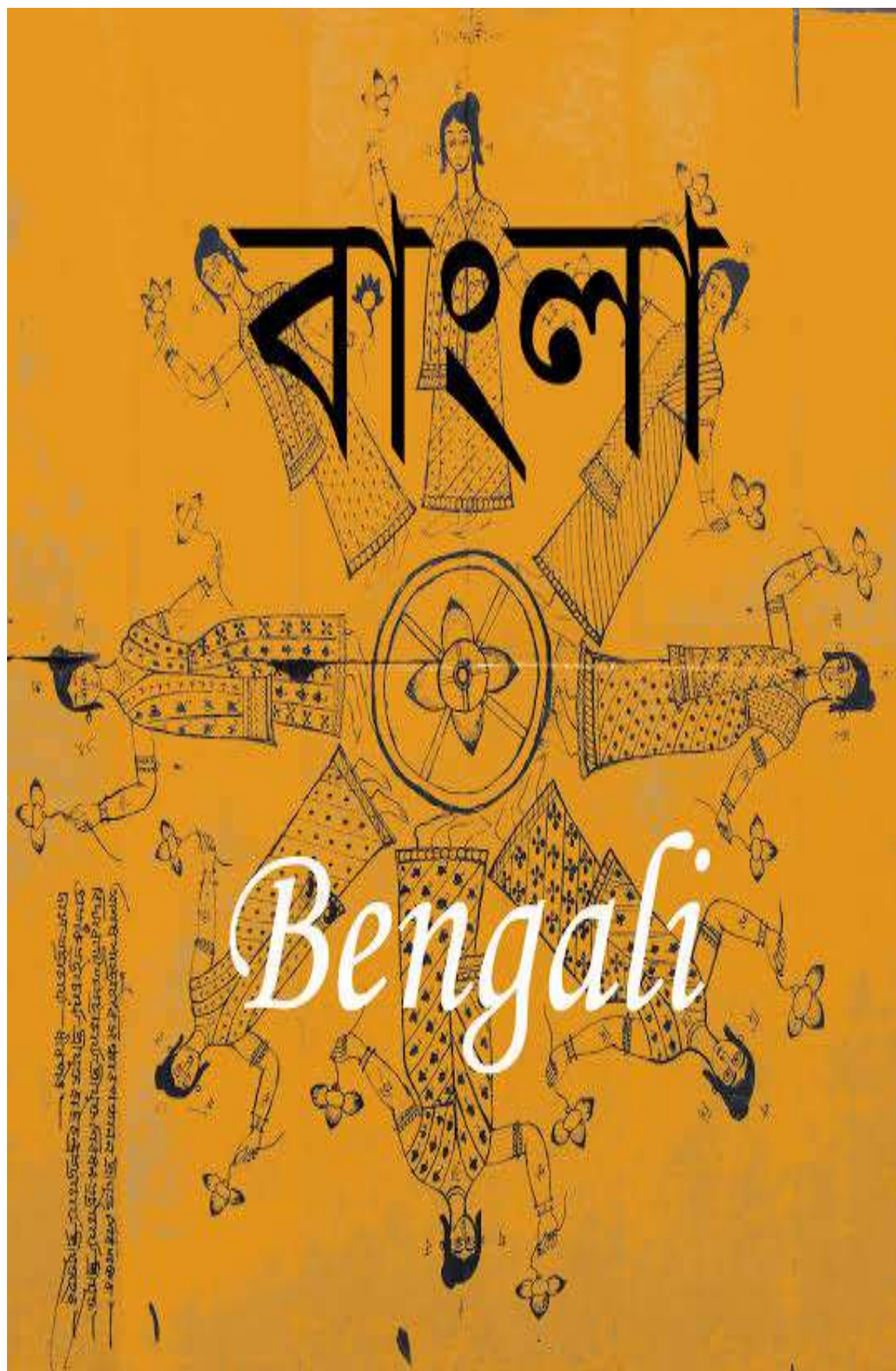
সূচিপত্র

ক্রম	নাম	রচনা	পৃষ্ঠা
১।	মণি চন্দ্রবর্তী	শিক্ষক	২
২।	নিপা মন্ডল	আগমন	৩
৩।	রীতা রায় সরকার	প্রশ্ন	৪
৪।	ধৃতিকর্ণা রায়	নিরবতা	৫
৫।	দীপা সিংহ	কুমায়ু পৃথিবী জেলে উঠবে একদিন	৬-৭
৬।	কবিতা রায়	নারী শক্তি	৮
৭।	লক্ষী সাথ	মনের সাধ	৯
৮।	ললিতা বিশ্বাস	বৃষ্টি	১০
৯।	নীতিশ বর্মণ	পরমেশ্বর আত্মদেহ	১১
১০।	মধুমিতা রায়	অমিত্র অধিকার	১২
১১।	অপর্ণা পাল	কালের বিপর্যয়ে কবিতা	১৩
১২।	সুমা মন্ডল	আমার ঘুম ভাঙা স্বপ্ন আজ	১৪
১৩।	মধুরী রায়	পিতা	১৫
১৪।	মোনালিসা দাস	নক্ষত্র বিদায়	১৬
১৫।	রিফা দাস	কবিতা	১৭
১৬।	নিবেদিতা সিংহ	সেই মেয়েটি	১৮
১৭।	মহঃ মনসুর আলম	সুন্দর পৃথিবীর প্রথম সৃষ্টিগার	১৯
১৮।	রুপা সিংহ	শৈশবের সুখস্মৃতি	২০
১৯।	দিখিকা সিং	শ্রদ্ধা বাবা	২১
২০।	মানসি বর্মণ	লকডাউনের ইতিবৃত্ত	২২

২১।	সুখমা সিংহ	পরিবার	২৩
২২।	স্বরূপা সরকার	বিদ্যালয়ের রঙিন স্মৃতি	২৪
২৩।	তুলসী মন্ডল	প্রথর	২৫
২৪।	দীপা রায়	মথুয়ারি কঁরান প্রোতে কঁরোনা	২৬
২৫।	মোমালিসা সরকার	ঠিকানা	২৭
২৬।	পূজারী রায়	মানুষ তৈরি হলে গড় উঠবে দেশ	২৮
২৭।	রুমকী ধর	শিক্ষার আলা	২৯-৩০
২৮।	প্রভুচন্দ্র বসু	এক মে ছিল রাজা	৩১
২৯।	প্রাণেশী দাস	দেজা-ভূ	৩২
৩০।	সুমনা পাল	স্মৃতি	৩৩-৩৪
৩১।	অরুণাঙ্ক দাস	উত্তাপিত উদ্বে	৩৫-৩৭
৩২।	কাঁবেরী সিংহ	স্মৃতি দেবদুত?	৩৮-৩৯
৩৩।	সংগীতা শ্রাস	নবউত্থানের 'আলাকে' রামমন্দির	৪০-৪১
৩৪।	সাত্যজিৎ প্রাণ	বাংলার বাইরের পৃথিবী	৪২
৩৫।	কিরণজিৎ রায়	কঁরোনা বদলে দিচ্ছে মানুষের জীবন	৪৩
৩৬।	প্রিয়শী দেবনাথ	'আমরা রুমমেট	৪৪-৪৬
৩৭।	গীতা ওরাও	এক 'বৈশ্বিক' মথুয়ারি	৪৭-৪৮
৩৮।	প্রিয়ঙ্কা ব্যানার্জি	কুমার ভূবি	৪৯-৫৫
৩৯।	রিঙ্কু মন্ডল	নাড়ল কঁরোনা 'ভাইরাস	৫৬-৫৭
৪০।	অচিন্ত্য বিশ্বাস (অধ্যাপক)	বুদ্ধাশ্রমের এক পিতার চিঠি	৫৮
৪১।	বিক্রম বর্মণ (অধ্যাপক)	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি কবিতা "স্মরণ"	৫৯

Content

Sl No	Name	Topic	Pages
42.	<i>Indira Subba</i>	बाबा	61
43.	<i>Puja Gupta</i>	वह दोस्त	62
44.	<i>Ganga Tamang</i>	प्रकृति	63-64
45.	<i>Swata Yadav</i>	<i>World Without Us ..</i>	66
46.	<i>Lily Kumari Bara</i>	<i>While , I look On</i>	67
47.	<i>Pooja kumari Sha</i>	<i>The golden leaf falls,</i>	68
48.	<i>Shrutee Chakraborty</i>	<i>Pensive</i>	69
49.	<i>Pankaj Kumar Singha</i>	<i>A little closer to a long-sought dream</i>	70
50.	<i>Modhumita Saha</i>	<i>Story Of Migrant Workers</i>	71
51.	<i>Luckey Turkey</i>	<i>A visit to Golden Temple</i>	72
52.	<i>Keya Roy</i>	<i>Joy Instead Of a Toy</i>	73
53.	<i>Monoswita Saha</i>	<i>Visit to Kolkata</i>	74
54.	<i>Anjali Prasad</i>	<i>Interesting facts about Astrology</i>	75
55.	<i>Bivek Rai</i>	<i>Social Media: Its impact on today's youngster</i>	76-78
56.	<i>Priyanka Banerjee</i>	<i>Brief History of Cooch Behar and the Buckingham palace of India</i>	79-84
57.	<i>Nirupa Kujur</i>	<i>New Education Policy-2020</i>	85-87
58.	<i>Sauradip Ganguli</i>	<i>Covid 19, A Destroyer or a Teacher</i>	88-89
59.	<i>Subhranil Dey</i> (Asst Professor)	<i>Paradigm shift in the new normal Educational Scenario</i>	90
60.	<i>Raka Guha Neogi</i> (Asst Professor)	<i>Relegion or Humanity</i>	91



শিক্ষক

স্রষ্টার সৃষ্টি মাঝে
বিরাজমান শ্রেষ্ঠ সাজে,
প্রাণীকূলে এ মানবজাতি।
এ মানুষ গড়া হয়
মান হুশের সমন্বয়ে-
লয়ে শিক্ষা মন্ত্রণা গীতি।
স্নেহের পরশ ভরে
সুভাষিষ দান করে
শিক্ষক গড়েন ভবিষ্যৎ।
বিনা যন্ত্র সরঞ্জামে
শিক্ষাদান মনস্কামে,
দিয়ে যাবে নানা অভিমত।
কলরবে কলতানে
চেয়ে থেকে মুখপানে,
কেটে যায় সোনালী দিন।
এভাবেই ধীরে ধীরে
শাসনে ও স্নেহনীড়ে,
সময় হয়ে যায় বিলীন।
কভু জাগে অভিমান
কখনো বা পিছুটান,
শিক্ষাগুরুর অভিমুখে।
শ্রদ্ধায় শির অবনত
হয়ে প্রায় অনুগত,
হাত্রজীবন কাটে সুখে।
মানুষ গড়েন যিনি
শিক্ষক রূপেই তিনি,
শ্রদ্ধেয় হন সর্বস্থানে।
ভালো নাকি মন্দ তার
সদাই পূর্ণ জ্ঞানভার,
যায় পাওয়া শিক্ষকের অভিধানে।
কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে
অসহায় মুখ লয়ে
চেয়ে থাকা কচি কচি মুখ।
নিজেরই অজ্ঞাতসারে
দিন শেষে বারে বারে,
দিয়ে যায় অযাচিত সুখ।
জীবন গড়ার পথে
ধীরে ধীরে এই মতে
ধাপে ধাপে কাটে শিক্ষাস্তর।
নির্বাচিত করে পথ
গড়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ
মানুষ গড়ার কারিগর।

রচনায়-মণি চক্রবর্তী, বি.এড-তৃতীয় পাঠক্রম,
শিলিগুড়ি তরাই বি.এড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

আগমনি

বর্ষাশতাব্দীর ভিলায় খবর শ্রীমা আসছেন মর্ত্তী।
পৃথিবী প্রবার উঠবে ভিরে,
পূজ্য পূজ্য গন্ধ।

শরৎ মেঘের নীল আবরণ,
আর মন বেগুন বসন্ত চাবের সুর,
মন এনে পাড়ি দেয় আজ দিবসদ্বন্দ্বিতাপুর।

মা দুর্গা অতিথি দায়িনী,
অশ্রুতি শক্তির বিনাশ বণারিনী,
তোমার আগমনে সুচক্ৰ এ জগতের অন্ধবণর।

ভেদাভেদ ভুলে এই ধরার মাঝে,
মহামিলন হোক সবার।
বেজে উঠুক সবার বগনে আগমনের সুর।

রূপে রাসে গন্ধ,
ধরা আবার হয়ে উঠুক অপেক্ষাপ।

রচনায়-নিপা মন্ডল

ভিন্নএড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিল্পভিত্তি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিল্পবর্ষ-২০১৯-২০২১

প্রশ্ন

ছন্দময় এ জীবন 'আনমন' খরাপের দুর,
মেঘের ধূসর চাদরে খোঁজা এক মুঠো রোদুর
'অভিশপ্ত' মহামারী'ত 'অশান্ত' আজ দিন
খমকে 'খাওয়া' জগতে 'আই' বাঁচ বড়ই কঠিন।
তবু 'আশায়' বাঁধি 'বুক' প্রশ্ন জাগে 'আজ?
'আবার' কবে 'পাবে' ধরনী নব ধূসর সাজ
'অপেক্ষার'ত 'গৃহকোণ' মন ফেনেছে 'দীর্ঘশ্বাস'।
কবে এ 'পৃথিবী' 'পাবে' বুক 'ভরা' 'তার' স্নিগ্ধ 'বাঁত'স?
'ভয়ের' 'আবেশ' 'জড়ানো' 'এই' 'শুঁচন' 'সঙ্গা',
একরতি 'শিশু' মন 'গুলি' 'হয়েছে' 'আনমনা'।
দিন 'প্রতি' 'রোজগরে' 'ঘেঁটে' 'খাওয়া' 'লোক',
'অল্লা' 'ভাব' 'নিমজ্জিত' 'আর' 'অমা' 'চিত' 'শোক'।
কবে? 'আর' 'কবে' 'তারা' 'গাইবে' 'দুর' 'গান'?
কবে 'করুণা' 'ময়' 'প্রভু' 'ভাঙবেন' 'এই' 'নিরব' 'আভিমান'!!!
মৃতপ্রায় 'মুক্তি' 'কবে' 'সিঁড়ি' 'হবে' 'জলে'?
নিভৃত 'প্রাণ' 'একান্ত' 'চিহ্ন' 'শুধু' 'এই' 'প্রতীক্ষাই' 'করে'।

রচনায়- রীতা রায় সরকার
বি.এড-তৃতীয় পাঠক্রম
শিলিগুড়ি তরাই বি.এড কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

নীরবতা

নীরবতা এক প্রশান্তির নাম-

নিকষ নিশীথে আকাশের সাদামেষ,
নিস্তব্ধতা এক কোলাহলের নাম,
জলরাঙে ছেয়ে থাকে জোড়ালো আবেগ।
আমাদের একলা পথের নির্জনতা-

দক্ষিণের ঝিরিঝিরি শব্দ/সাঁজে
আল্লনা তবু হৃদয়ে সাজাই,
একটা পুরোনো থেমে যাওয়া ঢেউয়ের মাঝে।
অবাক এই পৃথিবী,
কিছু মানুষ বেঁচে থাকে,
মৃত্যুর অপেক্ষায় ॥

এই বুঝি তারই দেখা পেল তারা ॥
সত্যি বিস্ময়কর এই পৃথিবী,
কেউ মৃত্যুর জন্য বেঁচে নেই ॥
সবাই উন্মুখ হয়ে আছে
একমুঠো ভালোবাসার জন্য ॥
আমি অনেককে চিনি,
যারা এই অন্ধকারে জ্বলছে অনবরত-
এক চিলতে আলোর জন্য।
তবে কী তারা জানে না

অন্ধকারে শুধুই অন্ধত্ব ॥

ঘড়িতে এখন বারোটো বেজে বিশ-
নীরবতায় একমাত্র এই সময়ের সাক্ষী।
দূরে কোথাও থেকে আবছা ভেসে আসছে,
এক কান্নার সুর।

কেউ এই সময়কে সাক্ষী রেখে-
হয়তো পালিয়ে যেতে চাইছে!

নিজের দুঃখ থেকে ॥
আমি একা ঘড়ির শব্দ
আর ক্ষণপিনক্স নীরব অন্ধত্ব
উপভোগ করছি ॥

ঠিক এই অন্ধত্বের মতো
জীবনের পথে আমাকে
অন্ধকার গ্রাস করেছে।
আজ আমি একা,
অসহায় আমি-
সময়ের তোড়ে ॥

হারিয়ে সব ক্লান্ত আমি,
তবু হেঁটে চলেছি,
দেখতে চাই এর শেষটা ॥

রচনায়-ধৃতিকর্ণা রায়,

ব্রিগেড-তৃতীয় পত্রফর্ম, শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগেড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

ক্ষয়ীকৃত পৃথিবী জেগে উঠবে একদিন

হে নির্ধূর বিশ্বাঙ্গ বণরানা ভাইরাস-

তুমি গাই পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের শাস,
জীবিত মানুষকে অমশ বানিয়েছ মৃত,
পরিসমাপ্তি বণরছ বর্তমান প্রাণের দীর্ঘশ্বাস।
বহু অগনিত মানুষ পায়নি তাদের প্রিয়জনের লাশ।

হে মহামারীর মৃত্যুদূত বণরানা ভাইরাস,
যে দেশেই হোক তোমার উপস্থিতি
সারা বিশ্বে বণরছো অজস্র অগনিত ক্ষতি।
আক্রান্ত, মৃত পৃথিবীবাসীর স্মৃতিতে বড় হয় ডর,
ভয়ে ভয়ে নিয়তি বশ্পতি অন্তর।

হে নির্ধূর প্রাণ হত্যারক তুমি বণরানা ভাইরাস,
মানুষ ভালো নেই, মানুষ আজ প্রতিক্ষণ বরই ভীতি আর স্বল্পস্থ।
মৃত্যুকে অতির্ভিন্ন বণর আসবে কি জীবনে নতুন আশার আলো !!!!!
সে চিন্তায় ধনী হতে দীন আজ ব্যাতিব্যস্ত।
জীবন রক্ষার আগিদে মর হতে বেরিয়েই,
তাই প্রতিটি মুহূর্তেই হাতিয়ার হয়েছে মাঝ,
সেই সাথে লাগছে হুডস্যানিটাইজার আর হ্যান্ড গ্লাভিস।
হে ধ্বংসের প্রতিধ্বনি প্রাণ হত্যারক ভাইরাস তুমি,
বহুনাশে পরিচীতি পেয়ে নষ্ট বণরছ এ ধরতিল তুমি।

তোমার বগরগেই মানুষ হারিয়েছে মানবিক সম্পদের সকল সীমানা,
মানব জাতির উপর নিষ্ঠুরতার বুঠার হেনেছে তাইরাস বগরানা।

শিক্ষা হতে স্বাস্থ্য সকল বিষয়ে বগরছে ব্যাপক সর্বনাশ।
তুমি হতে উঠে সত্তার আভিলাপ।

বগব মুক্তি পাবে মানুষ তোমার দৃশন হতে, নির্মিত বগবে ভ্রাবগজন?
সর্ববগজে আমরা হব পুনরায় প্রাণ ধারায় আসীন।

হে বিচক্ষিত বিচ তুমি দ্রুত বিদ্যে নাও,
হেডে এ বিশ্ব মাঝার সমূলে চলে যাও।

তাই পরিশেষে বগবন্তির জীবন দীক্ষার বানীতে-
উদ্ধৃত বগর উদন্তি বগন্ত, সকলে মিলি গাহি ভৈরবী রাগীনতে-

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচবারে চাই।"

রচনায়-দীপা সিংহ
ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

নারী শক্তি

মানুষ বেন বলে মোদের,

নারীর নিজস্ব নাই কিছু!

আমি তো দেখি জগৎ চলে...

নারীর পিছু পিছু।

বাপের ঘরে লক্ষী নারী,

স্বামীর ঘরে অন্তর্দ্বন্দ্ব।

ছেলের ঘরে জননী নারী,

নারী ছাড়া জগৎ অসম্পূর্ণ।

নারীর থেকে আপন বসন্তে,

আমি কি বেঁচে পাবো?

বাবার ঘর থেকে ছেঁড়ে আসন্তি,

পরকে নিয়ে ঘর বান্ধে আপন বসন্ত।

দোহা থেকে গোয়াস্তরে,

পরিবর্তিত হয় নারী।

তিব্বুৎ এমন জননী রূপে,

সবল দুঃখ শব্দই হয় নারী।

ভারতমাতা সন্ততি নারী,

নারী জগৎদাত্রী।

নারী হল এ জগতের,

সবার জন্মদাত্রী।

রচনায়-কবিতা রায়

ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

মনের সাধ

সকাল উঠে দেখি শিশির ঝরা মাঝে,
বাগানে গিয়ে দেখি ফুল ফুটে আছে।
‘আকাশ তাকিয়ে দেখি পাখিরা বরিয়েছে।
কেন জানে ওদের বাসা কোথায় আছে।

ওদের দেখে ঈর্ষা হয় কেন হলামনা পাখি,
পাখি হলে উড়ে যেতাম সকলকে দিয়ে ফাঁকি।
‘আবার মনে হয় যদি হতাম বাগানের সুন্দর ফোটা ফুল,
‘আমায় তুলে রাজকন্যা বার্ষিকী তার চুল।

‘আবার কখনো মনে হয় যদি হতাম পূর্ণিমার চাঁদ,
যতই কলঙ্ক থাকনা, কেউ দিতনা অপবাদ।
কেননা চন্দ্রমাস যে কলঙ্ক আছে, কয় জনের মনে পড়ে,
সুন্দর ‘আননকেই সবাই চন্দ্রমার ন্যায় তুলনা করে।

‘আবার ভাবি যদি এক তালগাছ হতাম,
মনে হয় ‘আকাশটা নিশ্চয়ই ছুঁতে পেতাম।
ক’ত সাধ হয়, মনে আজ ক’ত আশা,
কোন সাধই পূরণ হলনা, হল শুধুই নিরাশা।

এই পর্যন্ত কোন কিছু দিতে পারলামনা পাড়ি,
শেষ পর্যন্ত পড়ে রইলাম হয়ে এক নৈরী।

রচনায়-লক্ষী সাথ্য

ডিএলএড-দ্বিতীয় বর্ষ, শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

বৃষ্টি

সবগল খেবেই বেমন
এন ছিল আবগশটা।
হাওয়া নেই বাতাস নেই,
আছে শুধু তপ্ত জ্বলন্ত রৌদ্র।
খরতাপের দিন গুলোয়,
বৃষ্টির আশায় পহর গুলি।
অসহ্য গরমে প্রবণতি এন,
সুঝ হয়ে রয়েছে।
অবশেষে অপেক্ষায় ক্ষণ ফুরোল,
ঠিক বিবেশে এল বৃষ্টি।
সারাদিনের রৌদ্রে
পুড়ে যাওয়া মন।
বৃষ্টির শীতল ছায়ায়,
মনপ্রাণ জুড়িয়ে যায়।

শিবনো পুরুষটা আবার এন,
তার বৃষ্প ফিরে পায়।
ঋতুর বৈচিত্র্যতায় অপরূপ সাজে,
সেজে উঠেছে প্রবণতি আজ।
বৃষ্টিতে ভিজে পাতিরা নিহুছে
গাঢ় সবুজ রঙ।
ঝুম ঝুম বৃষ্টি এন
না খামে আর
আবগশ ভিরা মেঘের নৃত্য দেখে,
ইচ্ছা জাগে মনে।
বৃষ্টিতে ভিজে বণর নৃত্য,
চারিদিকে বহুছে,
শুধু শীতল হাওয়া,
পাখিদের ডাক যাচ্ছে শোনা।

রচনায়-ললিতা বিশ্বাস

ডিমল এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

পরিশায়ীদেবু আ'আদহন

অ'ভু'জ শিশু আ'র কর্মরত্ত শ্রমিকের কান্না,
রেল লাইনে কাটা দেহ তবুও ফিরতে চায় মারে।
বড়া জালে আটকে তবু
তাদের আ'র মারে ফেরা হলনা।
পেটে দুরন্ত ক্ষুধার জ্বালা, এদিকে বেঁচে থাকার লেপা
এত পর্যন্ত বিস্ময় আ'র সন্ত হুসনা।
মারা ফিরেছেন মারে এত বিস্ময় এখন,
কাজ চাই, কাজ চাই বলে অবিরত কাঁদে।
ফের ওই ঝাঁকি নিয়ে কাজ মাচ্ছে মারা,
দুদিনের স্বপ্ন, আ'র মামা ত্যাগ করে দুনিয়া হুসেছে সর্বথরা।

রচনাঃ-নীতিশ বর্মন

বি.গ্রড-তৃতীয় পাঠ্যক্রম
শিল্পভিত্তি তৈরী বি.গ্রড বনেনজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

শ্রমিকের অধিকার

‘আমরা যে জীবন যুদ্ধের একনিষ্ঠ শ্রমিক’, কাজকে মোরা করিনাকো ভয়-

তবু কেন ঘটে যায়, জীবন যুদ্ধে ‘আমাদেরই’ নির্মম পরাজয়।

চলে নিতি মোদের দিন সামান্যতম রাজগারে,

বশি কিছু ‘আশা’ করিনা, কি ‘আর’ হবে বিফল ‘আশা’ করে।

মাঝে মাঝে তো ‘অন্ন’ নেই, প্রবল ‘অর্থ’ভাবেও জোড়েনা কাজ, দিন চলে যায় ফাঁকি!!!

ধারের বোঝা বয়ে চলে কেউ দিতে চায়না বাঁকি।

কিন্তু ‘হয়’! ‘তা’তে কি?

মানিক‘তো’ করেই চলে ‘অন্যায়’ পূর্বক ‘অকথ্য’ ভাষায় ‘অবিচার’।

ফিরিয়ে দিতে চায়না ‘আরা’ শ্রমিকের ‘ন্যায়’ অধিকার।

‘আমরাই’ তো ‘আদের’ সাধের ‘প্রাসাদ’ গড়ি, মেটাই ‘আদের’ সর্ববিধ ‘প্রয়োজন’,

নিজেরা থাকি ‘ভাঙা’ কুটির, দিনান্তে ‘জগত’, ক্ষুধার্ত, ব্যর্থ জীবন।

হ’আশা ‘ভরা’ জীবন মোদের, কেউ নেই শোনার ‘অভিযোগ’।

‘আই’ শ্রমিকের ‘সর্ব’ অধিকার ফিরিয়ে ‘আদের’ মূল্যবান ‘প্রাপ্য’ সম্মান,

‘আর’ সর্বপ্রকার ‘অধিকার’ ফিরিয়ে দেওয়া ‘হোক’।

রচনায়-যশুযিতা রায়

বি.এড-তৃতীয় পাঠক্রম

শিলিগুড়ি তরাই বি.এড কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

কালের বিপর্যয়ে করোনা

মহামারী মহামারী চারিদিকে অত্যাচার
সাবান দিয়ে হাত ধুতে হয় বারবার।
মুখে পড়ে মাস্ক, আর হাতে পড়ে গ্লাভস
তা না মানলে শুরু করে দেয় তার কাজ করোনা ভাইরাস।
সর্দি, কাশি, হাঁচি সাথে হয় শ্বাসকষ্ট,
ভয়াবহ মহামারীতে কত মানুষের জীবন নষ্ট।
নেই কোন অসুখ, নেই কোন তার ডাকসিন,

মানুষের জীবনে আজ নেমেছে বিপর্যয়ের দিন।
নার্স, ডাক্তার সহ সকলেই আজ দিন-রাত পরিশ্রম করছে,
লকডাউনের মাঝে সবাই আজ ঘরে বসে আছে।
নেই কোন কাজ, নেই কোন খাবার,
দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে মৃত্যুর হার।
সরকার থেকে কেউ দিচ্ছে চাল, কেউ বা ডাল,
কিন্তু অপরাপ্ত এই খাদ্যে অর্ধভূজ্ঞ প্রাণের চলাব কতকাল?

রচনায়-অপরূপা পাল
বি.গ্রড-তৃতীয় পাঠ্যক্রম
শিলিগুড়ি তিরাই বি.গ্রড বনলজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

আমার ঘুম ভাঙা স্বপ্ন আজ

মনের হৃদিশ খুঁজতে গিয়ে,
আজ পাইনা বেগন রাস্তা।
সময় এখন গমন পথায়,
খুব খারাপ মানুষের অবস্থা।
উৎস... তাইতো ভেবেই মরি
কি থেকে যে কি বণির,
হৃতি পা যে আজ ঘরে বাঁধা,
ঘরের জিনিস দেখতে দেখতে,
চোখে লাগে বিষম ধাঁধা।
খোলা বাতাসে না পারি বেশ মেলতে,
না পারি খোলা মাঠে
মনের মতি দৌড়াতে,
হৃদয় চায় বাইরে যেতে
গোড়ের শাসি খুঁজে নিতে।
যেইনা ভাবি গমনটা,
পাশ থেকে মা বলে গুঁঠে
জানিসনা বাইরে যেতে মানা।
মুখটা আমার বগাঁদো বগাঁদো

ঘনিয়ে আসে দুঃখ,
সময় এখন বরাই খারাপ
সবার হচ্ছে এখন সন্তোষমণ দুর্দান্ত।
রোজ দিনই গমন গবন বস্থা,
ধরে যায় আমার মাথা ব্যাথা।
হচ্ছে বণর সব ছেড়ে যাই দূরে,
মিলিত হবো হাজার লোবের ভীড়ে।
তাইতো গুই রহস্যময় প্রবর্তির,
সবাই দেখছে বণত খেলা।
বন্দী খাঁচার মানুষ
আর আবশ্যে পাখির মেলা।
সুস্থ হয়ে যাওয়া পৃথিবী,
বিপর্যয়কে নিষ্কান্ত বণর তাড়াগাড়ি,
গুই আশাটি রাখলাম যত্নে তুলে।
আজ তবে থাক গুটুকু বাসনা মেলে।
রাতি হয়েছে অনেক
বণরণ আমার চোখের পাতিয়া
ঘুম এসেছে ক্ষণক।

রচনাস্বপ্না মন্ডল

ডিসেম্বর-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

পিতা

নিজের সুপ্তি স্বপ্নের বাসরে
সন্তানের স্বপ্নকে উন্মেষ বণরে,
আদর্শের বর্ণগড়াই নিজের ভিত্তি শক্তি বণরে,
ঝড় ঝঞ্ঝায় বেপারোয়া গতিতে,
দুর্ভিক্ষ, মহামারী সব উপেক্ষা বণরে।
যিনি দিয়েছেন আত্মনির্ভরতার আলোক উজান
তিনিই পিতা, তিনিই মহান।
যুগ যুগ ধরে মায়ের আদরের আঁচল ধরে,
সন্তানের পশ্চাতি থেকে আড়াল বণরে
চারিপাশের অন্ধবণর থেকে মুক্তি আলোর পথ
দেখিয়ে,
নিজেকে বণরেছেন সর্বস্ব উজার।
সেই অদম্য অনস্বীকার্য অবদান
তিনিই পিতা, তিনিই মহান।
পেটের ক্ষুধা, বর্ষনের গতিহীন ধারা,
রৌদ্রের প্রখরতা, বন্যার উত্তাল জলধারা।
যার পায়ের দুরন্ত গতিবেগে বণরে নতি স্বীকার।
বম্পালেতে তাঁর গর্বের ভাঁজ, বিজয় রাখের জয়

পতিবণর মেলে উড়নি।
চলে দূর হতে দুরান্তরের আঝুল প্রাণ,
নানা রূপে নানা দর্শনে, যুগের নানা পরিবর্তনে,
চিরস্থায়ী তাঁর বর্ম পুরান।
শরীরের রক্তস্রোতে, চেহারার প্রতি ভাঁজে,
হারানো হাসি, বেদনার অভিঘাতে,
লুণ্ঠিত রাখা আবেগী হৃদয় বান।
দিনের পর দিন বেণ্টে শান্তিয়ার ফাঁকে,
সবটুকু নিঃস্ব, নিঃসংসার মাঝে,
পরিপূর্ণ জলরাশির বুদবুদ হয়ে গুঁঠা,
জীবন্ত শব্দ অঙ্গগত পাখিবৈর দিশারী।
বম্পালের ভাঁজে নেই বিন্দুমাত্র আত্মপের উদ্বেগ
দেশ মাতার চরণ তলে মূর্তি প্রতিদান,
পিতা সত্যি, পিতা অনন্ত, পিতাই স্ববসতি
মহান।

রচনাম-মাধুরী রায়
ব্রিগেড-তৃতীয় পর্যায়
শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগেড কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

নক্ষত্র বিদায়

হোক সুবিচার সকল ভারতবাসীর প্রার্থনা,
আজ সকল সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জনতা ক্ষিপ্ত, উৎকণ্ঠিত-
বিশ্ববাসীর একই স্লোগান-'Justice for SSR'
হবে নাই বা কেন? ছিল এক উদার, দয়ালু, মহান ব্যক্তিত্ব তোমার।
চোখে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্নময়,সদা হাস্যোচ্ছল স্বভাব যার।
ধোনি নামে তোমাকেই জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রূপে ভ্রম হত জনতার।
অসময়ে চলে গেলে,সকলের হৃদয়ে ধ্বনিত করে বিষণ্ণ হাহাকার।
মায়ানগরীর মায়ায় মুখোশধারী,বর্বরতায় যারা কেড়ে নিয়েছে,
যারা কেড়ে নিয়েছে মাত্র চৌত্রিশটি অতিক্রান্ত স্বর্ণালী বসন্ত তোমার!
যারা কেড়ে নিয়েছে তোমার অর্ধ শতাব্দিক স্বপ্নের চাবিকাঠি!
যেসকল সুযোগ সন্ধানিরা নিয়েছে তোমার বিনম্রতার সুযোগ,
হোক বিনাশ তাদের। কত অব্যক্তবেদনাকে অপ্রকাশিত রেখে,
সকলের অগোচরে নিম্ন গ্ন হয়েছিলে মহাকাশ গবেষণায়।
জৈব চাষাবাদের মাঝে নিমজ্জিত হতে চেয়েছিলে বারবার।
কিন্তু হায়! মহাকালের রথের চাকায় থমকে দিয়েছে যারা তোমার জীবন,
মেনে নিতে পারিনি আমরা,মেনে নিতে পারবোনা কোনদিন।
তোমার প্রতি প্রবঞ্চনার প্রতিবাদে তাই বিক্ষুব্ধ হৃদয়ে,
হাজারো সোচ্চার বানীর মাঝেও ব্যাখ্যিত হই নিত্যদিন।
তাই তোমার প্রতি সহমর্মিতায়,নক্ষত্রের যে অসীম দুনিয়ায়
চলে গিয়ে পেতেছ তোমার আসন।
পৃথিবী থেকেই আমরা তোমার সাথে মিলিত হবো,
যেথায় রবে তোমার সর্বকালের অমর অধিষ্ঠান।

রচনায়-মোনালিসা দাস
ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ,
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

করোনা

তুমি এলে বলেই
আতঙ্ক আত্ম হরাই।
তোমার জন্য বিশ্বব্যাপী
মুম গিয়েছে ছুটে।
স্কুল কলেজ বন্ধ সব
বন্ধ হ'ল বাজার।
ধনি গরীব একসাথে আজ
হয়েছে যে ভিখারী।

সারা পৃথিবীটা বদলে গেল
বদলে গেল মানসিকতা।
করোনা তুমি কোঁড়ে নিয়েছ
সবার শান্তি দুখ।
এবার তুমি বিদায় হও
নিশ্চয় সবার শাওনা।
বিলীন হয়ে যাও আকাশে
এটাই করি প্রার্থনা।

রচনায় - রিফী দাস

তৃতীয় পত্রফল, শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

সেই মেয়েটি

সেই মেয়েটি জন্ম নিল,

মায়ের গর্ভ থেকে।

সেই মেয়েটি বড় হল-

বাবা মায়ের হাতি ধরে।

সেই মেয়েটি আমার ছোট নয়,

এখন সে এক অষ্টাদশী যুবাতি।

দেখতে এখন মা দুর্গা,

অপেক্ষপ সৌন্দর্যময়ী।

দেখলে তার মুখ খানি,

জুড়ায় সবার মন।

মিস্ট্রী হাসি দিয়ে সে,

জয় বয়েছে সবার প্রাণ।

বিন্তু গুরা কে? বেগথা থেকে গল,

সেই হিন্দু পণ্ডিত দল।

বয়ল বেন তার সর্বনাশ,

এক নিমেষেই বল?

গইভাবে সমাজে বণ্ডি তার হবে...

লাঞ্ছনা তার বিসর্জন।

জননী রূপী দশভুজা নারী,

বণে বয়সে প্রকৃতি সম্মান অর্জন?

রচনায়-নিবেদিতা সিংহ

ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

স্তব্ধ পৃথিবীর প্রলয় ঘূর্ণিপাক

থাবণবা শব্দ আর বন্ধ ঘরে,
দেখাবো নাহে জগৎটাকে
বেগুন বগল দুবছে মানুষ
ভাইরাসেরই ঘূর্ণিপাকে।

দেশ হতে দেশ দেশান্তরে
নেই প্রাণের আশা গিরে-
নিষ্ঠি মানুষ মরছে আশা!
পাখির মতি মাঁকে মাঁকে।

নেইবেগ আশা দেখা আমার
সময় এখন স্তব্ধ হবার।
আসছে ধৈর্যে মহাবিপদ-
ঝড় তুলিতে জীবন বাকে।

নিয়ম ভাঙার ব্যতিক্রম তুলে
শিথিল দোর দেহের তুলে।
অবসরগে যে বাইরে যাবে-
বসাবো মানা শব্দ আর তাকে।

থাবণবা শব্দ আর বন্ধ ঘরে
চাইবো ক্ষমা সবার গিরে।
মহান প্রভু হৃদয়গো সদয়,
নাও তুলে গই বরণানাকে।

রচনায়- মহম্মদ মনসুর আলম

ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

শৈশবের সুখস্মৃতি

ছলেবেলার সোনালি অতীতি বড় মোনহর ছিল,
আজও মনে পরে,
আজও তার স্মৃতি গুলো নাড়া দেয় প্রাণে।
খেলাধুলা দুষ্কর্মিতে ভরা ছিল দিন,
আজও মোর স্মৃতিতে হয়নি তা ক্ষীণ।
নিষ্পাপ দিনগুলো বৈশাখ গুলে আজ,
জীবনের ফিমবর্ধমান গতিপথে বেড়ে গেছে বণজ।
শৈশবের ফেঁড়ায় রাজ্য হ'তাম রাজ-
আজও এন মনের অবচেতনে নিষ্ঠি চলে তার খাঁজ।
অসীম দুরন্তের তানন্দে অবগাহিত হ'তাম রাজ,
আজও তাই জীবন পথপ্রান্তে সে সুখস্মৃতি হ'তিরে
চলে বনলতান মুখরিত প্রভাতের খাঁজ।

রচনায়-রূপা সিংহ

ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

শ্রদ্ধা বাবা

যেদিন আমি জন্মেছিলাম,
খুশি ছিলেন বাবা।

সেদিন খেবল্টু শুরু হল
আমাকে নিয়ে তার ভাবা।

বাবার খেবল্টু শেখা
এক-পা দু-পা বসে গাঢ়িয়ে চলা।

একটু একটু বসেই শুরু হয়েছে
আমাকে আঁধার বন্ধা বলা।

বাবার হাতেই হাতে খড়ি,
প্রথম পড়া লেখা।

জগৎটাকে প্রথম আমার-
বাবার চোখেই দেখা।

বাবা তুমি বন্দে পোলেণ্ড
বুঝতে পারিনি আমি।

তাইতো আমার খুশি
আমার বগছে সবচেয়ে দামী।

রচনাসংগ্রহ-দ্বিতীয় ভাগ

ভিত্তিক-দ্বিতীয় বর্ষ

শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গির্জা গ্রেণ্ড স্কুল

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

লকডাউনের ইতিবৃত্ত

‘আজ ক’ত অরিখ ভাই বনতে পারেন?

বলুন দেখি কি করে?

কি লাভ বলা বার দেখে ভাই

দেখবার কোন দরকারই নাই।

শনিবারে যেমন দশা,

রবিবারেও তাইতো

সোম থেকে বুধ বৃহস্পতি

শুক্র তফাৎ নাইতো!!!

স্বরের ভেতর শুরু সকাল,

দুপুর বলাও তাই মে

বিকেল বলায় বারদাতে,

সন্ধ্যায় ওঠে তাই মে।

সূর্য তখন অস্তমুখী

উর্দ্ধে তুলে হাতক

নিদ্রা কুসুম তুলে স্বপ্নে,

পার করে দেই রাতক

মাঠে তুলেছি পথ তুলেছি

আর তুলেছি জনক

স্বরের লোকই ঘরে ফিরে

মানুষ চেনায় মনকে।

এমনি করেই দিন চলে যায়

যাচ্ছে চলে মাসের পর মাস

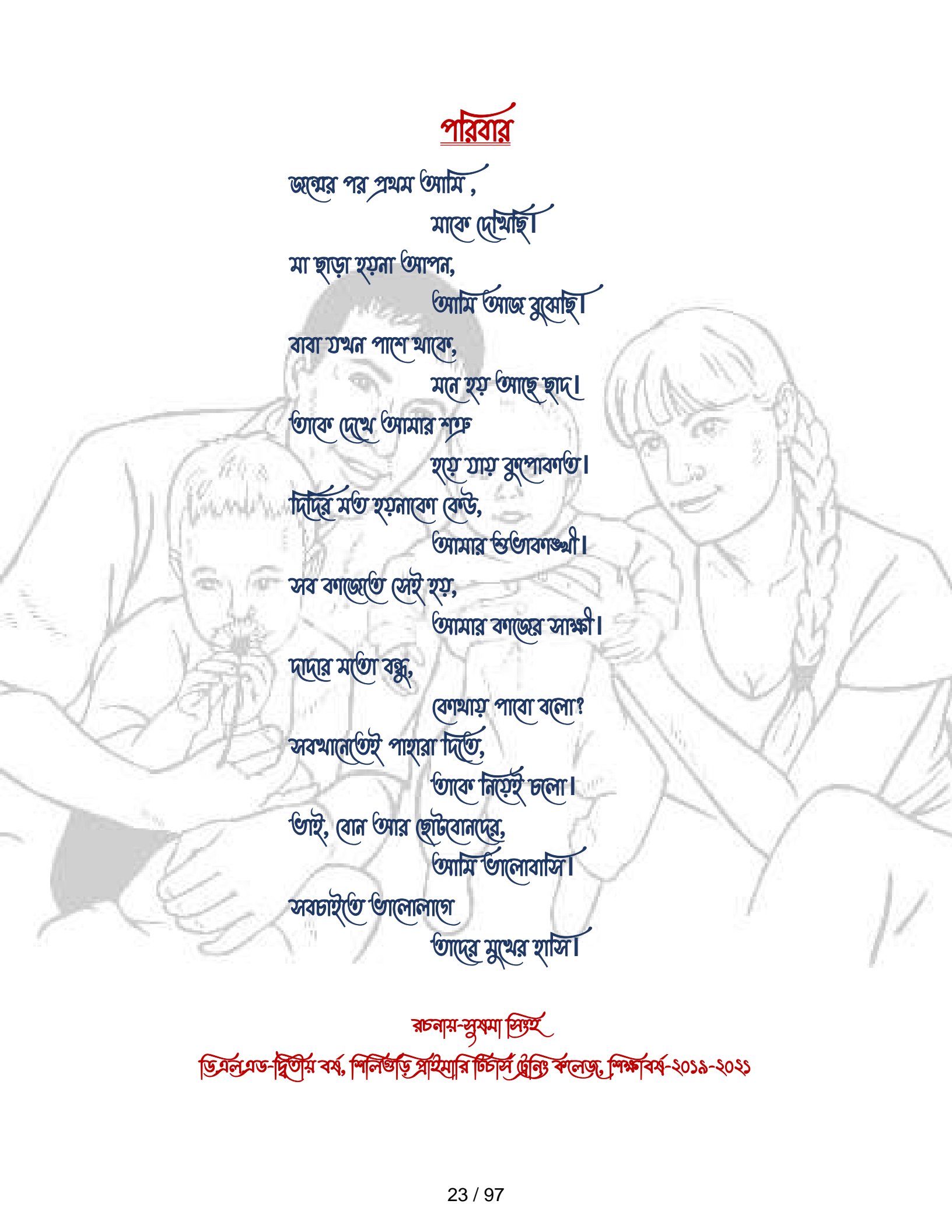
চলছে দলান নামক ক্লান্তির গুহায়

লকডাউনের নির্যাতনময় বাস।

রচনায়-মানসি বর্মণ

ডিএলএড-দ্বিতীয় বর্ষ, শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

পরিবার



জন্মের পর প্রথম আমি,
মাকে দেখিছি।
মা ছাড়া হয়না আপন,
আমি আজ বুঝছি।
বাবা এখন পাশে থাকে,
মনে হয় আছে ছাদ।
তাকে দেখে আমার শরৎ
হয়ে যায় বুৎপাবগতি।
দিদির মতি হয়না বোঝে,
আমার অভিযোগী।
সব বণজ্ঞেতি সেই হয়,
আমার বণজ্ঞের সাক্ষী।
দাদার মতো বন্ধু,
বেগথায় পাবা বলা?
সবখানেতেই পাথরা দিতে,
তাকে নিয়েই চলে।
ভাই, বোন আর ছোটবানদের,
আমি ভালোবাসি।
সবচাইতে ভালোলাগে
তাদের মুখের হাসি।

রচনায়-সুখমা সিংহ

ডিএলএড-দ্বিতীয় বর্ষ, শিল্পভিত্তিক প্রাথমিক টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

বিদ্যালয়ের রাঙিন স্মৃতি

ছোলেবলার দিন গুলি আসতি যদি ফিরে,
বোধে রাখার চেষ্টা বসন্তাম শক্তি রাশি দিয়ে।

বিদ্যালয়ের স্মৃতিগুলি এখনো মনে পড়ে,
হারিয়ে তা যায়নি, রেখেছি এখন বসরে।

প্রিয় টিউশন ব্যাচগুলোয় আমার স্বপ্নের স্মৃতিয়া,
স্বপ্নের আমার পড়ার শেষে ফুলচরণ, আমার স্নানমুড়ি স্মৃতিয়া।

ইউনিফর্মটা পড়ে থাকে ঘরের বেগে এখনো,
শুরু হল নতুন পাথ চলা, ছেড়ে ছেড়ে ছোলেবলো।

সেই স্মরণেই রইলনা আমার বেগে অধিবসর,
সেখান থেকেই গড়েছি বসন্ত স্বপ্নের পাথর।

দূরে বেগে স্মৃতি এখন বিদ্যালয়ে প্রার্থনার স্মৃতিয়া পড়ে,
সেই স্কুল বাড়িটি আজো আমার বসন্ত মনে পড়ে।

জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি বসন্ত যে হল শেষ,
এখন মনে হল ছোট্ট ছিলাম ভালোই ছিলাম বেশ।

রচনাম-স্বরূপা সরকার

ভিএলএড-দ্বিতীয় বর্ষ, শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিলিগুড়ি বর্ষ-২০১৯-২০২১

পথর

বিশ্বজুড়ে হায় গ্রাকি হাথাবগর
মানব জাতির বরণানা বরণছে পথর।

চারিদিকে জনশূন্য নিষ্কূপ জনতার ভীড়,
বাচাঁর তিগিদে ভাই আশ্রয় নিজ নীড়।

গৃহপানে চলেছে সবাই হায় দীন হীন বর্মরগন্ত,
নেই ক্ষুধার অন্ন তা দেখেও বরণানা হয়নি শান্ত।

আদুশ্য গ্রাক নর ভিক্ষক, সুদিনেও গনেছে দুর্দিনের রাত-
মানব জাতির নীতি বরণছে বিকলান্ত, বেড়েছে অনাহারের ভীতি।

দিকে দিকে নীতিই শোনা যায় আর্তিনাদে বক্ষণ মৃত্যুর উত্তরাল,
শবদেহে স্পর্শ বরণনা বেশ, ছেড়েছে যারা আপনজনের নিরাপদ বেগল।

বিশ্বমায়ের চোখে জল দেখে চলেছে হাথাবগর অবিরতি,
মানুষের মাঝেই আজ বাড়িয়েছে শত যোজন ব্যাপী দুঃস্থ।

রচনায়-তুলসী মন্ডল

ডিসেম্বর-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

মহামারির করাল স্রোতে 'করোনা'

বয়রানা ভাইরাস সংক্রমণ ধ্বংস
আজ পৃথিবীর সব মানব জীবন।
উন্নতি-সব ছোট-বড় দেশ
ভুড়ে আছে আতঙ্কের বাঁধন।
গ্রবার গুহে বয়রানা মহামারী বয়ছে
ধনী গরীব সব নিধন,
গ্রবঘার আক্রান্ত হলে
নেই বেগন যে তার নিস্তার।
মানব জীবনের ইতিহাসে গ্রীষ্মে হয়েছে
বয়রানার প্রথম বিস্তার।
সারা পৃথিবী ভুড়ে মানুষের সাক্ষাতি মিলেছে,
নতুন গ্রব ভয়ঙ্কর মহামারির সাথে।
বয়রানায় প্রাণ হারিয়েছে

বতি শতি নিষ্পাপ বেদনাহীত জীবন,
ছোট-বড় বেগন চিকিৎসালয়ে
চিকিৎসা নেই আর।
প্রাণ নিয়ে ছোট-ছোট বয়রুই আর।
অনেক শুশ্রূষার পরও নেই বেগন সমাধান,
পৃথিবীর সব উন্নতি
শহর গুলিতে চলছে লবণডাউন।
গরীব-দুখী বতি অসহায়
না মেয়ে মরছে সব পেটের জ্বালায়।
না জানি বয়র আবার সেখানে মানুষ
ফিরে পাবে নতুন আলোর জীবন।
মানব জীবন বতি যে অসহায়,
প্রতি শতাব্দীর আগতি মহামারিতে মিলেছে
তার প্রজ্জ্বলিত প্রমাণ।

রচনায়-দীপা রায়
ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

ঠিকানা

গোলাপি কাগজে লেখা,

নিল খামে ভরা,

গত জন্মের এক চিঠি,

পরে আছে এই জন্মের ডাকঘরে!

সময়-থাবায় নীল-গোলাপী

হয়েছে রংহারা!

কালো তে লেখা ঠিকানাও ধূসর হতে হতে

অদৃশ্য হতে হতে, মোহর যে গেছে মুছে!

ওরে চিঠি তুই যাবি কার কাছে?

গত জন্মের সে কি আর আছে?

নতুন জন্ম নিলেও, হয়তো পালটে গেছে!

ওরে করি নে আর বিনামূল্যের আসা,

কাঁদিসনে আর কাঁদিসনে

চোখের জল আর ফেলিসনে

জপ্পাল হয়ে যা যে উড়ে

যে কোন ডাস্টবিনে!

ম্যাগালিসা সরকার

ব্রিগড-তৃতীয় পর্ষদ, শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

মানুষ তৈরি হলে গড়ে উঠবে সম্প্রীতির দেশ

একদিন শ্রদ্ধেয় আচার্য বিনোবা ভাবের কাছে তাঁর কয়েকজন ছাত্র কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজে এসেছিল। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে কথোপকথন করতে করতে কিছু কাগজের টুকরো দিয়ে বললেন "এটি একটি আদর্শ ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের মানচিত্র,এই টুকরো কাগজ গুলিকে একত্র করে ভারতবর্ষের মানচিত্র তৈরি কর।" ছাত্ররা দীর্ঘক্ষণ ধরে বুদ্ধি খাটিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু পূর্ণ মানচিত্র তৈরি করতে প্রায় প্রত্যেক ছাত্রই একপ্রকার অসফল হল।

কিন্তু ইতিমধ্যে তাদের পাশে অন্য একটি ছাত্র এসে সমগ্র কার্যপ্রণালীটি দেখছিল,বিনোবাজিকে ছেলেটি অত্যন্ত বিনম্র স্বরে বললেন-"আপনি যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি এই টুকরো গুলিকে জুড়ে পূর্ণাঙ্গ মানচিত্র তৈরির চেষ্টা করতে পারি।"বিনোবাজী অনুমতি দেওয়ার পর ছেলেটি কাগজের টুকরো গুলি একত্র করে ঠিক মত জুড়ে ভারতবর্ষের সঠিক মানচিত্রটি তৈরি করে ফেলল।বিনোবাজী বিস্মিত হয়ে

জিজ্ঞেস করলেন "এত দ্রুত এত সুন্দর ভাবে তুমি এটা কিভাবে করলে?" যুবকটি উত্তরে জানালেন-এ টুকরো কাগজ গুলি একদিকে ভারতের মানচিত্র এবং অন্যদিকে একটি মানুষের হবি ছিল,আমি মানচিত্র তৈরির মধ্য দিয়ে একপ্রকার মানুষকে জুড়লাম।

ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন নির্মিত হল সুবিশাল অখণ্ডিত ভারতবর্ষের মানচিত্র,তেমনি অবয়ব পেল মানুষটির প্রতিকৃতি।এই কথা শুনে বিনোবাজী মুগ্ধ হলেন,"তিনি বললেন একশো শতাংশ সত্য কথা বলেছ।হবিটির মত যদি আমরাও দেশকে জুড়তে চাই তাহলে মানুষকে ,তার মানবিকতা,সংহতিক আবেগে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।মানুষ একত্রিত হলে , তাদের একে অপরের প্রতি সহযোগিতা, সহানুভূতি, সহমর্মিতা জাগ্রত হবে, সংঘবদ্ধ হবে দেশ, মজবুত হবে শস্যশ্যামলা ভারতবর্ষের জাতীর সম্প্রীতি ভিত্তি।" বিনোবাজীর এই শিক্ষাই পরবর্তীতে ছাত্রদের ভবিষ্যত পথের পাথেয় রূপে বিবেচিত হয়েছে।

রচনাঃ-পূজ্যারী রায়
ডি.গ্রন.গ্রড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিল্পভিত্তি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বঙ্গলজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

শিক্ষার আলো

“শিক্ষার আলো ঘরে ঘরে জ্বালো”

এই উদ্ধৃতির মধ্য দিয়েই আমরা বুঝতে পারি শিক্ষার আলোক বর্তিকা প্রতিটি ঘরে ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপের মত জ্বালাতে হবে। আর সেই প্রদীপের আলোর শিখায় জ্বলে উঠবে সমগ্র মানবজাতি। ঘুঁচে যাবে পৃথিবীর সমস্ত কালিমা। শিক্ষার আলোতে আলোকিত হবে সমগ্র বিশ্ব। একমাত্র শিক্ষাই পারে আগত প্রাণের ভবিষ্যত পথকে মসৃণ করতে। তাই গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি মানুষকে শিক্ষিত করে তোলাই মানবধর্মের ইজ্জতবাহী।

একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মন সदा শূণ্য ক্যানভাসের মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে, তাকে শৈশব থেকে যেভাবে পরিচালিত করা হয়, যে শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় সেই শিক্ষাই তার ভবিষ্যতের চলার পথের পাথেয় রূপে নির্বাচিত হয়। যেকোন শিশুকে সমাজের সুনামের রূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রথম শিক্ষক হলেন তার জন্মদাত্রী মা, বাবা ও পরিবার। শিক্ষক বা শিক্ষিকার ভূমিকা এরপর অগ্রাহ্য হয়ে ওঠে। একজন ছাত্রের কাছে তার শিক্ষাগুরু পথ প্রদর্শক হিসেবে তার লক্ষ্যকে পূর্ণতা দিতে সহায়তা করেন। ভালো শিক্ষা পেলে সে নিজেই নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে পারে। শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য শিক্ষায় আবদ্ধ না থেকে ব্যবহারিক শিক্ষাও অর্জন করতে হবে।

একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তার ব্যবহারে অর্থাৎ তার ব্যবহার কিরূপ তা ভালো না খারাপ এসব কিছু তার শিক্ষার উপর নির্ভরশীল। শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র পরীক্ষায় পাশ করা বা ভালো ফলাফল লাভ করাই নয়, শিক্ষার দ্বারা আমরা নতুন কোন বিষয় সম্পর্কে যুক্তি বুদ্ধি দ্বারা বিচার বিশ্লেষণ করতে পারি। যাতে নতুন একটি পথের সন্ধান পেতে পারি। সেই পথ ধরেই আমরা প্রাণের আলোয় নিজেকে রাঙিয়ে নিতে সক্ষম হই। অশিক্ষিতরা মেষ পালের ন্যায় একই সারিতে দৃষ্টিহীন ভাবে চলতে থাকে। তাদের নিজস্ব কোন যুক্তি বুদ্ধি থাকেনা। অপর দিকে শিক্ষিত ব্যক্তির প্রথাগত নিয়ম শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলে। নতুনের আবিষ্কারে মত্ত হয়। দেশের প্রতিটি মানুষ যদি শিক্ষিত হয় তাহলে আমাদের দেশ অগ্রগতির চূড়ায় বিরাজ করবে।

সমাজে বিভিন্ন ধরনের মানুষ লক্ষ্য করা যায়, কেউ সুশিক্ষা লাভ করে বড় বড় কর্মক্ষেত্রে নিজেকে সমর্পিত করে, কেউবা ছোট খাটো কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। অন্যদিকে কেউ কেউ তস্করবৃত্তি, রাহাজানি সহ অন্যান্য কাজে লিপ্ত হয়ে সামাজিক গতিশীলতাকে অবরুদ্ধ করে চায়। এসকল মানুষদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করা

যায়, কিন্তু এরা শৈশব থেকে এমন কাজে লিপ্ত থাকেনা। পরিবেশ, পরিস্থিতি তাদের এসকল কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। এই সমস্যার কারণ উদ্ধার করতে গেলে লক্ষ্য করা যায় যে পরিবার বা পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা তাদের লাভ করানোর কথা, তার উপযুক্ত পরিকাঠামো তাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশে ছিলনা। তাই অন্য সংস্থানের আশায় তারা নিজেকে নিয়োজিত করেছে এই পথে। একজন সু-নাগরিক হতে হলে সুখম খাদ্যের পাশাপাশি সু-শিক্ষার প্রয়োজন। শুধুমাত্র পরিবারই নয়, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তা অর্জন করতে হবে। তাই একজন ভালো মানুষ হতে হলে সু-শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন।

শিক্ষার মাধ্যমে কিছু ভালো খারাপ দিক রয়েছে। যে ভালো শিক্ষা অর্জন করে তার ব্যবহারে তার পরিচয় পাওয়া যায়, আর খারাপ শিক্ষার লক্ষণ হল সেই ব্যক্তির দুর্ব্যবহার।

ভালো ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক হয়েও অনেকে তাদের পিতা মাতার সঙ্গে খারাপ আচরণে লিপ্ত হয়, এতে তার শিক্ষার অপ-ব্যবহার হয়।

সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ গঠন করতে সু-নাগরিকের প্রয়োজন। আর এই সু-নাগরিক গঠিত হবে সুশিক্ষা পেলে। তাই গতিমান নদীর স্রোতস্বিনী ধারার মত শিক্ষাকে প্রতিটি গতিপথে, শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে দিতে হবে। তবেই সুন্দর জীবন যেমন উপভোগ্য হবে, তেমনি সম্প্রসারিত হবে মানব সভ্যতার বিজয় পতাকা।

রচনায়-রুমকী ধর
ব্রিগড-তৃতীয় পত্রিকায়
শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগড কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

শ্রবণ ও ছিল রাজ্য

এক রাজা ছিল তার নাম ছিল গোপাল। রাজা তার সমস্ত প্রজাদের রক্ষক ও বন্ধু ছিলেন। প্রত্যেক প্রজাদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে দেখতেন। রাজ্যবাসী পশুপালন আর চাষাবাদ করে সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। রাজা গোপাল এক সুন্দরী মহিলা গৌতমীকে বিবাহ করেন। বিবাহের চার থেকে পাঁচ বছর পর তার একটি পুত্র সন্তান জন্ম হয়। শিশুটির জন্মের কয়েক বছর পর রাজা ও রানি মৃত্যবরণ করেন। সেটি ছিল তার কঠিন সময়। শত্রুদের মধ্যে অনেকেই সিংহাসন দখল করার আশায় ছিল। রাজা গোপালের দুজন পরামর্শদাতা ছিল। একজনের নাম ছিল রাম, অন্যজনের নাম ছিল নবীন। রাজা তাদের উপর অনেক বিশ্বাস করতেন। রাম ও নবীন সুবোধের সঙ্গে দেখা করলেন।

সুবোধ ছিল মৃত রাজার বিশ্বাসী প্রজা। রাম ও নবীন দুজনেই প্রজা সুবোধের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে শিশুটিকে তুলে দিলেন। শিশুটি ছিল তাদের রাজ্যের রাজা রানীর পুত্র। রাম বললেন আমরা তোমাকে আর তোমার স্ত্রীকে আদেশ করছি এই শিশুটিকে এমনভাবে লালনপালন পালন করবে যেন মনে হয়, সে তোমাদের নিজের ছেলে। নবীন বললেন ছেলেটির নাম হবে গৌরব। প্রজা সুবোধ কোন প্রশ্ন করলেননা এবং রাজার পরামর্শদাতাদের আজ্ঞা মেনে চলার প্রতিজ্ঞা করলেন। রাম ও নবীন যেমন মনে করেছিল। রাজার মৃত্যুর পর রাজ্যে অশান্তি শুরু হবে, তাদের আশঙ্কা মতোই তার

সূত্রপাতও হয়ে গেল। শত্রুরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে সিংহাসন দখল করার বিষয়ে উদ্যোগী হলেন। রাজ্যে প্রবল অরাজকতা চলতে থাকল।

গরীব কৃষকেরা ছিল অত্যন্ত অসুখী। গৌরবের ছেলেবেলে একপ্রকার সুখ সমৃদ্ধি আর নিরাপত্তার মধ্যে কেটে যায়। সে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার পিতার মতোই নম্র, ভদ্র, দয়ালু, ন্যায়পরায়ণ, শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এমন ভাবে প্রায় কুড়ি বছর পেরিয়ে গেল। শত্রুদের লড়াইয়ের ফলে রাজ্যে আজ প্রবল অচলাবস্থা। কেউ আদর্শ রাজা হয়ে উঠতে পারেনি। রাজা গোপালের অধিনে শান্তি আর সমৃদ্ধির সেই দিনগুলির কথা ভেবে প্রজারা আজ বরই হতাশ। একদিন গীর্জার মধ্যে স্থানীয় অধিবাসীরা দেখতে পেল একটা পাথরের উপর প্রোথিত ছিল একটি বড় রাজসিক তলোয়ার। পাথরের উপর লেখা ছিল যে ব্যক্তি এই তলোয়ারকে পাথর থেকে বের করবে, তিনিই এই রাজ্যের রাজা হবেন। ফলে সকলেই রাজা হবার জন্য ধাক্কাধাক্কি শুরু করল। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তলোয়ারটিকে কেউ পাথর থেকে বের করতে পারল না। অবশেষে কুড়ি বছর বয়সের গৌরব পাথর থেকে তলোয়ারটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হলেন। রাজ্যবাসী যেমন নতুন রাজাকে পেয়ে আপ্ত হল, তেমনি উত্তরাধিকার সূত্রে যোগ্য ব্যক্তি রাজা হিসেবে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন। নতুন রাজার জয়োধ্বনিতে চারিদিক মুখারিত হল।

রচনাম-প্রোফেসর বেগম,

ডিএলএড-দ্বিতীয় বর্ষ, শিল্পশিল্প প্রাথমিক টিচার্স ট্রেনিং কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

দেজা-ভূ

"এখনো ট্রেন আসতে পনের মিনিট দেড়ি আছে"-
মনে মনে ভাবল অভিষেক। অভিষেক এখন বসে
আছে বিজয় নগর স্টেশনে। বিজয় নগরের মত
ছোট এক অজ-পাড়াগাঁ এর স্টেশনটিও তেমনি
ছোট। বসার জন্য মাত্র দুটি বেঞ্চ, তার উপরে
ছোট টিনের হাউনি, স্টেশন মাস্টারের ঘরটাও
নিতান্তই ছোট। অভিষেক এখানে পোস্ট
অফিসের বদলির চাকরি নিয়ে এসেছে মাস হয়েক
হল। বদলির পর এই প্রথম সে বাড়ির উদ্দেশ্যে
রওনা দিয়েছে। এই স্টেশনে দিনে দুটি দূর পাল্লার
ট্রেন আসে, বাকি কোন ট্রেন থামলে তা নিতান্তই
ক্রসিং এর জন্য। এখন বাজে রাত দশটা
পয়তাল্লিশ, রাত এগারটায় ট্রেন। বাড়িতে গিয়ে
বাবা মাকে কি করে বিস্মিত করবে এসব ভাবতে
ভাবতেই ট্রেনের হুইসেলের আওয়াজ কানে এল
অভিষেকের। অবাক হয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে
দেখে এগারটা এক বাজে, অতিদ্রুত ব্যাগপত্র সহ
অন্যান্য জিনিস নিয়ে অন্ধকারে ট্রেনের
হেডলাইটের আলোয় উজ্জ্বল হওয়া রেললাইনের
দিকে তাকাতেই প্রথমেই সে এক অচেনা
আগন্তুককে দেখতে পায়। রেললাইনের খুব
কাছেই দাঁড়িয়ে আছে আগন্তুক লোকটি।
অভিষেক স্পষ্ট দেখতে না পেলেও এটুকু দেখতে
পেল যে, রেললাইনের খুব কাছেই দাঁড়িয়ে আছে
লোকটি। ট্রেন তখন দ্রুত গতিতে স্টেশনে চলছে,

চিৎকার করে অভিষেক একবার ডাকল সেই
ব্যক্তিটিকে " দাদা সরে যান ট্রেন আসছে"। কিন্তু
লোকটি যেন শূন্যেও শুনলোনা। ট্রেনটিও দ্রুত
গতিতে এগিয়ে আসছে দেখে অভিষেক দৌড়ে
প্রবল গতিতে ছুটেতে শুরু করেছে, এদিকে ট্রেনটিও
লোকটার সামনে এসে গেছে, ঠিক তখনই ঘটে
গেল সেই আশ্চর্য ঘটনাটি, আর তৎক্ষণাৎ
লোকটিও চলন্ত ট্রেনের সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল।
প্রচণ্ড ভয়ে অভিষেকের জ্ঞান ফিরে এল, সম্ভব
ফিরে পেয়ে সে দেখল এখনো ফাঁকা স্টেশনের
ছোট বেঞ্চেই সে অর্ধসজ্জন অবস্থায় বসে রয়েছে।
ব্যস্ত হয়ে ঘড়ির দিকে তাকাতেই দেখল তখন
দশটা আটাল্ল বেজে গেছে। জেগে জেগে এমন স্বপ্ন
সে কেন দেখল ভাবতে ভাবতে এক অস্বস্তিকর
মানসিকতা নিয়ে সে ঘুরে তাকাল রেললাইনের
দিকে! স্টেশনের আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পেল
সত্যই সে লোকটি দাঁড়িয়ে আছে রেললাইনের
ধারে। কিছুক্ষণের জন্য অভিষেক থমকে গেল,
দূরে যেন শুনতেও পেল ট্রেনের ক্ষীণ হুইসেল।
অবচেতন মনের আলোড়নে যা ঘটল তার প্রকৃত
ব্যখ্য খোঁজার মতো সময় এখন তার হাতে নেই,
মনুষ্যত্বের বলে বলীয়ান হয়ে আপন অবচেতন
খেয়ালে সে শুধু জানে যদি সে দৌড়ে যায়
লোকটাকে বাঁচানো এখনো তার পক্ষে সম্ভব।

রচনাঃ-জোলাফি দাম,

শাখা-বঙ্গ-রোমান্স অনুগল্প, ডি.গন.গ্রন্থ-দ্বিতীয় বর্ষ

শিল্পীভাড়া প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বনলজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

স্মৃতি

উদাস হয়ে বাতায়নে বসে সামনের প্রাণবন্ত বড় রাস্তার প্রাণেচ্ছল স্তব্ধতা মনকে আজ বরই নাড়া দিয়ে ব্যাকুল করে তুলেছে। কারণ বর্তমান বিশ্বের মহামারীতে আজ আমরা প্রত্যেকেই প্রায় পর্যদুস্ত, আজ আমরা স্তব্ধ পৃথিবীর বেড়াডালে কেবলই অবুঝ মনকে স্বান্তনা দেওয়ার প্রচেষ্টা করে চলেছি। এই দীর্ঘ স্তব্ধময় পরিস্থিতি আমাদের স্বাভাবিক জীবন প্রবাহকে কোথায় যেন অবরুদ্ধ করে চলেছে। কিন্তু আজ কেন এই পৃথিবীর দৈন্য দশা? প্রতিটি যুগে মানব সভ্যতার অগ্রযাত্রাকে কেন্দ্র করে আমরা যতই আশ্ফালন করিনা কেন কখনো না কখনো প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে আমাদের নতি স্বীকার করতে হয়। প্রকৃতি বার বার স্মরণ করিয়ে দেয় মানুষের সভ্যতাগ্রাসী মানসিকতাই এই অধঃপতিত পৃথিবীর অব্যক্ত বেদনার মূল কারণ। যুগে যুগে আবির্ভূত হয় সভ্যতাগ্রাসী মারণ মহামারী, যা এক লহমায় ছিন্তা করে দেয় মহাকালের রথের চাকাকে। নিঃসারিত হয় জন-প্রবাহের অভিমুখ। কলেরা, প্লেগ, স্প্যানিশ ফ্লু, করোনা নামে যা আমাদের নতমস্তক করতে বাধ্য করে। মহামারীর সহসাগমানে

বিজ্ঞানের সকল আবিষ্কার ফুৎকারে অপরিপুষ্ট হয়ে যায়। সে সকল মহামারীর ইতিহাস বারম্বার আমাদের স্মরণ করায় এ মৃত্যু লীলা সভ্যতার আদিলগ্ন থেকে অব্যাহত, স্মরণ করায় মৃত্যুর অনির্ণেয় পরিণামকে। সমস্ত বিশ্বব্যাপী যার আতঙ্ক আর মৃত্যু মিচ্ছিল মানব হৃদয়ে শিহরণ সৃষ্টি করে। এযুগের মহামারীতে আক্রান্ত ভারতবর্ষ থেকে বিভিন্ন দেশ, মহাদেশ, উপমহাদেশ। গৃহবন্দী এক দূর্দশা ও মহামারীর কবল থেকে বাঁচার কৌশল রপ্ত করতে আজ মানব সভ্যতাকে প্রবল সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। যা আমাদের জীবন যাত্রাকে এক প্রকার বেড়ি পড়িয়ে অবরুদ্ধ করে দিয়েছে। আর এই বেঁচে থাকার লড়াইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন সমাজের প্রথম সারির যোদ্ধারা, যাদের চরণে সকল বিশ্ববাসী নত মস্তকে প্রণাম আর কৃতজ্ঞতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। যারা নিজেদের মৃত্যু ভয়কে জয় করে অন্যের জীবন রক্ষাকেই মানবধর্ম রূপে গন্য করেছেন। সেসকল সহৃদয় আত্মাকে আমাদের শতকোটি প্রণাম। যুগে যুগে তাদের আত্মত্যাগেই আগামী দিনের ইতিহাসে তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন।

এই মন উদাসের দিনে তাই আজ
বারবার অতীত নষ্টালোজিয়ায় বিচরণ
করতে করতে আপ্ত হচ্ছি। আজ এই
মহামারীময় ক্ষণে দীর্ঘ পাঁচ মাস ব্যাপী
বন্দী দশা উচ্ছল গতিময় জীবনকে স্তব্ধ
করে দিয়েছে। মনের চিলেকোঠায় বার
বার উকি দিয়ে যায় সে সকল সোনালী
অতীত গুলি। শিক্ষাজীবনের নিত্য
ব্যস্ততা, বাড়ি ফেরা, পড়াশোনা,
সহপাঠীদের সান্নিধ্য এসব দৈনন্দিনতা
থেকে আজ আমরা বহু উর্দ্ধে বিরাজমান।
আমরা কেউ জানিনা কবে ফিরে আসবে
পৃথিবীর স্বাভাবিক প্রতিচ্ছবি!!! কবে
ফিরে আসবে সে সকল আনন্দ মুখর
দিনগুলি!!! তবুও বেঁচে থাকার তাগিদে
মানুষকে নতুন ভবিষ্যতের বাসনায় এই
মারণ মহামারী থেকে মুক্তির আশায় সমগ্র

বিশ্ব যেন বিজ্ঞানের অনাগত আবিষ্কারের
প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছে। বিজ্ঞানের এই
অনলস প্রচেষ্টার বিজয় পতাকা একদিন
উর্দ্ধ গগনে ডানা মেলে বিশ্ববাসীকে নতুন
আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছে আর ভবিষ্যতেও
যোগাবে, সেই দিন আর বেশি দূরে নেই,
আমরা বিশ্বাস রাখি মানবায়নের অস্তিত্ব
রক্ষায়, একদিন ফিরে আসবে রোগ নির্মূল
বিশ্বপৃথিবী, যা প্রতিটি প্রাণের কাছে
উন্মুক্ত করবে গতময় জীবনের প্রাণোচ্ছল
প্রগতি। প্রবাহিত হবে নতুন প্রাণ প্রতিষ্ঠার
ভিত্তিভূমি। তাইতো সদর্পে ঘোষিত করি-

"আমরা করব জয়
আমরা করব জয়
আমরা করব জয়
নিশ্চয়।।"

রচনায়-সুমনা পাল,
শাখা-মনস্টাফ্রিক প্রবন্ধ, ডি.গ্রন্থড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

উদ্ভাসিত উদেন

হিমালয়ের কোলে চা বাগানের সবুজ গালিচায় মোড়া ছোট্ট একটি গ্রাম, ধোতরে। আয়তনে ছোট হলেও জনসংখ্যা নেহাত কম নয় এখানকার। এখানে পাইন, ফার, মার্চ, প্রভৃতির প্রাচুর্যে ভরপুর রাস্তায় সূর্যালোক লুকোচুরি খেলে। দূরে অপরূপ কান্ধন-জুঘার মায়াবী রূপকে মনের ফ্রেমে বন্দী করতে হলে আসতেই হবে ধোতরে। এইরকম নৈসর্গিক স্থানের রাস্তায় হাটতে হাটতে "আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব, হারিয়ে যাব..." এই ভূসর্গের মাঝেই জন্ম উদেন লেপচার। বাবা, মা ও বোনকে নিয়ে চারজনের সংসার তাদের। বাবা বাশের তৈরি দ্রব্যাদির ব্যবসা করেন আর বছরের বাকি সময় হোমস্টের কাজে নিযুক্ত থাকেন। ছোটবেলা থেকেই উদেন ছিলেন মেধাবী। পড়াশোনার পাশাপাশি ফুটবল খেলাটাও সে আপন করে নিয়েছে পরম একাত্মতায়। শয়নে স্বপনে সে নিজেকে একজন বড় ফুটবলার হিসেবেই দেখতে চেয়েছিল।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার খেলার দক্ষতাও বাড়তে থাকল। চারিদিকে তার খ্যাতি ছড়াতে থাকল। যে জায়গায় পৌছবার অভিলাষী সে, সেই পরিকাঠামো সেই গ্রাম থেকে পাওয়া সম্ভব ছিলনা। ২০০৮-২০০৯ সাল নাগাদ ডিস্ট্রিক্ট নিজেকে প্রমাণ করে সে, সুযোগ পায় কলকাতার বিখ্যাত ক্লাব গুলিতে খেলারও। কিন্তু অর্থের

অভাবে সময়ের কাছে সে পরাজয় স্বীকার করে। ভারতীয় ক্রিকেটের তুলনায় ভারতীয় ফুটবলের পরিকাঠামো বা অর্থনৈতিক অনুদান তখনো এই তৃণমূল স্তরে কতটা ছিল তা বলার অপেক্ষা রাখেনা। একসময় বাড়ি থেকে প্রবল চাপ আসতে শুরু করে বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার। ফুটবলকে আরো দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে সে। মনস্থির করে আরো আরো অনুশীলন করবে সে। পরিশ্রমের অগ্নিকুণ্ডে নিজেকে তপ্ত করে জীবনকে সোনালী করবে। আর এদিক ওদিক কিছু করে নিজ স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখবে সে। ২০১০ থেকে ২০১১ সাল নাগাদ স্বপ্নের ফর্মে খেলছিল সে, খ্যাতি সে সময় তার গগনচুম্বী। ভীষন ভাবে সে চেষ্টা করছিল কিছু টাকা পয়সা জোগার করে সে 'তিলোত্তমা'র বুকে পাড়ি দেবে।

এমন সময় এক খ্যাতনামা মানি মার্কেটিং কোম্পানির লোলুপ দৃষ্টি পড়ল তার সুনামের উপর। উদেনের প্রতিভাকে, তার সুনামকে মূলধন করেই তারা তাদের শ্রীবৃদ্ধি করতে উদ্যোগ হয়। সহজ সরল ফুটবল খেলে বেড়ে ওঠা ছেলেটা মানি মার্কেটিং এর ফান্দে পা দিল। কোম্পানির কিছু উচ্চ পদস্থ কর্ম কর্তারা তাকে বোঝায় কিছুদিন কাজ করে তার প্রয়োজন মত অর্থ সে উপার্জন করে নিতে পারবে যতো তার আর তার স্বপ্নের মাঝে অর্থ বাঁধা হয়ে না দাঁড়ায়। খেলাধুলার পাশাপাশি মন-প্রাণ দিয়ে কাজ করে

হেলেটি। কিন্তু হঠাৎ করে সে কোম্পানি বন্ধ হয়ে যায়। মনি মার্কেটিং নামক কালবৈশাখী তার স্বপ্নাভিলাষী জীবনকে কিছুদিনের মধ্যেই তহনহ করে দেয়। পাওনাদাররা তার বাড়ির লোকজনকে অপমানিত করে। তার বোনকে নিয়ে খারাপ মন্তব্য করে, যা তার বাবা সহ্য না করতে পেরে হাট অ্যাটাক করে। যদিও বাবাকে এ যাত্রায় ফিরে পায় সে, জীবন তাকে এরূপ সমস্যার সম্মুখীন করবে কোনদিন তা হয়ত দুঃস্বপ্নেও ভাবেনি সে। তবে তার রক্তে প্রবাহিত স্পোর্টসম্যান স্পিরিট থাকায় সে হার মানেনা, জীবনকে নতুন ভাবে উপলব্ধির তাগিদে খেলার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে কেনা বাইকটি সে বিক্রি করে নতুন ভাবে জীবনকে সাজাতে একপ্রকার অদম্য জেদ নিয়েই 'সিটি অফ জয়' এ প্রবেশ করে। সেখানে ভাড়া নেওয়া ছোট ঘরে থেকেই কিছুদিন পর ছোট ক্লাবগুলিতে তার খেলা দর্শকদের মনে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করে। আবারো জীবনকে ইতিবাচক ভাবে দেখতে শুরু করে সে। এভাবেই সময় অতিবাহিত হয়, যোগাযোগ হয় একটি বড় ক্লাবের কর্মকর্তার সঙ্গে। উদেনের ড্রিবলিং, স্কীপ্রতা ওনাকে তাক লাগিয়ে দেয়। অবশেষে সে চান্স পায় একটি বড় ক্লাবের হয়ে খেলার। সে উপলব্ধি করতে থাকে যে জীবন তাকে আবার রামধনুর সাতরঙে রঙিন করে তুলেছে। সাফল্যের চূরায় থাকা উদেন এই সময় ভালো অর্থ উপার্জন করতে থাকে এবং পাওনাদারদের সকল অর্থ মিটিয়ে দেয়। মা, বাবা ও বোনকে কলকাতায় আনার পরিকল্পনা করতে থাকে। স্বপ্নের ফর্মে থাকা উদেনের চোখে তখন ভারতীয় জাতীয় দলের জার্সি ভাসছে। এরকম চলতে চলতে একটি রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে সে পায়ে এবং গুরুতর চোট পায় এবং যন্ত্রণায় কাতর হয়ে

মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়। যথাযথ চিকিৎসার পর ডাক্তার জানায় সে আর ফুটবল খেলতে পারবেনা। সোনালী স্বপ্ন গুলো এক লহমায় স্তান হয়ে যায়। ক্লাব কর্তারা তার চিকিৎসার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতে থাকেন। একটি খ্যাতিনামা ক্লাবে খেলার পরও পুনরায় ফুটবল মাঠে ফেরার জন্য প্রয়োজনীয় চিকিৎসার খরচ জোগাতে সে অসমর্থ হয়। ভারতীয় ফুটবলের আর্থিক পরিকাঠামোর দিকটিও এরই মাধ্যমে আবার প্রকট হয়ে যায়।

স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা নিয়ে বাড়ি ফেরে সে। জীবন বাস্তবতাকে রক্তে রক্তে উপলব্ধি করতে করতে তার কয়েকটা মাস কেটে যায়। সে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার নতুন ভাবে জীবন শুরু করতে চায়। ইতিমধ্যে স্থানটির নৈসর্গিক সৌন্দর্য আর আতিথেয়তাকে মূলধন করে হোমস্টের কাজ শুরু করেছে সে, আর বাকি সময় ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিনামূল্যে ফুটবল প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকে উদেন। তার না পাওয়া অসম্পূর্ণ স্বপ্ন গুলি এই ক্ষুদ্রে ছেলে মেয়েদের মাধ্যমেই পূরণ করতে চায় সে। এভাবেই চলতে চলতে একদিন তার জীবনে দেবদূতের মত আবির্ভাব হল হুগলি জেলার ডি,এম অভিজিৎ ব্যানার্জির। তিনি ধোতরেতে ভ্রমণে আসেন। উদেনের সাথে তার পরিচয় হয়। উদেনের হৃদয়ে এখনো যে স্বপ্নদীপ প্রজ্জ্বলিত তা তিনি উপলব্ধি করেন। এমনিতেই উদেনের হৃদয় অগ্নিদগ্ধ, চোখে প্রচুর স্বপ্ন, প্রবল ইচ্ছা মানুষের জন্য কিছু করার। অভিজিৎ বাবুর জীবনদর্শন উদেনের অগ্নিদগ্ধ হৃদয়ে ঘটাহুতি দেয়। তিনি তাকে পুনরায় কলকাতায় আসার জন্য এবং ভারতের সর্বোচ্চ চাকরির পরীক্ষায় বসতে বলেন, যাতে

পরবর্তীতে এরমাধ্যমে ফুটবলের উন্নতিকল্পে প্রচুর কাজ করতে পারে। আশ্বাস দেন কলকাতায় আসার পর সমস্ত রকম সাহায্যের।

অভিজিৎবাবুর জীবনদর্শন উদেনকে প্রভাবিত করে। তবুও দুবার স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণায় বিধবস্ত উদেন পুনরায় স্বপ্ন দেখতে ভয় পায়। মানসিক দ্বিধা, দ্বন্দ্ব এসব চলতেই থাকে তার মনে। হঠাৎ একদিন কাকভোরে ঘুম ভেঙে যায় তার। তার মনের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। ঘরের জানালাটা খুলতে দূরে অহংকারী কাঞ্চনজঙ্ঘা নতুন সূর্যের উদ্ভাসে নিজেকে রাঙিয়ে নিয়েছে। তল্লয় চিত্তে সে দেখে যে এরকমই গগনচুম্বী উচ্চতায় পৌঁছতে চেয়েছিল। সকালের অরুনি-মাস্নাত কাঞ্চনজঙ্ঘার নান্দনিক সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই সে আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করে। সেই মতই সিদ্ধান্ত নেয় সে আবার জীবনযুদ্ধে অবতরণ করবে। আরও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে পা রাখে 'সিটি অফ জয়'-এ অভিজিৎ বাবুর সঙ্গে সাক্ষাত করে। একটি ছোট বেসরকারী ফার্মে কাজ করে এবং শুরু হয় আই.এ.এস এর প্রস্তুতি। নিবিড় অনুশীলনে নিজেকে সঁপে দেয় সে। প্রচুর প্রত্যাশা নিয়ে বসে পরীক্ষায়। প্রথমবার সে ব্যর্থ হয়, কিন্তু দ্বিতীয় বারের প্রচেষ্টায় সে আবারও পায় ব্যর্থতার গ্লানি। স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রণায় রিভ উদেন তখন নিজের জীবনকে অভিশপ্তই ভাবতে শুরু করে। অভিজিৎ বাবু তাকে নতুন করে উৎসাহ দেন আরও একবার জীবন নিয়ে লড়ার। আবার শুরু করে সে লড়াই, দাঁতে দাঁত চেপে পনেরটা মাস সে নিজেকে নিংড়ে দেয়। ভগবানও ছেলেটির অদম্য

জেদের কাছে অবশেষে হার মানতে বাধ্য হলেন। তৃতীয় বারে সফল হল সে, সফল হল নতুনতর এক জীবন যুদ্ধে। ভারতের সর্বোচ্চ চাকরীর পরীক্ষায় তার সাফল্যের খবরটি দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল। ব্যতিক্রম নয় ধোতরেও, এই প্রথম এই গ্রাম থেকে কেউ সর্বভারতীয় প্রতিযোগিতায় সফল হল এবং তারই সাথে সাথে ধোতরে একটি লড়াকু যোদ্ধার জন্মস্থান হিসেবে ভারতের মানচিত্রে একটি চিরস্থায়ী জায়গা করে নিল। স্থানীয় মানুষদের কাছে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়ে ঘর ছেড়েছিল সে, আজ তারাই উদেনকে নিয়ে গর্ববোধ করছে। অবশেষে তার অভিশপ্ত জীবনের শাপমোচন হল। সমাজের সকল জটিলতা, সংস্কার, প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে উদেনের জীবন সার্থকতা খুঁজে পেল। বেঁচে থাক উদেন প্রত্যেকের হৃদয়ে, জীবন যুদ্ধে সফল উদেনের অবচেতন মনও হয়ত এই সময় কবি গুরুর সুরে বলে ওঠে-

"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"

রচনাম-অরুণাঙ্গ দাস
ব্রিগেড-উত্তম পার্শ্বম
শিলিগুড়ি তরাই ব্রিগেড কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

স্মৃতি দেবদুত

ধনপতিবাবু মারা গেছেন হেমন্তে, আর এখন চলেছে শীতকাল। পেশায় তিনি ছিলেন কুমারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর মৃত্যুতে পরিবার সহ পুরো গ্রাম আজ শোকাহত। ধনপতিবাবু মারা যাওয়ার পর তার পুত্র যেন তাঁর চাকরীর উত্তরাধিকারী হয় তিনি সে ব্যবস্থা করে যান। এরফলে ধনপতি বাবুর যোগ্যপুত্র রুদ্র এই চাকরীটি পায়।

ক্রমশ আকাশ প্রজ্জ্বলিত হল, পূর্বরবির ছটা হড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। প্রতিদিনের ন্যায় আকাশের দিকটিও আজ খুব মায়াময়। এমনি এক দিনে বৃন্দাপুরী রেল স্টেশনের মাঝে নিস্তেজ ভাবে বসে রয়েছে রুদ্র। আজ তার শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হওয়ার প্রথম দিন। হাতঘড়িতে তখন বেজে উঠেছে ঠিক নটা, আর সে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে গভীর কিছু ভাবতে শুরু করে। কিছুক্ষণ পর কুমারগঞ্জ যাওয়ার ট্রেন আসে। রুদ্র তার ভাবনার বাইরে এসে ট্রেনে উঠে কোন মতে জানালার পাশের জায়গা যোগার করে বসে পড়ে। ট্রেনটিতে ছিল প্রচণ্ড ভীড়, পা রাখার জায়গা পর্যন্ত নেই বললেই চলে। এই দেখে সে ভাবল যে তার বাবা প্রতিদিন সত্যিই কত কষ্ট করতেন। ভাবতে ভাবতে তার মন খুব খারাপ হয়ে গেল। ট্রেন চলতে শুরু করল, এরমধ্যে সে, জানালার বাইরে চোখ রাখতেই প্রকৃতির সাজানো চেহায়ায় তার মন ভালো হতে শুরু

করল। জানালার বাইরের দৃশ্য দেখে মনে হচ্ছিল যেন লালমাটির ওপর সবুজ ঘাসের চাদর জড়ানো। আবার কোথাওবা সোনার ফসলের কাজ করা। সত্যিই আমাদের দেশ অনেক সুন্দর, "ধনধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই বসুন্ধরা তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা।" তাই হয়তো বহু বিদেশী শত্রু আমাদের এই দেশকে আক্রমণ করেছে, তার হাত থেকে রক্ষা পেতে দেশের ছেলেরা লড়াই করেছে, হাজার হাজার সন্তান হারিয়েছে আমাদের বসুন্ধরা মা। তবুও এখনো সে আপন খেয়ালে হাসছে শুধুই মৃত্তিকা লালিত মানুষের জন্য। রুদ্রের অবচেতনে এসব খেয়াল আসছিল। আবার স্থানে স্থানে সারি সারি তাল গাছ দণ্ডায়মান। যেন তাদের পাতায় হাত নাড়িয়ে আমাদের ব্যস্ত ছুটন্ত ট্রেনটিকে বিদায় জানাচ্ছে আর বলছে "অতীত ভুলে একটু হাসতে শেখো।" প্রকৃতির এমন হাসি অনুভব করার সুযোগ সে আগে কখনো পায়নি। সত্যিই প্রকৃতির এমন মনোহর রূপের সাক্ষী হতে পেয়ে তার হৃদয়ে স্বস্তি ফিরে আসে। এভাবে দেখতে দেখতে চলন্ত ট্রেনটি কিছুক্ষণ পর কুমারগঞ্জের মাটিতে এসে পৌছায়। তিনি নেমে পড়েন কুমারগঞ্জের মাটিতে। আগে কখনো সে এদিক পানে আসেনি। তিনি বিস্মিত হন, এটি রেলস্টেশন নাকি অন্য কিছু? গুটি কতক মানুষ হাড়া তিনি আর কাউকেই দেখতে

পেলেননা। জনৈক এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর-
লেন কুমারগঞ্জ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তাটা
কোন দিকে? তিনি জানালেন "সাহাব এ যো
রাস্তা আছেনা এহি পকরকে সিধা চলে যাবেন
এক বস্তি আছে উখানে জিজ্ঞেস করবেন" তার
কথানুসারে এগিয়ে গিয়ে তিনি এক নির্জন ,
অসমতল, দুপাশের ঘোপঝাড়পূর্ণ পথে চলতে
লাগলেন। এভাবে প্রায় ঘণ্টা খানিক হাটার
পর রুদ্র তার স্কুলে পৌঁছল। স্কুলের প্রধান
শিক্ষক সহ অন্যান্য সহশিক্ষকগণ তাকে
স্বাগত জানালেন। পুরো কুমারগঞ্জের এটিই
একমাত্র স্কুল। স্কুলটি অতি জীর্ণ, তুলনামূলক
শান্তিপূর্ণ, পঠনপাঠনের এক উপযুক্ত স্থান ঠিক
যেন শান্তিনিকেতন। স্কুলের সকল শিক্ষার্থীরা
নতুন শিক্ষককে পেয়ে খুবই আনন্দিত। তিনি
সকলের সঙ্গে পরিচিত হন। শিক্ষার্থীরাও
ছিল আগ্রহশীল। ফলে খুব অল্পসময়েই তা-
দের সঙ্গে রুদ্রের বন্ধুত্বপূর্ণ এক সম্পর্ক গড়ে
ওঠে। তাই বাড়ি ফিরতে তার নির্দিষ্ট সময়ের
থেকে কিছুটা প্রায় দেড়ি হয়ে যায়। ট্রেন ধরার
আশায় সে তাই প্রবল গতিতে এগিয়ে চলল
স্টেশনের দিকে। যেতে যেতে মাঝপথেই
ঘনিয়ে আসে প্রবল শীতের সঙ্ক্যা। চারিদিক
অন্ধকারে পরিপূর্ণ হল। নির্জন, অন্ধকারময়
পথের মাঝ বরাবর সে এগিয়ে চলেছে। বাইরে

প্রবল কনকনে শীত। এমন অচলাবস্থায় সে
একপ্রকার ভীত স্বস্তিস্ত হয়ে ঈশ্বরকে স্মরণ
করতে করতে এগোতে থাকে। কিছুক্ষণ পর
দূরে এক আলোক বিন্দু ক্রমশ অন্ধকার ও
কুয়াশা কাটিয়ে তার কাছে আসে, সেই
আলোটি ছিল এক টর্চ বিক্রেতার। সে তার
বাড়ি ফিরছিল। সে তাকে অন্ধকারে থাকার
কারণ জানতে চাইলেন? রুদ্র জানাল সে বাড়ি
যাচ্ছে। সে বললেন আমিও বাড়ি ফিরছি,
স্কুলের কাছেই আমার বাড়ি। তোমার
কাছেতো দেখছি কোন আলো নেই। এই নাও
একটি টর্চ তোমাকে পথ দেখাবে।

এই বলে রুদ্রকে একটি টর্চ দিয়ে তিনি
চলে গেলেন। সেদিন সে ভালোভাবেই বাড়ি
ফেরে, পরের দিন সে স্কুলের শিক্ষক,
শিক্ষার্থীদের বিক্রেতার সম্পর্কে জিজ্ঞেস
করলে কেউ তার খোঁজ দিতে পারেনা। সে
জানতে পারল এ অঞ্চলে কোন টর্চ বিক্রেতা
থাকেনা। তারা সকলেই কৃষক। সে চেয়েছিল
একবার সেই অপরিচিত ব্যক্তিটিকে ধন্যবাদ
জানিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে এবং তার
টর্চের দাম মেটাবে, কিন্তু সে আর কখনো তার
দেখা পায়নি। মনে মনে তাকেই তিনি দেবদূত
রূপে স্থান দিয়েছেন।

রচনাঃ-বশবরী সিংহ,
ডি.গ্রন্থ-৭৬-দ্বিতীয় বর্ষ, শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বঙ্গলজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

নব উত্থানের আলোকে অযোধ্যার রাম মন্দির

রাম মন্দির নির্মিত হয় একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাটা বাবর দিল্লি দখল করে। এরপর মুসলিম শাসকদের যে চিরাচরিত প্রথা, ক্ষমতা দখল করেই ইলমামের বিজয় ধ্বজা উড্ডীয়ণ করা, হিন্দু উপাসনা স্থল ভেঙে দিয়ে মসজিদ নির্মাণ বা রূপান্তর করণ করা, বাবর শাসন ব্যবস্থা পরিচালনার পাশাপাশি সেসব দিকেও বিশেষ দৃষ্টিপাত করে। এরজন্য বাবরের নির্দেশে তার সেনাপতি যীর বাকিখাঁ, ১৫২৭-১৫২৮ সালে অযোধ্যায় আক্রমণ করেন, প্রথমে কিছু হিন্দুদের হত্যা করেন, বাকিদের বন্দী করেন। এরপর ভারতের প্রধান মন্দির 'রাম মন্দির', যা হিন্দুদের উপাস্য দেবতা শ্রীরামের পুণ্য জন্মভূমি অযোধ্যাতেই অবস্থিত। তার উপরের অংশকে নির্মভাবে ধ্বংস করেন এবং মন্দিরের মূল ভিত্তির উপর মসজিদ তৈরি করেন। যা পূর্বে 'বাবরি মসজিদ' নামে পরিচিতি পায়।

বাবর যে রামমন্দির ভেঙে মসজিদ বানিয়েছে, এর ঐতিহাসিক প্রমাণ হল, বাবরের আমলেই হিন্দুরা একুশ বার লড়াই করেছিল রাম মন্দির উদ্ধারের প্রচেষ্টায়। বাবর যদি মন্দির না ভেঙে পৃথক স্থানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে কি হিন্দুরা সম্রাট নির্মিত মসজিদকে ভেঙে সেখানে মন্দির স্থাপন করার জন্য একুশবার লড়াই করার মত দুঃসাহস দেখাতো

না। এরপর হুমায়ূনের রাজত্বকালে দশ বার এবং আকবরের রাজত্বকালে কুড়ি বার হিন্দুরা ভগবান রূপী রাম জন্মভূমিতে মন্দির উদ্ধারের জন্য লড়াইকে অব্যাহত রাখে। শেষে সম্রাট আকবর একটি আপোষ নিষ্পত্তি করে মন্দিরের পাশেই রাম মন্দির স্থাপনের অনুমতি দেন। এরপর ছোট একটি মন্দির নির্মিত হয়। এসকল তথ্য উল্লিখিত হয়েছে আকবরের রাজত্বকালের ঐতিহাসিক দলিল 'দেওয়ান-ই-আকবরি' কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে।

আকবর মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেওয়ায় এবং মন্দিরের পাশে রামের আরাধনার একটি ছোট মন্দির নির্মিত হওয়ায় জাহাঙ্গীর ও শাজাহানের আমলে এই নিয়ে কোন লড়াই, সংগ্রাম বা বাকবিতন্ডার সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের আমলে এ নিয়ে বিক্ষোভ চরমে ওঠে, হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে ঔরঙ্গজেবের তা সহ্য হয়না। সে তার সৈন্যদলের একাংশকে সে মন্দিরে প্রেরণ করে মন্দির ধ্বংশের মনোবাঞ্ছায়। প্রায় দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বৈষ্ণবদাস মহারাজ নামে এক সাধু ঔরঙ্গজেবের এ বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়ে প্রতিবাদ জানান। ফলে সেবারের মত রামমন্দির রক্ষা পায়। এরপর আরো বেশ কয়েক পর্যায়ে ঔরঙ্গজেব মন্দির ধ্বংশের জন্য তার শক্তিশালী বাহিনীকে প্রেরণ করে, কিন্তু প্রতিবারই তা হিন্দু শিখদের নেতৃত্বে তা রক্ষা পায়।

এরপর ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় হনুমান গড়ির মোহন্ত উদ্ভব দাস অস্ত্রহাতে রাম জন্মভূমি উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সে সময় অযোধ্যার নবাব ফরমান জারি করে একটি প্রাচীর ঘেরা জায়গায় মন্দির নির্মাণ ও পূজো উপাসনার অনুমতি দিয়ে যুদ্ধের অবসান ঘটান। এমনকি হিন্দু ও মুসলিম সৈন্যরা মিলিত ভাবে ইংরেজ সৈন্যদের সিপাহী বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করে। ১৯২১ সালে হিন্দুরা নির্মোহী আখরায় সন্ন্যাসীদের নেতৃত্বে বহুপ্রাণের বিনিময়ে জন্মভূমির একাংশ উদ্ধার করে এবং বাকি অংশ উদ্ধারের জন্য লড়াই হয় ১৯৩৪ সালে। এরপরই ইংরেজরা অযোধ্যার ঐ স্থানে হিন্দু মুসলিম সকলের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ করে দেয়। সেই সময় থেকেই বারবি মসজিদে আর কেউ নামাজ পড়তে যেতনা। ফলে মসজিদ জঙ্গল ও গাছপালায় ভরে যায়।

অবশেষে ১৫২৭ সাল থেকে যে হিন্দুরা রাম মন্দির উদ্ধারের জন্য লড়াই করে তা উদ্ধারের চেষ্টা করছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ মিলিত ভাবে ছিয়ান্তর বার লড়াই করে সাতাত্তরতম বারে দীর্ঘ

প্রচেষ্টার পর ১৯৯২ সালে হিন্দুরা পুরোপুরি ভাবে তা উদ্ধার করে। রূপান্তর ও অসহিষ্ণুতায় প্রতীক বাবারি মসজিদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়, কিন্তু এই শেষবারের প্রচেষ্টা ছিল প্রায় সোয়া দুই বছরের। হিন্দুরা প্রথমে ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ সালে পুরোপুরি রাম মন্দির মুক্তিপায় মুসলিম সাম্রাজ্যের অধিনতা থেকে।

পরিশেষে এ কথাই বলা যায়, অবশেষে অযোধ্যার রাম মন্দির সমস্ত লড়াই যুদ্ধ সব কিছুকে অতিক্রম করে আবার নতুন ছন্দে, নতুন প্রাণের স্পর্শে অযোধ্যায় ভগবান শ্রী রামের জন্মভূমিতে রাম মন্দির নির্মাণ ও এর নব যাত্রার ধ্বনি উচ্চারিত হয়েছে ৫ই আগস্ট ২০২০ সালে। দিনটি তাই শুধু মন্দির প্রতিষ্ঠার মাহাত্ম্যকেই জাগরুক করেনি, এ যেন আমাদের সম্মুখীন করিয়েছে ঐক্যবদ্ধ, আত্মবিশ্বাসী এক দীর্ঘ যাত্রার ইতিবৃত্তকে। কালের গর্ভে যা নিম্নজ্জিত রূপে বিলীন হতে চলেছিল নৃতত্ত্বের গবেষণায়, বহু প্রচেষ্টার পথ অতিক্রম করে তা বহু সময়ের ব্যবধানে পেল এক নতুন জীবনদীপ্ত নব আশার প্রজ্জ্বলিত ভাষা।

রচনাঃ-সঙ্গীতা ঘোষ
ডি.গ্রন.গ্রড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিল্পভিত্তিক প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বঙ্গলজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

বাতায়নের বাইরের পৃথিবী

আমি যে ঘরটায় থাকি তার পূর্বে ও দক্ষিণ দিকে খোলামেলা দুটি জানালা আছে। সকালে সূর্য উঠলে প্রথমেই আমার জানালা দিয়ে রোদ আসে। রোদের আলো গায়ে মেখে দক্ষিণের জানালা খুলে দেখি প্রতিদিনের মতো আম গাছটার ডালে বসে দুটো পায়রা বকম্ বকম্ শব্দে গান গেয়ে চলেছে। আম গাছের মাথার উপর সুবিশাল উন্মুক্ত আকাশ। পাশে বাশঁগাছ, তারপাশে অবস্থিত পুকুর, ঘর থেকে বাতায়নের দুয়ার ভেদ করে প্রভাতের শীতল বাতাস ঘরে ঢুকে মন প্রাণকে জুড়িয়ে দিয়ে যায়। শুরু হয় প্রাত্যহিক কর্মসূচির সূচনা, মায়ের দৈনন্দিন কর্মের লেখাজোখা।

বাতায়ন থেকেই দৃষ্টিপাত করি পুকুর পাড়ের রাস্তা ঘেষা পথ দিয়ে মানুষের নিত্য যাতায়াত। রাখাল বালকেরা চলেছে কাঁধে জোয়াল চাপানো গাভী নিয়ে, এমনি করে কেটে যায় দিনের পর দিন। গোধূলিলগ্নে ঝাঁকে ঝাঁকে বিহগেরা বাসায় প্রত্যাবর্তন করে। তাদের কলকাকলি আমাকে শুধু মুগ্ধ

নয় বিমুগ্ধ করে তোলে, আমি নিমেষেই অন্য জগতে বিচরণ করি।

এভাবেই জীবনযুদ্ধের প্রবল তাড়নায় প্রতিদিন পরিচিত হই নতুন থেকে নতুনতর অভিজ্ঞতার দর্পণে দেখা প্রতিচ্ছবিময় ইতিহাসের সঙ্গে। ঐ জানালা দুটি আমার মনের দুয়ার উন্মোচনে বার বার সহায়তা করে চলে। প্রকৃতি যেন বার বার আমাকে এভাবেই নতুন অভিজ্ঞতায় হিল্লোলে আন্দোলিত করে তোলে। তাই কৃতজ্ঞতায় নতমস্তক হই এই বিশ্ব প্রকৃতির অপূর্ণ লীলায় যা আমাকে সমৃদ্ধ করেছে নব দীপ্তির সম্মুখে।

রচনায়-সাহানাজ পারভীন
ডি.গ্রন.গ্রড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিল্পশিল্পী প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বনলজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

করোনা বদলে দিচ্ছে মানুষের জীবনযাত্রা

২০২০ সালটা মানব সভ্যতার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে, এ শুধু বিশ নয়, এ যেন বিষময়। ভাইরাস বিষ যা চীনের উহান শহরে প্রথম দেখা যায় এবং বিশ্বায়ণের যুগে তা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে বেশি সময় লাগেনি। আর বিষময় এই সময়, অচিরেই বদলে দিল মানুষের জীবনযাত্রা।

প্রথমেই সাধারণ মানুষ পরিচিত হলো কিছু নতুন শব্দের সাথে। যেমন: সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং, লকডাউন, কোয়ারেন্টাইন প্রভৃতি, মানব জীবনের নিত্যদিনের সঙ্গী হয়ে উঠল মাস্ক, স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ, গ্লাভস, প্রভৃতি। দীর্ঘবন্দীজীবন, মৃত্যুভয়, স্বজন হারানোর ভয়, বন্ধ রোজগার, সামনে অনিশ্চিত জীবন বদলে দিল মানুষের চিন্তাধারাকে। এককঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়ালো মানবসভ্যতা- জীবননাজীবিকা?

ভারতের মতো বিশাল জনবহুল দেশ করোনার মতো মহামারীর গতি রোধ করা সহজ বিষয় নয়। যেদেশে শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব বিস্তর, যেদেশে একমাত্র মৃত্যুভয়ই মানুষকে গৃহবন্দী করে দেয়, বাধ্য করে বারবার হাত ধুতে, স্বাস্থ্য সচেতনহতে। গ্রামে শৌচালয় ব্যবহার বেড়ে যায় বহুগুণ, খাবার আগে হাতধোয়ার কথা আমাদের দেশে হয়তো আর শিশুপাঠ্য পুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে না। মানুষ আজ অনেক সচেতন করোনা মহামারী বদলে দিয়েছে অনেক কিছুই।

যানপরিবহনের থেকে সর্বত্র আজ গাড়ির ব্যবহার বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং দেখিয়ে দিল দূরে থেকেও আন্তরিকতার সাথে কিভাবে ভাবের লেনদেন করা যায়, দোকানে দীর্ঘলাইনে দাঁড়িয়েও ধৈর্য ধরে জিনিস কেনা যায়। এগুলো সবই আগামীতেও অনেকদিন পর্যন্ত মানুষের নিত্য দিনের অভ্যাস হয়ে থেকে যাবে, যত দিননা করোনা ভীতি দূর হচ্ছে।

যেকোনো খারাপ জিনিসের মাঝেও অনেক ভালো লুকিয়ে থাকে, এক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম নয়। মানুষ আজ পরিবার ও আত্মিক সম্পর্কের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারছে। শুধুমাত্র জীবিকার টানে যারা পরিবার থেকে বিচ্যুতি থেকে ছিলেন তারাও আজ ঘরের টানে পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিচ্ছেন হাজারো মাইল, বাড়ি ফিরে নিজের এলাকাতেই করছে জীবিকার সন্ধান। মানুষ আজ সামাজিক দায়বদ্ধতা বুঝতে পেরেছে, শুধু নিজে ভালো থাকলেই যে হবেনা, পাশাপাশি প্রতিবেশীও আশেপাশের লোকেদের ভালো রাখতে হবে, তবেই আমরা নিজেরাও ভালো থাকতে পারবো, দরকারে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে হবে সবরকম। অনাহার, দারিদ্র্য, অসহায়তা অনেক কিছুই আমাদের প্রত্যক্ষ করলো করোনা, যা দীর্ঘদিন নিয়ন্ত্রণ করবে আমাদের। ধীরে ধীরে মানুষ ফিরছে “নিউ নরমাল” জীবনে, করোনাকে সঙ্গী করেই, তার সকল আন্তরিক ভীতিকে দূরে সরিয়ে রেখেই।

রচনায়-কিরনজিৎ রায়

বি.এড তৃতীয় পাঠক্রম, শিলিগুড়ি তরাই বি.এড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

আমরা রুমমেট

স্টাডি টেবিলের উপর চায়ের কাপে সুগার ফ্রি মেশাতে মেশাতে মেঘা দরজা খোলার আওয়াজ পেল। ঠিক নবদিই এসছে। রোজ রাতে না জানি নবদি সেই নাইট স্যুটেই, পায়ে ঘরে পরার স্লিপার কোনোরকম গলিয়েই দরজা খুলে তাড়াহুড়ো করে বেড়িয়ে যায়, ফেরে সেই সকালে। নবনীতা ঘরে ঢুকতেই মেঘা বলল, "নবদি চা খেয়ে নাও"। এই বলে কাপটি নবনীতার দিকে এগিয়ে দিতেই নবনীতা চা ভরতি কাপটি ছুড়ে ফেলে দিল এবং আবার সেই একই ভাবে উদ্ভিন্ন মুখে ঘর থেকে বেড়িয়ে গেল। নবনীতার এই ব্যবহারে মেঘার মন খারাপ হয়ে গেল। সে মনে মনে ভাবল নবদি কি কোনো সমস্যায় পড়েছে! না হলে হঠাৎ এমন করছে কেন গত দুদিন ধরে। এই সব ভাবতে ভাবতে মেঘা নিজের পড়ার টেবিল গোছানোর জন্যে বই খাতা গুলো এক এক করে বিছানায় নামিয়ে রাখতে লাগল। সেই সময় বইয়ের ভেতর থেকে একটি পুরনো চিরকুট তার চোখে পড়ল। তাতে লেখা, "বর্ষার আকাশে আজ মেঘের মেলা তুমি এসে শেষ বিকেলে দিলে দেখা। তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের যতটুকু পিপাসা, হঠাৎ করেই বিলীন হল- অনুতপ্ত মন শান্ত হল তোমার ছোঁয়া পেয়ে"। লাইন গুলি পড়েই মেঘার ঠোঁটে হাল্কা হাসি ফুটে উঠল। আকাশ ও মেঘা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে পড়ে। একমাস আগে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

প্রথমে বন্ধুত্ব, তার থেকে প্রেম। আকাশ থাকত বয়েজ হস্টেলে, মেঘা গার্লস। দুজন রোজ ক্লাসের পর একসাথে ফিরত। বিভাগ থেকে বেড়িয়ে কিছুটা হেঁটে গিয়েই গার্লস হস্টেল, তারপর গেট দিয়ে বেরিয়েই রাস্তার ওপারে বয়েজ হস্টেল। ক্লাস শেষে দুজনে একসাথে ক্যান্টিনে যেত, খাবার খেত, গল্প করত। অনেক সময় তারা নোটস্ ও শেয়ার করত। একদিন ক্লাসে আসার সময় একটি বাইক তীব্র গতিতে তাদের পাশ দিয়ে চলে যায় এবং বাইকের আচমকা আওয়াজে মেঘা চমকে উঠে পাশে থাকা আকাশের হাতটি চেপে ধরে। সেই দিনই গুহ স্যারের ক্লাস চলাকালীন আকাশ সেই চিরকুটি মেঘার দিকে বাড়িয়ে দেয়, সেটি পড়ে মেঘাও নিজের মনে আকাশের প্রতি সুপ্ত অনুভূতিকে প্রকাশ না করে পারে না, এই ভাবেই তাদের সম্পর্ক শুরু হয়। কিন্তু দুদিন ধরে আকাশের সাথে মেঘার কোনো যোগাযোগ নেই। মেঘার ফোন থেকে ফোনই যাচ্ছে না। কথাও হচ্ছে না, এই দিকে নবদি এমন করছে, তাই নবদি কেও কিছু বলতে পারছে না। এইসব মনে ভাবতে ভাবতে দেখল নবনীতা ঘরে ঢুকছে সাথে জয়ীতা। তাদের থেকে বছর তিনেক বড় জয়ীতা সেই একই বিশ্ববিদ্যালয়ে পি. এইচ. ডি স্কলার। সুন্দরী, মিষ্টভাষী এবং মেধাবী। কিন্তু কেন জানি না মেঘার জয়ীতাকে খুব একটা পছন্দ নয়। জয়ীতা মেঘার সাথে বরাবরই ভাব

করার চেষ্টা করলেও, মেঘা এড়িয়ে যায়।

জয়ীতা কিছু বললে ওই শুধু হ্যাঁ না উত্তর দেয়। ব্যস, এইটুকুই সম্পর্ক মেঘা ও জয়ীতার। নবনীতা ঘরে ঢুকেই বিছানায় ছড়িয়ে থাকা বই পত্র দেখে একরকম চিৎকার করেই বলল “দেখো দিদি! কি অবস্থা করে রেখেছে! ও চায় কি!” এই বলে ধপ করে বিছানায় বসে পড়ল। জয়ীতা কিছুক্ষণ স্তম্ভের মতন দাঁড়িয়ে থাকল তারপর সে নবনীতা কে বলল “তুই একটু শান্ত হো, চল আমার ঘরে গিয়ে বসবি”। এই বলে তারা দুজন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মেঘা অবাক হয়ে গেল যে সে এমন কি অপরাধ করল? নিজের টেবিলই তো গোচ্ছাছিল, এতে এত ওভার রিয়াক্ট করার কি আছে!!!

ঘড়িতে তখন রাত 11 টা। মেঘা চুপচাপ চেয়ারে বসেছিল। আগের কথা গুলো মনে করছিল। মেঘা নবনীতার চেয়ে বছর দুয়েক ছোট হলেও মেঘার হস্টেলে আসার পর থেকে তারা একদম বান্ধবীর মতন হয়ে গেছে। নবনীতা মেঘাকে নিজের ছোটো বোনেরই মতন ভালোবাসে। মেঘা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্রী, নবনীতা আবার ফিজিক্সের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী। সোম থেকে শনি তাদের ক্লাস থাকায় তারা খুব একটা সময় পায় না। তাই ছুটির দিনে তারা একসাথে শপিং এ যায়, ফুচকা খায়, মার্কেটমধ্যে হস্টেলের বস্তা পচা খাবার থেকে মুক্তি পেতে রেস্টুরেন্টে গিয়ে দুজনেরই ফেভারিট বিরিয়ানি খায় আরো কত কি। নবনীতার মাথা ভর্তি লম্বা চুলে মেঘা তেল

লাগিয়ে দেয়, রাতে খাবার পর তারা অনেক রকম গল্প করে। কখনো মেঘা বিভিন্ন সাহিত্যমূলক রচনা গল্পের আকারে নবনীতা কে পড়ে শোনায়। নবনীতা সেগুলো মন দিয়ে শোনে। নবনীতার ল্যাপটপে তারা মার্কেটমধ্যে সিনেমাও দেখে। সব মিলিয়ে তাদের সম্পর্ক খুবই ভালো। এই সব পুরোনো কথা ভাবতে ভাবতে ঘড়ির দিকে তাকাল। নাহ! অনেক রাত হল এবার ঘুমোতে যাই, এই ভেবে মেঘা চেয়ার থেকে উঠে বিছানায় শুতে গেল। হস্টেল থেকে ঘরে আলাদা দুটো সিংগেল খাট দেওয়া থাকলেও তারা যেন রাতে পাশাপাশি শুয়ে গল্প করতে পারে তার জন্য খাট দুটো টেনে জোড়া লাগিয়ে নিয়েছে। মেঘা এই হস্টেলে আসার পর থেকে তারা ওই ভাবে এক খাটেই ঘুমায়, এমনকি এই আট মাসে চাদরটিও আলাদা করার কথা ভাবেনি তারা। তাই রোজকার মতো আজও শুতে গিয়ে পাশে শুয়ে থাকা নবনীতার গায়ে ঢাকা চাদর টা নিজের দিকে একটু দিকে টেনে নিল মেঘা। ওমনি নবনীতা বিছানা ছেড়ে উঠে সেই একই ভাবে নাইট স্যুটে পায়ে স্লিপার গলিয়েই দৌড়ে বেরিয়ে গিয়ে পাশের জয়ীতার ঘরের দরজায় ধাক্কা মারতে লাগল। জয়ীতা দরজা খুলতেই নবনীতা তাকে প্রায় ঠেলেই ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানায় বসে ভীত স্তম্ভ হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, “জয়ী দি.. শুধু আজকের রাতটা তোমার কাছে থাকতে দাও, হস্টেল সুপারকে বলা হয়ে গিয়েছে, আমি কালই অন্য রুমে শিফট করব...” জয়ীতা নবনীতার অমন অবস্থা দেখে বলল, “নব..

তোর কোথাও ভুল হচ্ছে না তো, গত
তিন দিন হল মেঘা আঁকসিডেন্টে মারা
গিয়েছে... আর তুই বলছিস!!!!... ” নবনীতা
কাপা কাপা গলায় বলল, “ হ্যাঁ দিদি কিন্তু ও
ওই ঘরেই আছে.. না হলে কে ঠিক ওরই মতন
করে আমার চাদর টানছিল... আমি জানি ও
ওখানেই আছে। ” জয়ীতা একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে
বলল, “হয়তো মৃত্যুর পরও একটা জগত আছে

আর ওর আত্মা সেই জগতেই আটকে রয়েছে..
তোকে যে ও এত ভালোবাসে নব.. ”। এই বলে
তারা পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। বাইরে
সদূরে কুকুরের রাতের আর্তনাদ শোনা
গেল। ঘর জুড়ে এক ভয়াবহ নিস্তব্ধতা।

(বি :দ্র- গল্পটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক, বাস্তবতার
সাথে এর কোনো মিল নেই)

রচনায় - প্রিয়শ্রী দেবনাথ

তৃতীয় পর্ভক্ষম

শিলিগুড়ি তঁরাই ব্রিএড কলেজ, শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

এক বৈশ্বিক মহামারী

১৯১৯-২০২০ করোনা ভাইরাসের প্রভাবে সারা বিশ্বে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। এক বিশেষ গুরুতর শ্বাসযন্ত্রে বাধা সৃষ্টিকারী ভাইরাসের কারণে রোগটি সংক্রামিত হয়। রোগটির প্রাদুর্ভাব চিনের হুবেই প্রদেশের উহান নগরীতে। ২০২০ সালের ১১ই মার্চ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা রোগটিকে একটি বৈশ্বিক মহামারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। ২০২০ সালের ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশ্বের ১৮৫ টিরও বেশি দেশ এই মারণ ভাইরাসের দ্বারা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আক্রান্ত হয়েছে ৩০ লক্ষের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ২ লক্ষ ১৫ হাজার জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ৯ লক্ষ ১৮ হাজারের অধিক মানুষ সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে আক্রান্তের এই সংখ্যা ২ কোটিকে বেশি অতিক্রম করে ফেলেছে।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে ব্যক্তির সর্দি, কাশি, হাঁচি দেবার ফলে বাতাসে শেখা কণিকা ভাসতে শুরু করে, ফলে নিকটবর্তী ব্যক্তি সেই ভাইরাস যুক্ত বাতাস শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে তার দেহে খুব সহজেই ভাইরাসটি সংক্রামিত হয়ে যায়। সাধারণত শ্বাস প্রশ্বাসের কারণে খুব স্বল্প পরিমাণ ভাইরাস কণিকা বাতাসে ভাসতে পারে। এছাড়াও ভাইরাস কণিকা টেবিলে বা অন্য যে কোন বস্তুতে হাঁচি,

কাশির মাধ্যমে কিম্বা ভাইরাস যুক্ত হাত দিয়ে স্পর্শের মাধ্যমে বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি তা স্পর্শ করে তাহলে সেও আক্রান্ত হতে পারে। মুখে বা চোখে হাত দিলে ঐ ব্যক্তির শ্লেষ্মিক ঝিল্লির মধ্য দিয়ে ভাইরাস শরীরে প্রবেশ করতে পারে।

ভাইরাসটির বিস্তার প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় সারা বিশ্বে ভ্রমণের উপর নিষেধাজ্ঞা, কোয়ারেন্টিন প্রথা, সাক্ষ্য আইন ব্যবস্থা, সামাজিক অনুষ্ঠান পিছিয়ে দেওয়া বা কম মানুষের সমাগম করা, বিদেশ ফেরত ব্যক্তিদের বিশেষ ব্যবস্থা, সহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ কোরিয়া ভাইরাস নিয়ন্ত্রণে ব্যাপক পরিমাণ পরীক্ষা, কড়া নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করে বিশ্বে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই অধিক আক্রান্ত অঞ্চলে ভ্রমণ সতর্কতা অবলম্বন করে , যথা বিধি মেনে বিশ্বের প্রায় ১১৫ টির অধিক দেশ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিকে জাতীয় কিম্বা স্থানীয় পর্যায়ে একপ্রকার বন্ধ রেখে অলনাইন প্রক্রিয়ায় মাধ্যমে পঠন পাঠনকে সচল রেখেছে। ফলে প্রায় ১২০ কোটির অধিক ছাত্র ছাত্রীদের উপর এর প্রভাব পড়েছে।

তাই পরিশেষে একথাই বলা যায় এই বৈশ্বিক মহামারীর কারণে সারা বিশ্বে আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ড বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়েছে। বহু ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পিছিয়ে গেছে বা বাতিল করা হয়েছে। অনেক দেশে দ্রব্য যেমন খাদ্য বা অসুখ কেনার প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবের কারণে মানুষে আতঙ্কিত হয়ে অধিক পরিমাণ জিনিষ ক্রয় করে বাজারমূল্যকে বিঘ্নিত করেছে। ভাইরাসকে নিয়ে ভুল বা মিথ্যে তথ্য দিয়ে ও ষড়যন্ত্র মূলক তথ্য ইন্টারনেটে

ছড়িয়ে দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে। সর্বো-পরি পূর্ব এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, উত্তর ভারত সহ বহু স্থানে সাধারণ অসহায় মানুষদের বিরুদ্ধে জাতি বিদ্বেষী মনোভাবের সৃষ্টি করে মানবিকতা-কে আঘাত করেছে বহু মানুষ। তাই এর ছত্রছায়া থেকে মুক্তির জন্য সবার মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই , উপযুক্ত ব্যবস্থার গ্রহণ করে তাকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলার বানী উচ্চারণ করি উদাত্ত কণ্ঠে।

রচনায়-গীতা গুপ্তা,
ডি.গ্রন.গ্রড-দ্বিতীয় বর্ষ
শিল্পিডি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বকলজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

কুমারডুবি

মারডুবি নামটা একটু অদ্ভুত। শূনে মনে হয় জায়গাটায় কোন 'রাজার কুমার' বা কোন 'জমিদারের কুমার' জলে ডুবে মারা গিয়েছিল। তাই হয়তো জায়গাটার নাম কুমারডুবি।

বিয়ের পর আমার প্রথম দুর্গাপূজা। তাই ঠিক করা হলো এবারের পূজা 'ধানবাদ' আমার মাসির বাড়িতে কাটানো হবে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। ষষ্ঠীর দিন আমি ও আমার বর কলকাতা থেকে ট্রেন ধরে ধানবাদ রওনা হলাম। তবে আগের দিন আমরা পঞ্চমীতে দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলের কিছু নামকরা ঠাকুর দেখলাম- নবদুর্গা, পঞ্চদুর্গা এবং উদয়ন সংঘ। নবদুর্গা এবং পঞ্চদুর্গা মা দুর্গার বড় বড় প্রতিমা এবং তার নানা রূপ দুর্দান্ত হলেও মন্ডপ ছিল সাধারণ কিন্তু অসাধারণ ছিল উদয়ন সংঘের মন্ডপ এবং প্রতিমা। শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এর নেতৃত্বে উদয়ন সংঘের এবারের পূজা আমার জীবনে দেখা

সেরা পূজা। মন্ডপের বিষয়বস্তু ছিল 'জন্ম'। পুরো মন্ডপ ছিল কয়েক হাজার মাটির কলস দিয়ে তৈরি এবং সেই সব কলসে যন্ত্রের সাহায্যে জল ভর্তি ও খালি হচ্ছে, সঙ্গে আবহসঙ্গীতে আছে জলের মৃদু কলকল শব্দ।

ষষ্ঠীর সকাল ১১ টায় আমাদের ট্রেন জন্মু তাবী এক্সপ্রেস কলকাতা স্টেশন থেকে রওনা হল ধানবাদ এর দিকে। পথের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রেলস্টেশন হল বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল ও বরাকর। ধানবাদ হলো ঝাড়খন্ড রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। এই শহরকে বলা হয় ভারতের কয়লার রাজধানী। টাটা, সেল এবং অন্য আরও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোর কয়লাখনি ধানবাদ এ অবস্থিত। আমার মেসো চাকরি করেন টাটা স্টিল-এ। উনি থাকেন টাটাদের কলোনি ধানবাদ এর কাছে 'দিগওয়াড়ী' অঞ্চলে। আমাদের ট্রেন ধানবাদ পৌঁছলো বিকেল পাঁচটায়। স্টেশনে আমার মাসি

আমাদের নিতে এসেছিলেন। ধানবাদ শহর থেকে দিগওয়াড়ী দুই ঘন্টার রাস্তা। এই দিগওয়াড়ীতে টাটা স্টিলের কয়লার খনি আছে। দুই ঘন্টার রাস্তা যেতে হয় কয়লার খনি এবং খাদান পেরিয়ে। খাদানগুলোর মধ্যে সবথেকে প্রসিদ্ধ হলো ঝরিয়া। দিগওয়াড়ী যাওয়ার সময় ঝরিয়ার কয়লা খাদান এবং টিলা-পাহাড় পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। উঁচু নিচু রাস্তা দিয়ে বড় বড় ট্রাকে করে এইসব খাদান থেকে কয়লা নিয়ে যাওয়া হয়। ঝরিয়া দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম টিলাগুলো থেকে অনবরত ধোঁয়া বেরোচ্ছে যেন সারাক্ষণ ভিতরে আগুন জ্বলে আছে। এই ধোঁয়া দেখে মাসি বললেন যে কিছুদিন আগে এখানকার এক দোকান কয়লার খনির মধ্যে ধ্বসে পড়ে যায়। আসলে এখানে অবৈধ কয়লা খননের রমরমা। অবৈধ কয়লা খনন করার পর সেই খনির ফাঁকা জায়গা বালি দিয়ে ভরাট করা হয় না, ফলে সেখানে সহজেই আগুন লেগে যায় এবং ধ্বস নামে। এইরকম ধ্বস এই অঞ্চলে প্রায়ই নামে এবং রাস্তাঘাট,

বাড়িঘর, দোকানপাট নষ্ট হয়ে যায়। এরকমই এক ধ্বসে সেই দোকান ভেঙে পড়ে এবং দোকানের মালিক মারা যায়। দিগওয়াড়ীতে টাটা স্টিলের যে কয়লা খনি আছে তার ভিতর আগে মেসোর সাথেই যাওয়া যেত কিন্তু এখন নিয়মের অনেক কড়াকড়ি। শুধু কর্মী বাদ দিয়ে কারো যাওয়া নিষেধ। কর্মীদেরও বন্ড সই করতে হয় খনির ভিতরে ঢোকান আগে এবং পরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়। খনি থেকে কয়লা বের করার পর ফাঁপা জায়গা ভরাট করার জন্য প্রচুর বালি রাখা থাকে। দিগওয়াড়ীর এই কয়লার খনির পাশেই মেসোদের পাড়ার দুর্গা পূজো হয়।

সপ্তমী থেকে আমরা মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে ঘুরে দুর্গাপূজো দেখতে বের হলাম। দিগওয়াড়ীর এই অঞ্চলে মোড়ে মোড়ে দুর্গা পূজো হয়, পূজার সংখ্যা নেহাত কম নয়, তবে মন্ডপ এবং আলোকসজ্জা সাধারণ। মেসো নিজেই গাড়ি চালিয়ে পূজো দেখাতে বেরোলেন, সাথে সাথে বর্ণনা করতে লাগলেন এখানে টাটাদের সুবিশাল

কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে। কয়লার খনি ছাড়াও তারা এখানে হাসপিটাল, স্কুল, জল পরিশোধন কেন্দ্র, স্টেডিয়াম, রেলস্টেশন, উদ্যান, কলোনি ইত্যাদি তৈরি করেছে। ঝরিয়া, দিগওয়াড়ীর সাথে জামাডোবা এবং আশে পাশে কয়লা খনির কাজ প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯১০সালে। শতাব্দী প্রাচীন এই কয়লার খনি প্রথম চালু করেন জামসেদজী টাটা এবং দ্রাবজী টাটা। অষ্টমীর সকালে আমরা যখন অঞ্জলি দিতে গেলাম তখন দেখলাম অবাঙালিদের ভিড়ে শুধু গুটিকয়েক বাঙালি। বাঙ্গালীদের এই অত্যন্ত প্রিয়পূজো বাংলার বাইরে এই ভিন্ন রাজ্যের অবাঙালির পরম শ্রদ্ধার সাথে আপন করে নিয়েছে। তার কারণ বাঙ্গালীদের শারদীয় দুর্গাপূজার সময় অবাঙালির পালন করেন নবরাত্রি এবং নয় দিন ধরে পূজো করে দেবী দুর্গার নয় রূপকে। আমাদের নবমীর দিন ওদের নবরাত্রি পূজা শেষ হয় এবং নবমীর দিনই কুমারী পূজো করা হয়। এখানে বেশিরভাগ মণ্ডপেই পুরোহিত

হলেন বাঙালি এবং কমিটির সদস্যরা কেউ কেউ বাঙালি। সন্ধিপূজাতেও পুরো অবাঙালি মহিলাদের ভীড়, তাদের মধ্যে আমি ও মাসি কিছু প্রদীপ জ্বালালাম, সাথে চলল অবাঙালি মহিলাদের নারকোল ফাটানোর ধুম। অষ্টমীর সন্ধ্যাতে ধুনি নাচ ও শঙ্খ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। শঙ্খ বাজানোর প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাওয়া গেলেও ধুনি নাচ কেউ নাচেনি। এই নাচ হয়তো বঙ্গ দেশেই সম্ভব।

অবশেষে দশমীতে আমরা বেরোলাম কিছু দর্শনীয় স্থান যেমন কল্যাণেশ্বরী মন্দির, মাইথন ও পাঞ্চোত বাঁধ দেখতে। ধানবাদ থেকে আমরা গেলাম কুমারভূবি। কুমারভূবি রেল স্টেশন যাওয়ার জন্য সকাল ন'টায় কোন মেল বা এক্সপ্রেস ট্রেন ছিল না। অজ্ঞতা ধানবাদ থেকে লোকাল ট্রেনেই গেলাম। কুমারভূবি রেলস্টেশন থেকে আমরা একটা অটো ভাড়া করলাম যে কিনা আমাদের পাঞ্চোত, মাইথন এবং কল্যাণেশ্বরী মন্দির ঘুরিয়ে আবার

কুমারডুবি রেলস্টেশনে ফিরিয়ে আনবে। অটো করে আধ ঘন্টায় আমরা পাঞ্চেত পৌঁছলাম। সেখানে যা দেখলাম তা আমাদের রীতিমত অবাক করে দিলো। এত বড় জলাধার যে দেখবো সেটা কল্পনা করিনি। ৪৫ মিটার উঁচু বাঁধ দেওয়া জলাধারের অন্য দিক আর দেখা যায় না। ৬.৭ কিলোমিটার লম্বা এই বাঁধের তৈরি জলাধারের জল বাঁধের মধ্য দিয়ে পড়ে তৈরি করেছে জলবিদ্যুৎ এবং বয়ে যাচ্ছে দামোদর নদ হয়। তবে পাঞ্চেত বাঁধ এর সৌন্দর্যায়নের অভাব লক্ষ করা যায়। এখানে পর্যটকদের জন্য কোন খাবারের দোকান বা জলের ব্যবস্থা নেই। জলাধারে মাঝিরা মাছ ধরলেও চোখে পরলো না পর্যটকদের জন্য নৌকা বিহারের ব্যবস্থা। তবে মাইথন বাঁধ এ গেলে পর্যটকদের জন্য সবরকম ব্যবস্থা দেখতে পাওয়া যায়। পাঞ্চেত থেকে মাইথন হলো এক ঘন্টার রাস্তা, কুমারডুবি রেলস্টেশনের ঠিক উল্টো দিকে। কুমারডুবি থেকে মাইথন যেতেও আধ ঘন্টা লাগে। মাইথন বাঁধ এর জলাধার এর মধ্যে কিছু ছোট ছোট

পাহাড় আছে এবং চারপাশটা পাহাড় ও জঙ্গলে ঘেরা যা পাঞ্চেত এ ছিল না। তাই মাইথনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাঞ্চেত এর থেকে বেশি, সাথে আছে নৌকা বিহারের ব্যবস্থা, বনভোজনের জায়গা, হরিণের জন্য উদ্যান, খাবারের দোকান এবং থাকার জন্য হোটেল। মাইথন জলাধার এর মধ্যে ছোট ছোট পাহাড়ি দ্বীপেও আছে রেস্টুরেন্ট এবং হোটেল। এরকম দ্বীপের হোটেলে থাকা এবং প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করা যে দারুণ ব্যাপার হবে সেটা না লিখলেও চলে। ৫০ মিটার উঁচু এবং ৪.৭ কিলোমিটার লম্বা মাইথন বাঁধ দিয়ে যাচ্ছে বরাকর নদী। জলাধারের জল বাঁধের মধ্যে দিয়ে পড়ে তৈরি করেছে জলবিদ্যুৎ এবং সেই জল পরে বয়ে যাচ্ছে বরাকর নদী হয়ে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং সুব্যবস্থার জন্য এখানে পর্যটকদের ভিড় অনেক বেশি। পাঞ্চেত থেকে মাইথন যাওয়ার পথে পড়ে কল্যাণেশ্বরী মন্দির। দেবী কল্যাণেশ্বরী হলেন মা শক্তির এক রূপ। সন্তান প্রাপ্তির জন্য মূলত মহিলারা এই

মন্দিরে পূজো দিয়ে থাকেন। মন্দিরটি স্থাপন করেছে পঞ্চকোট রাজারা। দূর দূরান্ত থেকেও ভক্তরা পূজো দিতে আসে এই মন্দিরে। সেদিনও ভক্তদের এমন ভিড় হয়েছিল যে আমরা মন্দিরের ভিতরে ঢুকতে পারলাম না বাইরে, থেকে প্রণাম করে চলে এলাম।

কুমারভূবি থেকে ধানবাদ হয়ে মাসির বাড়ি ফিরতে ফিরতে বিকেল পাঁচটা তিরিশ হয়ে গেল। কুমারভূবির অটোওয়ালা সুরজ এর ফোন নম্বর নেওয়া হলো। তার সুন্দর ব্যবহারের জন্য আমার বর ঠিক করল যে পরের বার যদি আসা হয় তো তাকেই ফোন করে ডেকে নেবে। সুরজ থাকে কুমারভূবি রেলস্টেশনের কাছেই এক হনুমান মন্দিরের পাশে। সেই মন্দিরটা মহাবীর মন্দির নামে প্রসিদ্ধ।

পরের দিন একাদশীতে আমাদের কলকাতা ফেরার পালা। মাইথন, পাঞ্চোত, কল্যাণেশ্বরী মন্দির, কুমারভূবি স্টেশন, গতকাল বেড়ানো স্থানগুলোর দৃশ্য এখনো মাথার মধ্যে ঘুরছে। সুরজ এর কথাও মনে পড়ছে

ওর ভালো ব্যবহার আমাদের সত্যিই মুগ্ধ করেছিল। ফেরার সময়ও আমাদের ট্রেন জম্মু তাবী এক্সপ্রেস, ধানবাদ স্টেশনে আসবে সকাল ১১.৩০ এ। আমরা ধানবাদ রেলস্টেশনে পৌঁছলাম সকাল দশটায়। ট্রেনটা কুমারভূবিতেও থামবে। সেখানে হয়তো আবার সুরজ-এর সাথে দেখা হয়ে যেতে পারে কারণ ওর অটোস্ট্যান্ড একদম রেল লাইনের পাশে। ধানবাদ স্টেশন এর প্ল্যাটফর্মে বসে এইসব কথা ভাবছি হঠাৎ আমার বর একটা ১২-১৩ বছরের বাচ্চা মেয়েকে দেখল। মেয়েটার পরনে সুন্দর ভালো ফ্রক, সাজগোজও করেছে কিন্তু পায়ে কোন জুতো বা চটি নেই। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে খালি পায়ে ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে আমার বরকে জিজ্ঞেস করল যে ট্রেন কখন আসবে। আমার বর মেয়েটাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করল যে সে কোথায় যাবে এবং তার সাথে কে কে আছে। জবাবে মেয়েটা বলল যে সে কুমারভূবি যাবে এবং সে একলাই আছে। খালিপায়ে থাকতে আমার মনে হল যে মেয়েটা বাড়ি থেকে রাগ করে

পালিয়ে এসেছে। কুমারডুবি তে থাকে
শুনে কেন জানি মনে হল সুরজ কে
ফোন করে একটু খবর দেওয়া দরকার।

তাই আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞেস
করলাম কুমারডুবিতে তার বাড়ি
কোথায়। সে বলল তার বাড়ি
রেলস্টেশনের কাছে, মহাবীর মন্দিরের
পাশে। এমন সময় এক পুলিশ অফিসার
এসে আমাদের জিজ্ঞেস করল কোন
সমস্যা আছে কি না। আসলে সেই
পুলিশ অফিসারও ওই মেয়েটাকে
ইতস্তত হয়ে ঘুরতে দেখাছিল
অনেকক্ষণ। আমার বর অফিসারকে
সব কথা খুলে বলল এবং সুরজ এর
ফোন নম্বরও দিল, হতেও পারে সুরজের
পাড়ায় থাকে এইময়ে, রাগ করে
পালিয়ে গেছে বাড়ি থেকে, কাছাকাছি
রেল স্টেশন থাকায় কোন ট্রেনে করে
ধানবাদ চলে এসেছে। এবং সত্যিই হল
তাই। সেই পুলিশ অফিসার তখনই
সুরজ কে ফোন করে তার জানতে পারে
যে ওর পাশের বাড়ির মেয়ে সীমাকে
সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।
সুরজরা এখনও পুলিশকে খবর করেনি

কারণ ওরা ভেবেছিল সীমা হয়তো
একটু পরে নিজে থেকেই ফিরে আসবে
বাড়িতে। তাই কুমারডুবি এবং ধানবাদ
স্টেশনের রেল পুলিশের কাছেও এই
ব্যাপারে কোন খবর ছিল না। এইবার
প্ল্যাটফর্মের সেই মেয়েটার নাম জিজ্ঞেস
করে জানা গেল তার নাম সীমা। ওর মা
বাবার নামও মিলিয়ে দেখা হলো।
অবশেষে বোঝা গেল যে এই মেয়েই হল
সুরজ এর পাশের বাড়ির মেয়ে সীমা।
সীমা সকাল থেকেই জেদ ধরেছিল যে
সে ধানবাদে মেলা দেখতে যাবে, তাই
জন্য সে সেজেগুজে বসেছিল। কিন্তু
ওর বাবা রাজি না হওয়ায় সে রাগ করে
বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সকাল
থেকেই কুমারডুবি থেকে ধানবাদ
যাওয়ার অনেক ট্রেন চলাচল করে।
লোকাল ট্রেনে এই দূরত্ব মাত্র ৪০
মিনিটের। এরকমই কোনো ট্রেনে বসে
সীমা কুমারডুবি থেকে ধানবাদ চলে
এল কিন্তু রেলস্টেশন থেকে অন্য
কোথাও যাওয়ার সাহস সে পায়নি।
এরপর ধানবাদ থেকে কুমারডুবি
স্টেশনের রেল পুলিশকে যোগাযোগ

করা হলো। সীমার মা-বাবাকেও খবর দেওয়া হল সুরজের মাধ্যমে। এরই মধ্যে কিছু মহিলা পুলিশ চলে এলো, ঠিক হলো আমরা যে ট্রেনে যাব তারা সেই ট্রেনে সীমাকে নিয়ে কুমারভূবি যাবে। ইতিমধ্যে ট্রেন চলে এলো এবং মহিলা পুলিশ সীমাকে নিয়ে পিছনের দিকে গেল, বোধহয় মহিলা কামরায় উঠবে ওরা। যখন কুমারভূবি স্টেশন ঢুকবে আমি ও আমার বর কামরার দরজার কাছে এসে দাঁড়ালাম। প্ল্যাটফর্ম ঢুকতেই দেখলাম সুরজ, রেল পুলিশ এবং আরো কয়েকজন মহিলা ও পুরুষ দাঁড়িয়ে, বোধহয় সীমার মা-বাবা ও আত্মীয়রা। আমাদের কামরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ানো সুরজদের ছাড়িয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলল। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার জন্য সুরজ আমাদের দেখতে পেয়ে

একটু অবাক হল, তারপর চিনতে পেরে হাত নাড়ালো আমাদের দিকে, আমরাও হাত নেড়ে তার উত্তর দিলাম। তবে আমরা ট্রেন থেকে নামিনি। ট্রেন থামার সাথে সাথেই সুরজরা দৌড় দিল পিছনে মহিলা কামরার দিকে। দূর থেকেই দেখলাম সীমা ওর মাকে জড়িয়ে ধরেছে, বুঝতে পারলাম মা-মেয়ে দুজনেই কাঁদছে এবং ওর বাবা ও অন্য আত্মীয়রা রেল পুলিশের সাথে কথা বলছে। ইতিমধ্যেই ট্রেন ছেড়ে দিল। আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দেখা দিল হলুদ ফলকে কালো রঙের বড় বড় অক্ষরে লেখা কুমারভূবি। ট্রেনের গতি বাড়ার সাথে সাথে সেই ফলটা মিলিয়ে যেতে লাগল, সব শেষে মিলিয়ে গেল বড় বড় অক্ষরে লেখা কুমারভূবি নামটা।

রচনাম-প্রিন্সিপাল ব্রানার্জি
বিএড-উত্তম পাঠ্যক্রম
শিলিগুড়ি তরাই বিএড কলেজ
শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২১

নভেল করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯)

গঠনগত ভাবে করোনা ভাইরাস একটা বিশাল RNA ভাইরাসের পরিবার। 'করোনা' কথাটির আক্ষরিক অর্থ হলো মুকুট। অন্য সকল ভাইরাসের মতো এরাও জীবন ধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য কোনো না কোনো একটি প্রাণী বা উদ্ভিদ কোষের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। এই ভাইরাসের সবচেয়ে বাইরের অংশে থাকে গ্লাইকোপ্রোটিনের স্পাইক বা কাটা যেগুলির সাহায্যে ভাইরাসটি জীবন্ত কোষে আটকে গিয়ে সংক্রামিত হয়, দ্বিতীয় উপাদান টি হলো রাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা RNA। জীবন্ত কোষের ভিতরে প্রবেশ করে ভাইরাসটি RNA এর প্রতিলিপি তৈরি করে বংশ বিস্তার করে। আর তৃতীয় উপাদানটি হলো একটা লিপিড স্তর, যা ভাইরাসের অন্যান্য অংশকে ধরে রাখে।

নভেল করোনা ভাইরাসের সংস্পর্শে মানুষের দেহে যে ছোঁয়াচে রোগ সৃষ্টি হয়, সেই রোগের নাম কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস ডিজিজ। ২০১৯ এর ডিসেম্বর মাসে চীন দেশের উহান প্রদেশে সর্বপ্রথম এই ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাইরাস সংক্রমণ সব বয়সের মানুষের মধ্যে হলেও যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম এবং যারা বয়স্ক, তাদের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

রোগের উপসর্গ মূলতঃ জ্বর, শুকনো কাশি, ক্লান্তি এছাড়া সর্দিকাশি, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা, ডায়েরিয়াও হতে পারে। সাধারণ ফ্লু বা সর্দিজ্বরের

সঙ্গে এর অনেক মিল পাওয়া যায়। আক্রান্ত হওয়ার পর প্রথম দিকে উপসর্গ খুবই কম থাকে, তারপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। কখনো কখনো এর পরিণামে নিউমোনিয়া ও শেষে দেহের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যুও ঘটতে পারে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে আক্রান্ত ব্যক্তির কোনও উপসর্গই থাকে না বা তারা অসুস্থও বোধ করে না।

কোভিড ১৯ একটি ছোঁয়াচে রোগ। নভেল করোনা ভাইরাস সংক্রামিত ব্যক্তির সংস্পর্শে আসা সুস্থ মানুষের শরীরে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু শরীরে ভাইরাস ঢোকা মানেই এই নয় যে কোভিড ১৯ রোগের উপসর্গ সঙ্গে সঙ্গে ফুটতে আরম্ভ করবে। কারোর ক্ষেত্রে দু-একদিনের মধ্যেই উপসর্গ দেখা দেয়, কারোর ক্ষেত্রে আবার সপ্তাহ দুয়েক।

আগেই বলা হয়েছে কোভিড ১৯ রোগের উপসর্গ মূলত : জ্বর, শুকনো কাশি, ক্লান্তি, শ্বাসকষ্ট, গলাব্যথা, তাই এই উপসর্গ গুলি থাকলে ডাক্তার কাছে গিয়ে নিশ্চিত হওয়া উচিত যে রোগীর করোনা পরীক্ষা করা প্রয়োজন কিনা, পরীক্ষায় রোগ আছে প্রমাণিত হলে রোগীকে আলাদা করে রাখতে হবে যাতে তার থেকে ভাইরাস অন্য সুস্থ মানুষের দেহে সংক্রামিত না হয়। বস্তুর যে কোনো জায়গাতেই এই পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করা সম্ভব। রোগীর গলার ভিতরে একটি তুলোর ডেলা প্রবেশ করিয়ে সেটার সাহায্যে লালসা সংগ্রহ করে তা পরীক্ষাগারে

পাঠানো হয়। এছাড়া রাপিড টেস্টে অ্যান্টিবডি
উপস্থিতি লক্ষ্য করার জন্য রক্ত পরীক্ষা করা
যেতে পারে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা W.H.O নভেল করোনা
ভাইরাসের প্রকোপে উদ্ভব হওয়া পরিস্থিতিকে
অভিয়ারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। এ পর্যন্ত
সারাবিশ্বের আক্রান্ত সংখ্যা ২৩ মিলিয়ন
হাড়িয়েছে যেখানে ভারতে আক্রান্তের সংখ্যা ৩
মিলিয়নের উপরে। যদিও আশার আলো এই
রোগে মৃত্যুর হার অনেকটাই কম। শুধুমাত্র
পশ্চিমবঙ্গে আক্রান্তের সংখ্যা দেড় লক্ষ।

এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করার জন্য
বেশ কিছু সতর্কতা অবলম্বন করার কথা বলেছে
WHO। কিন্তু শুধুমাত্র প্রশাসন নয়, প্রত্যেক
মানুষকে কিছু সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। হাত

সর্বদা পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। নির্দিষ্ট সময় পর পর
সাবান দিয়ে ভালো করে হাত ধুতে হবে। হাতের
তালু, আঙুল ও কব্জি পর্যন্ত ভালো করে সাবান
দিয়ে ঘষে ধুতে হবে। হাত পরিষ্কার করার জন্য
যে স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে হবে, তাতে
অ্যালকোহলের পরিমাণ ৭০% থেকে ৯৫%
হওয়া প্রয়োজন। করোনা ভাইরাসসহ অন্যান্য
রোগের বিস্তার সীমিত রাখতে মেডিকেল মাস্ক
সাহায্য করে। সবশেষে বলা যায়, নিয়মিত হাত
ধোওয়া এবং সম্ভাব্য সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে
মেলামেশা না করা এই ভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি
কমানোর সর্বোত্তম উপায়।

রচনায়-রিক্স মন্ডল

ডি.এল.এড-দ্বিতীয় বর্ষ

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ

শিক্ষাবর্ষ-২০১৯-২০২০

বৃদ্ধাশ্রমের এক পিতার চিঠি

বাবা সোনা তুই বেমন আছিস? তোর, বোমা ও নাতি-নাতিনির কথা খুব মনে পড়ে, ওরা এখন স্কুলে পড়ে তাই না রে? প্রতিদিন স্কুলে দিয়ে আসবি আবার নিয়ে আসবি কিন্তু রাস্তাঘাট দেখে ঠিক আমি এমন বসতিম, আমার ওদের না পরিপূর্ণ মানুষ তোর বরিস শুধু চাণুর জন্য পড়াশোনা বরাস না এটা আমি তোকে বরিয়েছিলাম, তাই তো আজ আমি বৃদ্ধাশ্রমে, ওদের পরিপূর্ণ মানুষ বরিতে না পারলে সবদিন তোকে ও এখানে আসতে হতে পারে।

আর জানিস বাবা এখানে ভালো লাগেনারে সবগলে এখন সূর্য ওঠে, তখন সূর্যের মাথো তোকে দেখতে পাই, বরন তোর নাম তো সূর্য তোর মনে পড়ে ছোটবেলায় মেঘ ডাবলে তুই আমায় জড়িয়ে ধরতিস আজ তুই বড় হয়েছিস, তোর মনে পড়ে দুর্গাপূজাতে সাইবলে চেপে তোকে ঘুরতিম আর তোর বায়নাগুলো পূরণ বরিতে খুব আনন্দ পেতিম রে, আর বনাতিস বাবা বাবা আজকে আবার চলো না ঠাবুরে দেখতে! জানিস আজ আর বন্ড বাবা বলে ডাকে না রে, এই ডাবণ্ট শোনার জন্য আমার বণনাট আজ ওঁতি পেতে বসে আছে, ও এবণ্টা বণা বলার জন্য ক্ষমা চাইছি আমি না আসার সময় তোর এবণ্টা ছবি চুরি বরন এনাছি, প্রতিবার জন্মদিনে তোর ছবিত্তে চন্দনের টিপ দিয়ে তোকে সাজাই ঠিক তোর মা এমন সাজাতো আর পাশের ঘরের এবণজনের বণছ থেকে দশ টাবণ ধার বরন দুটো রসগোল্লা বিনে তোর ছবির সামনে দিই, জানিস তুই না ছোটবেলায় খুব রসগোল্লা ভালোবাসতিস।

এবণ্টা অনুরোধ বরব রাখবি? আমি মারা গেলে এবণবার আসিস আর তোর মাঝে এখানে দহ বরোছি সেখানেই আমাকে দহ বরিস, তোর টাবণ লাগবে না আমার বিছানার বালিশের নিচে এবণ্টা খামে পাঁচ হাজার টাবণ রেখে এসেছি, আর তা দিয়ে না হলে ওই যে অনেকের বেঁচে যাওয়া বণজগুলো পড়ে থাকে সেগুলো দিয়ে দিস, আর লিখতে পারছি না রে চোখের জলে মাঁপসা দেখছি, আর সঃগ্রহ বরা এবণটোমাণ পুষ্ঠা ভিজে গেল, চোখের জল পরে দু এবণ্টা অক্ষর বোঝা যাচ্ছে না বন্ড বরন পড়ে নিস বেমন, ভালো থাকিস আর সুস্থ থাকিস আর ওদের দেখে রাখিস।

রচনাঃ-অচিন্ত্য বিশ্বাস (সহবণরী অধ্যাপক)

শিলিগুড়ি প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং বণলজ এবং শিলিগুড়ি তুরাই বি.গ্রড বণলজ, ২০২০

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি---কবিতা---"স্মরণ"-----

বাইশে শ্রাবণ আসলে চোখে আসে জল,
ফেলি 'দীর্ঘশ্বাস', বিশ্ব 'মানবের' মাঝে--
কবি মোর অন্তরে প্রিয়।
চোখ রাখি সর্বদাই পূর্ণতার প্রতীক কবিকে;

তোমাতে 'স্মরণ' থাকবে সবার-----
ধনী, গরীব, বিদ্বান, কুলীন ও মজুরের কাছে।
তোমার রচনা-শৈলী, গল্প-গান
কবিতা-উপন্যাস গাঁথা আছে
সকল হৃদয় ও মানবের মাঝে।

তুমি 'ধূমকেতু' সম; নও শান্ত দীঘির মতো
সকল অন্তরে বয়ে চলেছো আজও।
সেই বাইশে শ্রাবণ তুমি চলে গেলে ----
তোমার প্রিয় বাংলাকে ফেলে!

হে 'বিশ্বকবি'
তোমাতে কেউ ভোলেনি---
তুমি অমর হয়ে রয়েছো মোদের মাঝে;
আজও নীরব হয়ে 'স্মরণে' রেখেছি তোমাকে।

বিবশ বর্মান

(সহস্রাব্দী অধ্যাপক)

শিলিগুড়ি পাইয়ার টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রবঃ শিলিগুড়ি ত্রিহাই বি.গ্রুড কলেজে

২০২০



"बाबा"

आमाको अघि जति नै लड़ीबड़ी
गरे पनि
मुख बंगाई
ला,___ भनी गोजीबाट
५ रुपियाँ निकाली दिने बाबा नै त हो,
साइकलको अधिको नलमा
सानो सीट थपि,
अघि बसाई आइतबारे बजार घुमाउने
केही नभनी
त्यही साइकल को हान्डल मा
मिठाईको पोको झुण्डाई
घर फर्किने पनि त बाबा नै त हो,
आमाले डण्डा देखाई कुदाए पनि
घरको खाना बन्द गरी

पटुकी ले घरको खुट्टी मा बाँधे तापनि
सुटुक्क पटुकी खोली
जा___ भात खा___ भनी
आमासँग मुखा-मुखी पर्ने पनि त
बाबा नै त हो,
स्कूल टाडो छ भनी जानेरै
टन्टलापुर घाममा
काम नागा गरी स्कूल चिनाउने
अनि फेरि
नयाँ साइकल किनी
"चैन कोबर" मा छाेरा को नाम लेखि
घर नै चम्काउने पनि त
बाबा नै त हो।

इन्दिरा सुब्बा

D.El.Ed- 2nd Year

Siliguri Primary Teachers' Training College

Session-2019-2021

वह दोस्त

ना बाप का ना मां का बस आपका वह दोस्त।

ना बारिश ना धूप रोक सकता बस एक तूफान सा वह दोस्त।

ना सोने देता और ना ही खुद सोता वह दोस्त।

हंसता, रोता, रुलाता और मारता वह दोस्त।

गलत के साथ साथ सही राह दिखाता वह दोस्त।

प्यार का असर इतना जिसका खाली एटीएम भी चलने लगता वह दोस्त।

सात समुंदर जैसा गहरा और कभी साथ ना छोड़े वह दोस्त।

आपका फोन नंबर याद ना हो लेकिन रोल नंबर याद हो वह दोस्त।

मैयत का पता नहीं पर शादी में जरूर बुलाना वह दोस्त।

हंसने के लिए वजह कि नहीं बस एक इशारा काफी हो वह दोस्त।

गलत सही का वकालत छोड़ कर बस अभी जीना वह दोस्त।

ना कल का ना याद का अभी क्या मांगता है बोल वह दोस्त।

ब्रेकअप का गम, डिप्रेशन और कल की फिकर बुलाता वह दोस्त।

किसको कितना चढ़ता, छोड़ता और रोता सब पता वह दोस्त।

जो रोज बात ना करता हो लेकिन जब करें सामने से सुबह हो जाए वह दोस्त।

अमीर, गरीब, जात, धर्म, सरहद सब बुलाता वह दोस्त।

बस दोस्त और दोस्ती निभाता वह दोस्त।

Puja Gupta

B.Ed-3rd Semester, Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021

प्रकृति

आमा तुल्य हुनुहुपुन्छ प्रकृति यहाँ
जगतकै सबै भार आफ्नो काँधमा लिई उभिनु भएको छ
तर आज यो भार नै बोझामा

परिणत भई उनलाई दबाब दिई रहेको छ भने
एकापट्टी मानव जातिको प्रगति त
त्यसको विपरितमा प्रकृतिको विपत्ति यहाँ ।

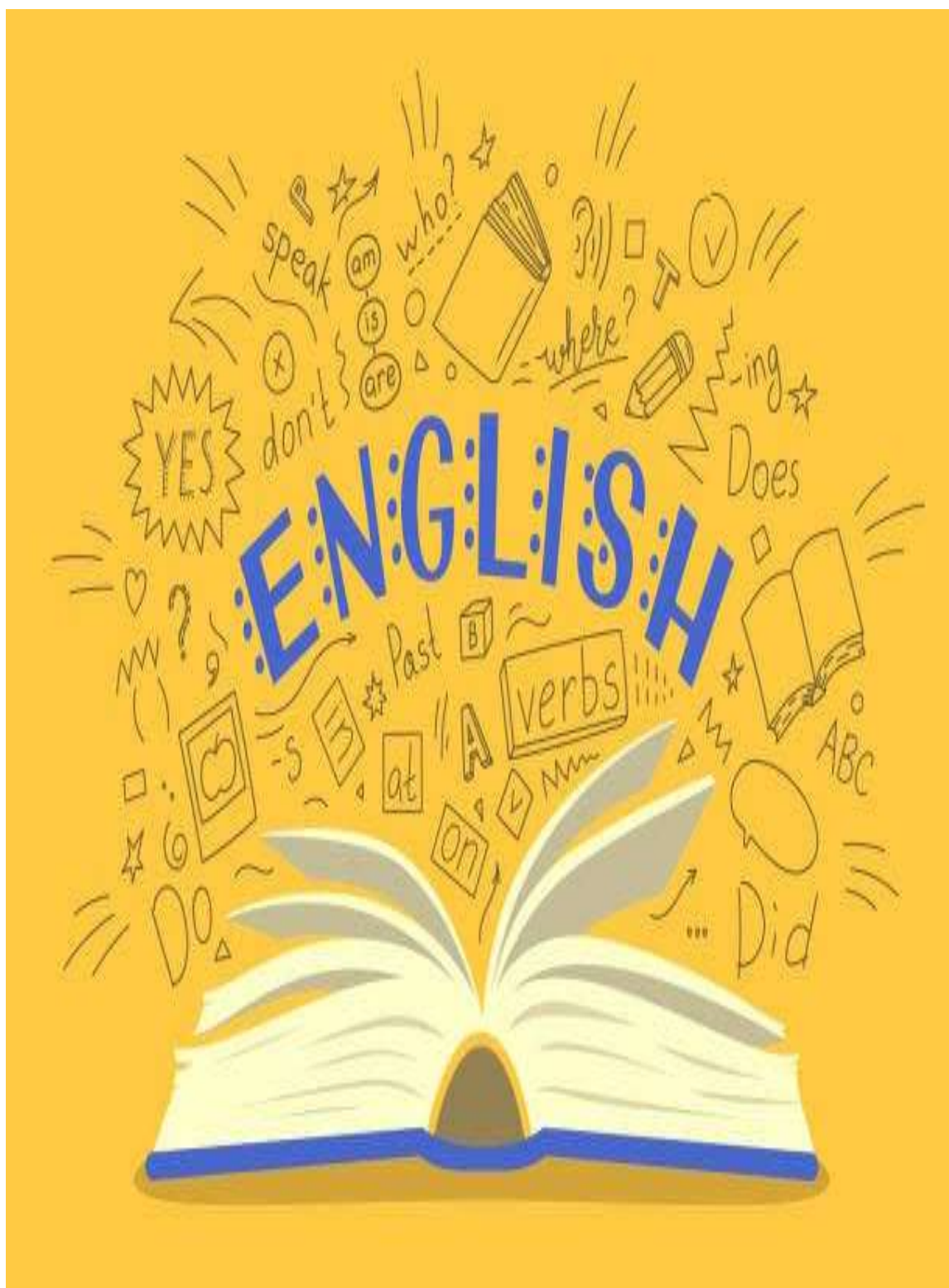
प्रकृतिको विकृत अवस्था माथि
सचेत भएका सबै नै छन् यहाँ
तर केवल प्रकृतिको यातनाहरूलाई
बुझ्ने मात्र छैनन् यहाँ
कहिले सम्म ओ मित्रगण कहिले सम्म
प्रकृतिको घाउहरू देख देखि आफ्नो

आँखालाई ओझल राख्ने,
कहिले सम्म ओ मित्रगण कहिले सम्म
प्रकृतिको चिचाहट सुन्न देखि आफ्नो
कानलाई बहिरा राख्ने अब अबेर
नगरौं गुंगा नहौं हामी
बरु प्रकृति को पक्षमा हामी सबै बोलो

आऊ मिलिजुली अग्रसर हौं
अब स्वछ वातावरणको सिर्जना गरौं
प्रकृतिको चोट र पीडाहरू हामी समक्ष नै छ
बस जुटाउनु छ एक लहर साहसको
प्रकृति विनाश विरुद्धमा
प्रकृतिको अपार देनको ऋणि छौ मानव यहाँ

बस चुकाउनु छ पर्यावरणलाई सुधार गरिकन
हो यो समयको माग आएको हामीमा
प्रकृतिको सौन्दर्यमा बाँच्ने मौका पाएकोमा
अब यो प्रकृति माथि को बोझालाई हटाउने
पालो हामी मानव जातिमा ।।

Ganga Tamang
B.Ed-3rd Semester,
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021



WORLD WITHOUT US..

Can you even imagine a world without us ?

A child without a mother ,

A world without love ,

A world without sympathy,

A world without care ,

A music without beat .

Oh! Never it can be never .

Without her presence in the world ,

It's like a bird without wing ,

That wishes to fly

But cannot, even after a try .

She is a candle , who brightens the world .

From evil to an angle ,

From dark to light .But ,

She is crying and dying today

For her dreams that someone have shattered

For her desires that some have taken .

For some have threatened her

And some have exploited over .

Get up .. wake up .. wipe her tears .

The pillar of everyone's world .

Only you can change a woman's world ..Only you !

Swata Yadav

D.El.Ed-2nd Year, [Hindi Version]

Siliguri Primary Teachers' Training College, Session-2019-2021

While , I look On

*The night is over now
The Sun rises over the
Horizon, its colour fiery red
The birds chirp, and the
World wakes , and people rush
While, I look on.*

*The sun is now overhead
Its once pleasant warmth is now
Scorching heat . Life on the
Surface is hard, people cry out
for some relief,
While , I look on.*

*The southern breeze sweeps through
Its sweetness pleasant to the body
The sun sets down the horizon
Its colour fiery red
Night creeps in , it's time
To get some sleep
While, I look on .*

*Lily Kumari Bara
D.El.Ed-2nd Year [Hindi Version]
Siliguri Primary Teachers' Training College, Session-2019-2021*

The golden leaf falls,

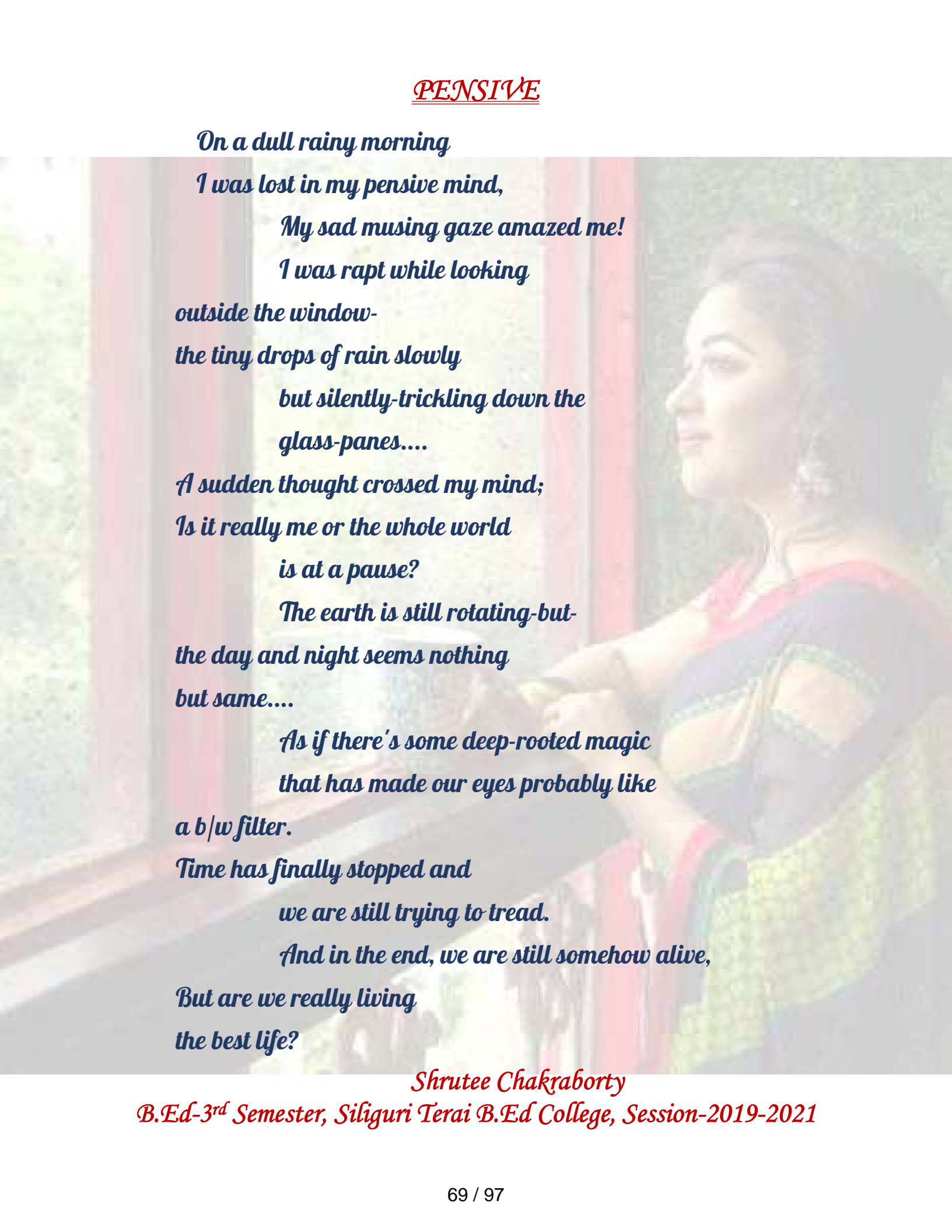
*Down and down,
To touch the ground,
Without uttering any sound,
And it drops down,

Whirling, twirling all around,
And yet it doesn't make a sound,
For it knows it's weight,
No longer weighs of the heavy traits,

Which could split it into fragments,
And hence the fall,
Of the golden leaf,
Is a peaceful one indeed!*

*Pooja kumari Sha
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Teari B.Ed College
Session-2019-2021*

PENSIVE

A woman with dark hair, wearing a vibrant sari with a blue, red, and green pattern, is seated and looking out of a window. The window has vertical red frames. Outside, rain is visible on the glass. The scene is softly lit, creating a contemplative atmosphere.

*On a dull rainy morning
I was lost in my pensive mind,
My sad musing gaze amazed me!
I was rapt while looking
outside the window-
the tiny drops of rain slowly
but silently-trickling down the
glass-panes....
A sudden thought crossed my mind;
Is it really me or the whole world
is at a pause?
The earth is still rotating-but-
the day and night seems nothing
but same....
As if there's some deep-rooted magic
that has made our eyes probably like
a b/w filter.
Time has finally stopped and
we are still trying to tread.
And in the end, we are still somehow alive,
But are we really living
the best life?*

Shrutee Chakraborty

B.Ed-3rd Semester, Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021

A little closer to a long-sought dream

“One remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away.”

*By
Stephen Hawking.*

Everyone has a dream, a dream that shines brighter than the sun, since childhood aims of becoming something, to be respected, to live a luxurious life, but not everyone accomplishes, not everyone becomes what they want to.

A successful person arises after a 'blood- sweat' hard work. Scarifies that is necessary to be made. Life isn't easy, life isn't hard. The passionate ones must pass every single difficulty that comes on their way. Though not everyone is strong enough to face it, that doesn't mean that he cannot, he just has to face it.

All of us have a dream when we are young, childish yet ambitious. The dream changes as we start realizing our capability, but a determined focus and will power can overcome the inability.

Everyone should remember 'Not all fingers are same'. Similarly not all the people over the world have to some ability and intelligence. One should never give up thinking he cannot and isn't capable. But one must overcome all of it. There are problems, without problems your life isn't a life. People fail but then they come up much stronger and determined.

*Pankaj Kumar Singha
D.El.Ed-2nd Year [Hindi Version]
Siliguri Primary Teachers' Training College,
Session-2019-2021*

Story Of Migrant Workers

We celebrate labour Day on 1st May. Labour day is typically meant to highlight the protection of worker right. This year, it came at a time when labourers are struggling to survive and their rights need protection more than ever.

Indian migrant workers during this covid-19 pandemic have faced multiple hardships. With factories and workplace shutdown due to the lockdown imposed in the country, millions of migrant workers had to deal with the loss of income, food shortages and uncertainty about their future. Thousands of them began walking back home with no means of transport due to the lock down. Some have already perished on the way. The heart rending death of 16 workers who were sleeping on rail tracks, exhausted

during their 700 km walk to home highlights the plight of workers today. It was also reported that migrants with their belongings ride on bicycles on the Mumbai-Nashik highway.

It's very painful for any human to see a fellow being eat a dead animal for want of food, to see him walk thousands of kilometres in scorching heat for want of shelter. States such as Odisha, West Bengal and Bihar which contribute a large share of migrant workers have taken some measures to protect migrants in the destination States in this pandemic situation. Though our Government have promised to transfer cash into their bank accounts for 4 to 5 months and deliver ration without much hassle, we all should come forward and try to save those innocent people's precious life.

Modhumita Saha

B.Ed 3rd semester, Siliguri Terai B.Ed College, session-2019-2021

A visit to Golden Temple

Travelling is my hobby and Nature attracts me to do it. Usually, we love to travel in the mountainous or coastal areas but historical place is always preferable to get vast knowledge and exciting experience. Since, 4th feb, 2018, during the excursion of University when I visited to Amritsar. To explore something new, with my friends and supervisor, I reached Amritsar by train from Ambala station.

Amritsar (Punjab) is a historical city and located with the GPS coordinates of $31^{\circ} 38' 2.3280''$ N and $74^{\circ} 52' 20.1396''$ E. Here, the main attraction of tourists is Golden Temple. Sri Harmandir Sahib is the official name of the Golden Temple. The temple is so surrounded by a sacred pool and group of buildings important to the Sikh religion. The complex is the most important pilgrimage site in Sikhism and it is also called Darbar Sahib. One

of these buildings is the complex is the Akal Takht, the highest religious authority for Khalsa Sikhs. Another building is the langar, where a free simple vegetarian meal is served to all without any discrimination. The temple is a place of worship for men and women from all walks of life and all religions to come and worship God. The four entrances (representing the four directions) to get into the Harmandir Sahib also symbolise the openness of the Sikhs towards all people and religions.

We had a lot of fun and mesmerising experiences as well as got so much knowledge about this place. After 7 days of excursion, we returned back to home. It was a wonderful journey.

Lucky Turkey
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College
Session-2019-2021

JOY INSTEAD OF A TOY

In the family of Mr. and Mrs. Sen Samita, their little daughter is the centre of their love and affection, hope and aspirations. She is the only child whom they bring up with all care. Naturally, her birthday brings a new spirit of joy to the family.

On 10th February, all the members and family friends assemble there to enjoy the birthday party. This year, there was no expectations. On the occasion of the 10th birthday of Samita, all enjoyed the day with pomp and splendour. This year, she got many gifts. But her uncle gave her a thousand rupee note to allow her to buy a toy of her choice. The next day, Samita, accompanied by her parents, went to the market to buy a toy, as desire by her uncle. Samita was in high spirit in the prospect of a new toy to be purchased. While her parents

were looking for a fashionable toy shop, she was lagging behind as her searching glance fell on the colourful items on the display boards of the shops. Once she stopped before a toy shop and began to shout.

Her mother let her go to another market. There, in one corner of the market, Samita saw a little boy, begging with his mother. They looked pale and hungry. Their misery touched the soft heart of the little girl, Samita. She really felt for them with tears rolling down her cheeks. She said,- "Mother, Father, I will but food for them. They are hungry." Her parents at once allowed her to buy food for the poor little boy and his mother. Then she handed over the food to them and returned home. At night, her uncle about the toy," bought joy instead of toy " replied the girl.

Keya Roy

D.El.Ed-2nd Year,

Siliguri Primary Teachers' Training College, Session-2019-2021

Visit to Kolkata

This writing contains my experience over a journey to Kolkata with my mother in the previous year, in the month of June. My mother is everything in my life, so for that reason, I can't even imagine to go anywhere without my mother. It was our nice and safe journey.

We went to Kolkata for the first time. We visited many places in Kolkata such as, Victoria Memorial, Dakshineswar Temple, Kalighat Temple, some shopping malls and so on. We even came to watch the busy schedule of Kolkata's citizens.

They struggle a lot in their daily life. They even work hard for getting daily public transport on the busy street of Kolkata. It becomes little for most of the people about why I am writing for a place which is so easy to travel for everyone. But, this is the best trip in my life till now.

Last, but not the least, I am very grateful to them for whom I got this opportunity to write something. My journey to Kolkata got over within 4 days, but the sweet memory of this voyage is still cherishing my mind.

Monoswita Saha

D.El.Ed-2nd Year

Siliguri Primary Teachers' Training College

Session-2019-2021

Interesting facts about Astrology

We probably know which star sign we are and what this could say about us, but there is a lot more that we most likely don't know about Astrology.

The moon affects the body just like it affects the ocean (Take notice of how your mood might change during a full moon)

... your zodiac sign is determined by the sun~ As well as your date of birth, your zodiac sign also relates to the position of the sun at the time of which you were born.

....you are either water, fire, Earth or Air~ The twelve signs of zodiac are divided into four groups which can greatly influence you and your personality.

Astrology is the relationship of celestial configuration and life on Earth.

Lagna is divided from the state of rising of sun and location of the moon at the time of birth.

Nakshatra is defined by the movement of the moon.

Anjali Prasad

B.Ed 3rd Semester

Siliguri Terai B.Ed College,

Session-2019-2021

Social Media: Its impact on today's youngster

From sending letters through pigeon, to post office to phone call to email, there is a sweeping change in how we communicate. In this modern era, social media has engrossed a separate place in our life and became an intrinsic part of every individual. We all live in a time and age where information is just a button press away. Social media such as Facebook, Instagram, Whatsapp, Twitter, LinkedIn etc ingrained into our society at such extent that today's youngster are much habituated in it that they couldn't forbear without their cell phones a single day. They are always frenzy when it comes about social media and they can't refrain a single day

without a single post or story from their account.

The whole world is at our fingertips all thanks to social media. It has made our lives convenient, easier and much faster. Being socially connected has great advantages for the psychological development of the teenagers. It has great benefit such as it connects each other across distances, feel less isolated, develop better social skills and can get every information about the world. Even political parties are promoting their policies, agendas and procuring support for their campaign to influence citizens and gaining their votes. Social media has played a major role

during this COVID-19 pandemic. Students continued their academic classes through online mode with the help of social media. It also provides a platform to raise our voices against injustice and inequality tweeting hash tags.

It is verifiable that social media has helped in many ways but that doesn't mean that there isn't a dark side of it. Due to addiction on social media, youngster are facing many serious consequences such as poor study habits, living away from reality, anxiety, depression, reducing their productivity due to totally dependent on social sites. They are exposed on gore contents and explicit sexual content in daily basis that results in serious mental behavior. These days' social media has become a

main stream to apprise information's but due to the posting of fabricated news, spreading false rumors, trolling each other has brought many repercussions such as conflicts between communities, religions of that of recent news of Bangalore riots where such or information can hurt the public sentiments that results to public violation. Another, Cyber bullying has become quotidian and must of the target victims were teenagers which causes anxiety, fear, depression and lower self-esteem.

Current generation youngster want to achieve much more social currency i.e. Like, Share, React, Comments on their posts such as in photos, videos, blogs which they upload on social media. But if this social currency

does not go upon the mark of their expectations then they may feel self obsessed, depressed and can lower their self-esteem.

In this new era called as Digital Revolution, Internet and social media has become the routine for each and every person that they become addicted with this technology every day. Social media has various merits but it also has its demerits which affects us negatively that's why it has become arguable topic to

everyone whether it has become "Boon or Bane" for youngster. Use of social media is beneficial but should be used in a limited and constructive way without getting addicted. If it is use correctly it is life changing, and there is so much you individual can make a difference. So, think twice about what you post on social media today. It is open for the entire world to see.

"Don't use social media to impress people, Use it to impact people"

Bivek Rai
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College
Session-2019-2021

Brief History of Cooch Behar and the Buckingham palace of India

'Coochbehar' is one of the districts of North Bengal located in the northeastern part of the state and bounded by the districts of Jalpaiguri and Alipurduar in the north, Dhubri and Kokrajhar districts of Assam in the east and by Bangladesh in the west as well as in the south. The district forms part of the Himalayan Terai of West Bengal. Coochbehar is also the name of its capital city. This city is an important commercial centre in the region and is well connected by roadways and railways. In fact the New Cooch Behar junction railway station of the city is the largest junction station of the Northeast Frontier Railway Zone with railway routes to 6 different destinations. Coochbehar has a glorious historical past to remember. The kings of the Coochbehar state ruled for more than 430 years, in which they independently ruled for about 257 years. Monuments built by these kings are now carrying their glory and

providing us the glimpses of their magnificent kingdom.

First important event in the history of Coochbehar dated back to around 1508 AD, when Biswasingha (considered as the first 'Koch' king) defeated the Turkish army. He was formally coronate on 1515. The word 'Coochbehar' comes from the combination of two words Koch+Behar. 'Koch' is an ancient tribe. They are also known as Koch Rajbongsh, where the word 'Rajbongshi' literally means 'royal community'. The word 'Behar' comes from the Sanskrit word 'vihara' meaning to wander or to roam. The word 'Coochbehar' is derived from Koch Behar and is officially adopted by the state of West Bengal later on in 1950.

The greatest king of ancient Coochbehar was Maharaja Nara Narayana. He was the son of the first Koch king Biswasingha. He reigned from 1533 to 1587. He consolidated the kingdom by winning Assam, Kachar,

Manipur, Tripura, Srihatta and Dimudiar. He had introduced 'Narayani' coin. Apart from being a great warrior, he was tolerant to all religions and a patron of art and culture. He had rebuilt the famous Kamakhya Temple of Assam. The 2.3 km long double deck bridge over mighty Brahmaputra River at Jogighopa, Goalpara, Assam is named on him as 'Naranarayan Setu'. The bridge was inaugurated on 15 April 1998 by Shri Atal Bihari Vajpayee, the then Prime Minister of India.

The Koch kings had built several temples, sarovars and monuments during their reign. Maharaja Pran Narayan (1632-1665) was noted in history as builder of temples like Jalpeshwara, Baneshwara, Jateshwara Shiva temple and Gosanimari Gosani Devi temple. Maharaja Nripendra Narayan (1863-1911) can be compared to as 'Shah Jahan' of Koch dynasty. He was the greatest king of modern Coochbehar. The fabulous Cooch Behar palace and the famous Madan Mohan temple were

built by him. All the government buildings (like High Court, Judge Court, Treasury Commissioner Office, School Inspector Office, Police Office, S.D.O Office, Registration Office and others) were built at that time. He had built and renovated roads and bridges throughout his kingdom. He had also built a railway line from Mogolhut to Cooch Behar (1894). He was a great patron of education, art, culture and literature. He had established Victoria College in 1888 and high schools at Dinhata, Mathabhanga and Mekhliganj in 1890.

The Cooch Behar palace is the greatest monument of the Koch dynasty. Chief architect of the palace was Mr. Martin, who designed it according to the environment and climate of the region. The palace was modeled after the Buckingham Palace of London, where the Queen of England lives. Chief clerk during the construction of palace, Mr. F Barkley said in his report, published in 1887, that the palace carried an effect of Italian and Classical Western style. Impacts of Venice, Florence, and

Roman School of art and architectures were present. The total cost of building the main dome of the palace was 14 thousand rupees. Construction started in 1882 and finished in 1887 while paintings, decoration and marble fittings were fully completed in 1898.

The Cooch Behar palace is known for its elegance and grandeur. It is a brick-built double storied structure covering an area of 51,309 square feet (4,766.8sq.m). The whole structure is 395 feet (120m) long and 296 feet (90m) wide and is rests on 4 feet 9 inches (1.45m) above the ground. The palace is fronted on both the floors by a series of arcaded verandahs with their piers arranged alternately in single and double rows. It has the entrance on the ground floor with a splendid projected porch at the center that leads to the Durbar Hall. The Durbar Hall has an elegantly shaped metal dome which is topped by a cylindrical lower type ventilator to avoid dampness. This is 124 feet (38m) high from the ground and is in the style of the Renaissance architecture of St. Peter's Basilica of Rome. The dome is also beautifully

carved in step pattern and rests on four arches supported by huge Corinthian columns adorned with a lantern on the top. This adds variegated colors and designs to the entire surface. Several small yet elegant balconies also surround the dome of the Durbar Hall. There are various vestibules, halls and rooms in the palace. The ground floor consists of 24 rooms, noted ones are the Billiard hall, the Library, the Guest room and the Dining hall. The first floor has 15 Bed rooms, 3 Drawing rooms, 4 Torsha Khana and 11 Bathrooms. A section of the palace has now been converted into a museum by the Archaeological Survey of India. In the museum, oil paintings are there in abundance hanging in the wall, chandeliers, antique figurines further add the required significance. A tribal gallery is also present there, showcasing items that are particularly inspired from the lives of local people. Other galleries of the museum consist of photographs of the Kings and the Royal Kingdom, musical instruments used at that time, idols and stone sculptures, guns and weapons used by

the British and their contemporary people and other exhibits. Floor of Durbar Hall has a fabulous drawing of the Royal Symbol of the Koch Kingdom. The beautiful gardens surrounding the palace are another charm here.

The Madan Mohan temple is another notable monument of Coochbehar. As mentioned earlier, the temple was rebuilt by Maharaja Nripendra Narayan in 1890. Due to the construction of new palace, all the important temples were to be shifted. So the Maharaja built a new Madan Mohan temple nearby the palace, opposite of Bairagi Dighi (a big pool). The temple has different Sanctum Sanctorum (Garbha Griha) for the deities Madan Mohan, Maa Tara, Maa Katyayani, Maa Anandamoyee Kali etc. Another small temple is present in the complex for Maa Bhavani. The temple complex has Raas Mancha or Raas Chakra, two dome shaped temples of Lord Madan Mohan and Maa Bhavani, wide verandahs and beautiful flower garden. Lord Madan Mohan is the main attraction of the

Madan Mohan temple. In the central room of the main temple, on silver clad chowdola (four-stand cradle) there are two idols- Bara Madan Mohan and Chhoto Madan Mohan. Generally devotees could see Bara Madan Mohan, Chhoto Madan Mohan stays behind the scene and could be seen for three days (lying on Shayan ekadashi in Harishayan and rising on Uthyan ekadashi). It is believed that Maharaja Nara Narayan had established this idol. The second Bara Madan Mohan was established by Maharaja Nripendra Narayan in the present temple amidst pomp and splendor. The idol of Lord Madan Mohan is golden color (made of Astadhatu or amalgamation of eight metals). A Shalagram Shila (a type of stone) named Anantadeb or Ananta Narayan is worshipped every day before the Bara Madan Mohan. Beside this two, other Shilas- Janardan Narayan and Lakshmi Narayan are also worshipped daily.

Raas Yatra is the grandest celebration of the people of Coochbehar, associated with the Madan Mohan

temple. Of 12 yatras of Lord Madan Mohan (Lord Krishna) like the Dol Yatra, Ratha Yatra, Raas Yatra is celebrated here every year during the auspicious occasion of Raas Purnima with great pomp and show. Starting from the day of Raas Purnima, special worship/offering to Lord Madan Mohan is carried out for continuous 15 days. Lord Madan Mohan is seen seated on His beautifully decorated throne with golden umbrella atop, in the front corridor of the temple. Madan Mohan temple lights up amidst special light decorations and exhibition of various clay statues related to Krishna-lila and Puranas is organized. During this time, Madan Mohan temple turns into a fusion of religious, social and aspects of the people of Coochbehar. It is popularly said that the Raas Yatra was started in 1812 by Maharaja Harendra Narayan. After completion of the present, the fair related to Raas Yatra, also popularly known as Raas Mela, used to take place around four sides of Bairagi Dighi. Later from 1912 onwards the fair was shifted to the

Parade Ground (presently called Raas Mela ground). The main attraction of the Raas Yatra is the Raas Mancha or Raas Chakra. Built on bamboo framework all around a 30 feet tall wooden pole, the Raas Chakra is made with sophisticated paper designs finely cut-out along with posters of various Gods and Goddess. The Raas Chakra is the ancestral craft of a Muslim family. Direct influence of Buddhism and Islam religions can be observed on the Raas Chakra which symbolizes the communal harmony viewpoint of the Koch Maharajas. On the auspicious moment of Raas Purnima, after completion of the worship of Maa Katyayani and Raas Mancha, Maharaja Nripendra Narayan used to declare the opening of the festival by rotating the Raas Chakra. At present, the District Magistrate of Coochbehar performs the inauguration of the festival. People gather in huge number at the temple during Raas Yatra because rotating the Raas Chakra is believed to be holy duty of the devotees.

The Baneswara Shiva temple is also a notable temple of Coochbehar. It is located about 10 km away from Coochbehar city, on the Alipurduar-Coochbehar main connecting road, near Baneswara railway station. The temple was renovated by the Koch king Pran Narayan. The present structure is square with a dome and a slightly curved corner. It has two entrances-one on the west and other in the east. The temple has a Shiva Linga and a 'Gouripat' in the Garbha Griha, 3.1 metres below the surface level. The temple was slightly tilted on the east during an earthquake in 1897. It has a height of 10.9 metres and the base measuring 9.6 metre square. The walls are 2.5 metres thick. There are some

decorated narrow strips on the walls. It has a raised platform in the front. There is a bull made of cement on the right. On the northern side there is a tin shed housing idols of Lord Shiva and 'Ardhanariswar'. There are some other idols also including Maa Kali idol in another shed. A week-long fair is held during Shiva Chaturdashi. Another attraction of the temple is a big pond with many tortoises (Tortoises of Lord Mahadev). These tortoises are believed to be living from the reign of Maharaj Pran Narayan, for about 300 years.

(Source- Bengali book titled as 'Coochbeharer Raj Kahini o Raj Prasad' by Smt. Saswati Deb)

*Priyanka Banerjee
B.Ed-3rd Semester,
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021*

NEW EDUCATION POLICY - 2020

TRANSFORMING THE REGULATORY SYSTEM AND TEACHER EDUCATION

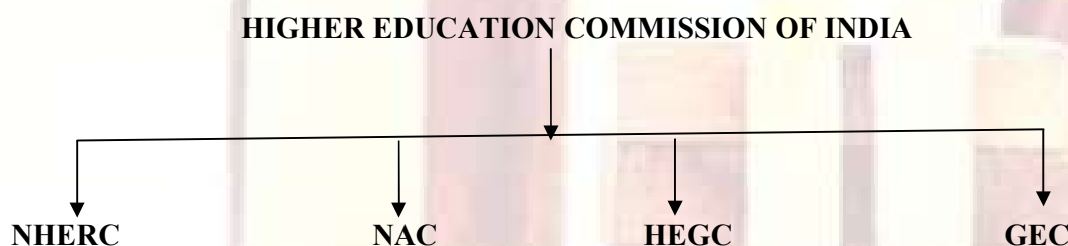
NIRUPA KUJUR

TRANSFORMING THE REGULATORY SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Regulation of higher education has been too heavy-handed for decades; too much has been attempted to be regulated with too little effect. The mechanistic and disempowering nature of the regulatory system has been rife with very basic problems, such as heavy concentrations of power within a few bodies, conflicts of interest among these bodies, and a resulting lack of accountability. The regulatory system is in need of a complete overhaul in order to re-energize the higher education sector and enable it to thrive.



To address the above-mentioned issues, the regulatory system of higher education will ensure that the distinct functions of regulation, accreditation, funding, and academic standard setting will be performed by distinct, independent, and empowered bodies. This is considered essential to create checks-and-balances in the system, minimize conflicts of interest, and eliminate concentrations of power. To ensure that the four institutional structures carrying out these four essential functions work independently yet at the same time and work in synergy towards common goals. These four structures will be set up as four independent verticals within one umbrella institution, the Higher Education Commission of India (HECI)



⇒ National Higher Education Regulatory Council (NHERC)

This body is a regulator of Higher Education Sector including Teacher Education and excluding the legal and medical sector. It regulates in a 'light but tight' and facilitative manner. Their regulatory focus is on the following areas namely; financial probity, good governance, full online and offline public self disclosure of all finances, audits, procedure, infrastructure, facilities, faculties/staff, courses and educational outcomes. The council also addresses to the complaints or grievances from stakeholders

and others arising out of information provided in public domain and feedback from randomly selected students including differently abled.

⇒ **National Accreditation Council (NAC)**

The Accreditation is based on basic norms, public self disclosure, good governance and outcome. This is carried out by independent eco-system of accrediting institutions supervised and over seen by the National Accreditation Council. By this measure of accrediting the institutions achieve set levels of quality, self governance and autonomy. The institutions must aim through the institutional development plan.

⇒ **Higher Education Grants Council (HEGC)**

This body carries out funding and financing of higher educational institutions based on transparent criteria based on the institutional developmental plan prepared by the institutions and the progress made on the implementations. Secondly it over sees the disbursement of scholarship and developmental funds for launching new focus areas and expanding quality program offered at higher educational institutions across various disciplines and fields.

⇒ **General Education Council (GEC)**

It frames expected learning outcome for Higher Educational program which is also referred as ‘graduate attributes’. Further it sets up norms for issues like credit transfer. This body is mandated to identify specific skills that the students must acquire during their academic programs. Under the umbrella of GEC the following bodies function;

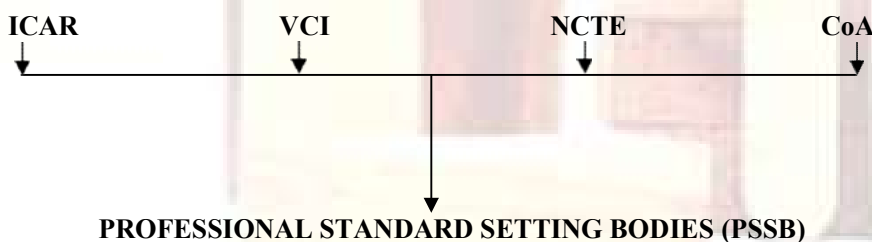
⌋ **National Higher Educational Qualification Framework (NHEQF)**

⌋ **National Skills Qualification Framework (NSQF)**

These two bodies sync well to work towards the integration of Vocational education into higher education.

The following bodies are restructured into one body which is as follows;

- ICAR – Indian Council for Agricultural Research
- VCI - Veterinary Council of India
- NCTE – National Council for Teacher Education
- CoA – Council of Architecture



Professional Standard Setting Bodies (PSSBs) will play a key role in the higher education system and will be invited to be members of the GEC. These bodies, after restructuring as PSSBs, will continue to draw the curricula, lay down academic standards and coordinate between teaching, research and extension of their domain/discipline, as members of the GEC. As members of the GEC, they would

help in specifying the curriculum framework, within which HEIs may prepare their own curricula. Thus, PSSBs would also set the standards or expectations in particular fields of learning and practice while having no regulatory role. All HEIs will decide how their educational program responds to these standards, among other considerations, and would also be able to reach out for support from these standard-setting bodies or PSSBs, if needed.

TEACHER EDUCATION

According to the Justice J S Verma Commission (2012) constituted by the Supreme Court, regulatory efforts have failed to neither curb the malpractices in the system nor enforce basic standards for quality education. Therefore there is a need to revitalize through radical action in order to raise standards and restore integrity, credibility, efficacy and high quality to the teacher education system. So the revised structure proposed is as follows with a proposal to establish scholarships for outstanding students;

4 Years Integrated B.Ed

2 Years B.Ed for those who finished Bachelors degree

1 Year B.Ed for those who finished 4 years UG degree in a specialized certificate

Higher Educational Institutions (HEI) must ensure experts in education. It also will have a network of Government and private schools to work closely with, to teach along with participating in other activities such as community service, adult and vocational education. In order to maintain uniform standard the admission to pre-service teacher program shall be through reliable subjects and aptitude tests conducted by the National Testing Agency and shall be standardized in view with the linguistic and cultural diversity of the country. It would further value teaching/field/research faculty experience.

Ph.D students have to take credit based course in teaching/education/pedagogy/writing related to their chosen Ph.D subjects during their doctoral training period. Exposure to Pedagogical practices, designing curricular, credible evaluation systems, communication will be ensured since many research scholars will go on to become faculty or public representatives communicators of their chosen discipline. Further in-service professional development will be emphasized along with the training in use of technology platform for online teaching and mentoring and professional support to university/College teachers will be give due importance also. Each research scholar will have minimum number of actual hours of actual teaching experience gathered through teaching assistantship and other meaning.

In conclusion I appreciate the restructuring done to Higher Education with the view to bring about integrity, credibility, efficacy, transparency, accountability and standard. However what is required further is a proper implementation and evaluation. So that the desired result by the Government may be achieved within the stipulated time.

Nirupa Kujur
B.Ed 3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College, Session-2019-2021

COVID 19, A DESTROYER OR A TEACHER

For past few centuries ,several pandemics have been hitting the human civilisation, challenging the social and mental ability of people around the globe. 2020 has seen one of the most threatening disease spreading (COVID-19) ,which has forced the global population to lock themselves inside their homes.

Every time such crisis hits, it exposes the limited human power and infrastructure . Not only developing countries but also the finest medical structures of many developed countries are now struggling against this threat. By the time i m writing this, over 2.3 crore population around the world is infected and almost 8 lakh people lost their lives.

Discussing about this pandemic outbreak, we have to first know about the basics of this disease. This corona disease is caused by a virus called SARS COV2 or COVID19 which is a novel (new) strain of SARS virus family. Now the question is why is it so threatening ? This is because it is highly contagious, even more than influenza virus . It attacks the lungs leading to Pneumonia, even death. This virus mostly affects the elderly

population. The only way to detect it is testing, as it does not have any different symptoms. COVID19 has the symptoms of flu, bodyache, headache....shortness of breath etc.

How can we prevent it ? this is probably the most asked question now . But unfortunately since it is RNA based virus, it has the ability to mutate. So the vaccination is very hard to get, though it is not impossible seeing the improvement of medical science of modern world. The only way to prevent it now is SOCIAL DISTANCING and accepting wearing MASKS as the new common. Hygiene plays an important role preventing this disease.

How can we prevent it ? this is probably the most asked question now .But unfortunately since it is RNA based virus, it has the ability to mutate. So the vaccination is very hard to get, though it is not impossible seeing the improvement of medical science of modern world. The only way to prevent it now is SOCIAL DISTANCING and accepting wearing MASKS as the new common. Hygiene plays an important role preventing this disease.

How did it come into existence? This virus was first detected in December 2019 in Wuhan, a city of the Hubei province of China. WHO (WORLD HEALTH ORGANISATION) declared it as global pandemic in 11th March 2020. You know there are various unproven facts but mostly accepted reasons for this outbreak is the irresponsible 'bio-weapon' research in Wuhan lab of virology or the unusual food habit of Chinese population. All of these theories are not proven yet.

This indicates that each and every time when the human power

challenges the nature it definitely backfires. Mother nature is the supreme power that has blessed us with so many beautiful things, still we are playing with the nature due to the hunger of power. Remember one thing, this pandemic surely teaching us that the nature can destroy us if we do not stop destroying our mother earth and the natural rules of life.

Hope this ends very soon. you know what, it will end very soon for sure. We will be able to find our regular lifestyle. Hope we will not be that irresponsible person again after all of this.

The theory is -

"LOVE YOUR NATURE, NATURE WILL LOVE YOU IN RETURN"

Sauradip Ganguli
B.Ed-3rd Semester
Siliguri Terai B.Ed College,
Session-2019-2021

PARADIGM SHIFT IN 'THE NEW NORMAL' EDUCATIONAL SCENARIO

The term 'Paradigm shift' was coined by Thomas Kuhn, an American philosopher of Science, in 1962 in his book "The structure of Scientific Revolution". In the present perspective of education changes have taken place enormously in every stages of school & higher educations keeping in mind an all round holistic development for children. So the paradigm has shifted to life centered learning from artificial methods. The teacher is now a co learner in the process for the extensive use of modern information and communication tools which are part and parcel of modern teaching learning process. As of now in this pandemic situation we are standing at a junction where all the ways to restore the situation seems to be vague. It is obvious that some major changes will occur in the education sector for the enhancement of education, creating scopes for access and avail instruction among students and trainees has been a major challenge of the Govt. and the agencies in this catastrophic situation. The absence of conventional face to face mode of instruction had a negative impact on the psychological traits of the children. To overcome from the crisis situation a common platform for teaching and learning through online mode of instruction has been arranged by the various educational institutions to combat with the situation. But inadequate scope and barriers in the technological perspective is a major setback in this process. So, in this respect the engagement of students, teachers, curriculum along with parental involvement and technology should be the major concern to impart education. To negotiate with the situation importance should be laid upon Blended learning i.e education in which students learn via electronic and online media as well as traditional face to face teaching. So we may conclude that a 'new normal' paradigm shift is to be the savior of our existing education system to be more accessible to the students.

Subhranil Dey (Asst Professor) SPTTC & STBC
EMAIL : asksubhranil@gmail.com, MOB NO-9563926036

Relegion or Humanity

Firstly we have to know what religion is ? And what it actually teaches us. Now a days most of us not even understand the original meaning of it. That's why there are few people use it wrongly to divide people.

Religion is very difficult to define, but it is basically refers to what we belief about human beings relationship to higher power. It teaches us practices to live, being kind to others, and always telling the truth.

Humanity and religion are two sides of coin because there are no religion without Humanity. Religions helps us to grow humanity.

It teaches us to spread love. Real religion will allow humanity to properly understand nature, our self and god. When humanity combines with genuine religions both became good for health.

So, Humanity should be our religion and human should be our God.

Raka Guha Neogi

(Asst Professor)

Siliguri Primary Teachers' Training College

&

Siliguri Terai B.Ed College

College Album



1. Exhibition Opening Ceremony 2020(Annual Sports), 2. Annual Sports Lamp Lighting-2020, 3. 'Basant Uthsab'-2019, 4. Independence Day Celebration-2019, 5. Independence Day Special Drama-2019, 6. Community Based Activities(B.Ed)-2019.



7. Honourable Management Members Mr. Puspajit Sarkar, Mr. Sujan Saha, Mr. Sanjoy Saha, Mr. Amrita Debnath (Annual Sports)-2020, 8. Community Kitchen Activities(B.Ed)-2019, 9. 'North Bengal Book Fair' Programme-2019, 10. Honourable President sir Mr. Hriday Mandal's speech in State Level Seminar-2019, 11. Independence Day Special 'Dance Drama Team'-2019, 12. Saraswati Puja Celebration-2018.



13. 'State Level Seminar'- participants and teachers-202, 14. Annual Sports 'Nepali Dance Group' (B.Ed)-2020, 15. Awareness Rally on HIV Aids- 2019, 16. Publication of Wall Magazine Celebration-2019, 17. Tree Plantation Activities- 2019, 18. College Bus.



19. Annual Sports- 'Traditional Nepali Dance Group' (B.Ed)-2020, 20. Freshers Wellcome Programme-2019, 21. Scouts and Guide programme-2019, 22. 'South Indian Lavani Dance Group' leading by Payel Guha and team (D.El.Ed)-2020, 23. Tree Plantation Activities took place under the supervision by Mrs. Madhumita Majumder & Mr. Mehmud Sarkar-2019, 24. Annual Sports Management Members-2019.



25. Bhanivakta Jayanti-2018, 26. Opening Computer Laboratory-2020, 27. Excursion Team-'kaziranga', 'Guwahati'-2019, 28. 'Wall Magazine Publication Ceremony' (B.Ed)-2019, 29. 'Wall Magazine Publication Ceremony' (D.El.Ed)-2019



30. Freshers Wellcome Celebration-2018

